মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক
১৫তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বড় দিন

শুভ বড় দিন মানে ঈসা মসীহের শুভ জন্মদিন। ঈসা মসীহের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। ইউসুফের সঙ্গে ঈসার মা মারিয়ামের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু তারা একসঙ্গে বসবাস করবার আগেই পাক রূহের শক্তিতে মারিয়াম গর্ভবর্তী হয়েছিলেন। মারিয়ামের স্বামী সৎ লোক ছিলেন... *(মথি ১/১৮-২৫)*। আল্লাহ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন। যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে, সে বিনষ্ট না হয়। কিন্তু অনন্ত জীবন পায়' *(ইউহোন্না ৩/১৬)*।

উপরের বক্তব্যগুলি খ্রিষ্টানদের ঢাকা কেন্দ্র (বিবিএস) থেকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির অংশ বিশেষ। পুরা বিজ্ঞপ্তিটি বিভিন্ন অসঙ্গতি ও কল্পকথায় ভরা। লক্ষণীয় যে, তারা এখন 'যীশুখ্রিষ্ট' বলছে না। বরং মুসলমানদের কাছাকাছি হবার জন্য 'ঈসা মসীহ' বলছে। তাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে বাংলাদেশে বহু হিন্দু-মুসলমান ও উপজাতীয়রা খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে। এখন সারা দেশকে তারা ৭টি ধর্মপ্রদেশে ভাগ করে প্রতি প্রদেশে একজন বিশপ হিসাবে মোট ৮জন বিশপ নিয়ে সুসংগঠিতভাবে কাজ চালাচ্ছে। প্রদেশগুলি হল : ঢাকা (১৮৮৬), দিনাজপুর (১৯২৭), খুলনা (১৯৫২), চট্টগ্রাম (১৯৭২), ময়মনসিংহ (১৯৮৭), রাজশাহী (১৯৯০), সিলেট (২০১১)। আগে যেখানে আমেরিকা-ইংল্যান্ড থেকে বিশপ আনা হ'ত, এখন সেখানে সব বিশপই বাংলাদেশী। তারা দেশে বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এবং বিশেষ করে মানুষের দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ও পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করছে ও এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে। পরাশক্তির সমর্থন আছে বিধায় সরকারও সর্বদা এদের ব্যাপারে দুর্বল। এদের উৎসবগুলিতে সরকারের মন্ত্রীদের অতি উৎসাহ দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এবারের বড়দিনে একজন সদ্যনিযুক্ত মুসলমান মন্ত্রী বলেই ফেলেছেন, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। কি চমৎকার ধর্মনিরপেক্ষতা! অথচ সকলে ভালভাবেই জানেন যে, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যেদেশেই প্রভাব বিস্তার করেছে, সে দেশই পরাশক্তির করতলগত হয়েছে। যার বাস্তব উদাহরণ বৃটিশ-ভারত উপমহাদেশ এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব তিমুর ও সূদান থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ সূদান। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'খ্রিষ্টরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার পায়তারা চলছে বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ। এরা এক সময় বণিকের বেশে এসে সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করে বাংলার রাজদণ্ড হাতে নিয়েছিল। আজ তারা ধর্মের মুখোশ পরে এসেছে। তাই সরকার যদি সাবধান না হয়, তাহ'লে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা হবে। অতএব এদের থেকে সাবধান!

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের বিজ্ঞপ্তিতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে, সেটাই কি সত্য, না কুরআনের বাণী সত্য? যদি কুরআনের বাণী সত্য হয়, তাহ'লে যেসব মুসলিম মালিকানাধীন পত্রিকা ও মিডিয়া টাকার লোভে এদের মিথ্যা বিজ্ঞপ্তি সমূহ প্রচার করছে, তারা কি আল্লাহ্র কাছে দায়ী হবে না? যেসব নেতা এদের অনুষ্ঠানে যোগদানে উৎসাহবোধ করেন এবং সকল ধর্মকে সমান গণ্য করেন, তারা সম্ভবতঃ ইসলাম ও অন্যধর্ম কোন

সম্পর্কেই জ্ঞান রাখেন না। আমরা এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সকলের উদ্দেশ্যে জানিয়ে দিতে চাই যে, কুরআন আগমনের পর পৃথিবীতে বিগত সকল ইলাহী গ্রন্থের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তওরাত, যবূর, ইনজীল বলে যা কিছু চালানো হচ্ছে, সবকিছুই বাতিল ও বিকৃত। 'ইহুদী-নাছারা ধর্মনেতারা নিজেরা এগুলো মনমত লিখে আল্লাহ্‌র কেতাব বলে চালিয়ে দিয়েছে দু'পয়সা রোজগারের আশায়' *(বাক্বারাহ ৭৯)*। পক্ষান্তরে কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন *(হিজর ৯)*। তাই তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এখন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ইলাহী কিতাব হ'ল আল-কুরআন। 'যা মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক, সুপথের ব্যাখ্যাতা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। আর একমাত্র নবী হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার আগমন বার্তা বিগত সকল নবীসহ হযরত ঈসা (আঃ) নিজেই দিয়ে গেছেন *(ছফ ৬)*। সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন বিশ্বনবী। তিনি সৃষ্টিজগতের নবী, জিন ও ইনসানের নবী এবং তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না' *(সাবা ২৮; মিশকাত হা/৫৭৪৫, ৪৭, ৪৮, ৭৩)*। এখন যদি মূসা (আঃ) বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে তাঁকেও ইসলামের অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকতো না *(মিশকাত হা/১৭৭)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তখন তিনি ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামী শাসন কায়েম করবেন *(মিশকাত হা/৫৪৭৫, ৫৫০৬-০৭)*। ইহুদী শত্রুদের ও শাসকদের হত্যা চক্রান্ত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন *(আলে ইমরান ৫৫)*। 'তার অনুসারীদের পাপের বোঝার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি শূলে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন' বলে খ্রিষ্টানরা যে প্রচার করে থাকে, তা স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছু নয়। এজন্যেই কি তাহ'লে খ্রিষ্টান পরাশক্তিগুলো সারা বিশ্বে সশস্ত্র সন্ত্রাস চালিয়ে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা করছে ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে বিশ্বকে ভ্যামপায়ারের মত শোষণ করে চলেছে? নিজেরা পাপ করে তার বোঝা নির্দোষ ঈসা (আঃ)-এর উপরে চাপিয়ে দেবার এই ধর্মীয় দাবী কি স্রেফ অপবাদ ও ভণ্ডামি নয়? আল্লাহ বলেন, 'তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলেও দেয়নি, বরং তাদের জন্য ধাঁধাঁ সৃষ্টি করা হয়েছিল মাত্র। এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবলই সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি'। 'বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ১৫৭-৫৮)*।

খ্রিষ্টানদের প্রচারপত্রে মারিয়ামের যে স্বামীর কথা বলা হয়েছে, তা ডাহা মিথ্যা। কেননা কুরআনে ও হাদীছে সর্বত্র ঈসাকে 'মারিয়ামপুত্র' বলা হয়েছে। স্বামী থাকলে ঈসাকে তাঁর পিতার দিকেই সম্বন্ধ করা হ'ত। আল্লাহ বলেন, ঈসার দৃষ্টান্ত হ'ল আদমের মত'... *(আলে ইমরান ৫৯)*। আদমকে যেমন আল্লাহ পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, ঈসাকে তেমনি পিতা ছাড়াই কেবল মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন *(ঈসার জন্ম ইতিহাস জানার জন্য সূরা মারিয়াম ১৬-৩৬ আয়াতগুলি পাঠ করুন)*।

প্রচারপত্রে ঈসা (আঃ)-কে 'ইবনুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র বেটা) বলা হয়েছে। একথা তারা আগেও বলত *(তওবাহ ৩০)*। এমনকি ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানরা তাঁকে সরাসরি আল্লাহ সাব্যস্ত করে বলেছে, 'তিনি তিন আল্লাহ্‌র একজন' *(মায়েদাহ ৭৩)*। তারা এটাকে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলেছে। অথচ এরূপ ধারণা পোষণ কারীদের আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে 'কাফের' বলেছেন এবং এদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৭২-৭৩)*। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি মহাপবিত্র। যখন তিনি কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন বলেন, হও! সাথে সাথে হয়ে যায়' *(মারিয়াম ৩৫)*।

বর্তমান পৃথিবীতে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ১৯)*। 'ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন আল্লাহ কখনোই কবুল করবেন না এবং কেউ তা তালাশ করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*। এই দ্বীন 'স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন' *(মিশকাত হা/১৭৭)*। 'এই দ্বীন সত্য ও ন্যায় দ্বারা পরিপূর্ণ। এর বিধানসমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই' *(আন'আম ১১৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন নিহিত তার কসম করে বলছি, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক পৃথিবীর যে কেউ আমার আবির্ভাবের খবর শুনেছে, অথচ আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার উপর ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০)*। ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার শেষে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট বলতে ইহুদী ও নাছারাদের বুঝানো হয়েছে, যাদের পথে না চলার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা হয় *(তিরমিযী হা/২৯৫৪)*। অথচ আমরা তাদের পথেই চলছি। তাদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে তাদের অনিষ্টের আশংকা থেকে আত্মরক্ষা ব্যতীত। যে ব্যক্তি এরূপ করে আল্লাহ্‌র সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই *(আলে ইমরান ২৮)*।

২৫ ডিসেম্বরকে ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিবস হিসাবে পালন করার পিছনে কোন প্রমাণ নেই, কেবল ধারণা ও কল্পনা ব্যতীত। কেননা কুরআনের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ওটা ছিল খেজুর পাকার মৌসুম। সেখানে মারিয়ামকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বলা হয়েছে, যাতে সুপক্ব খেজুর নীচে পতিত হয় *(মারিয়াম ২৫)*। আর খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালে, ডিসেম্বরের শীতকালে নয়।

পরিশেষে বলব, ইহুদীরা হ'ল ঈসা (আঃ)-এর জাতশত্রু এবং খৃষ্টানরা তাঁর কপট অনুসারী। ঈমানদার ঈসায়ীগণ শুরুতেই ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং আজও ঈমানদার ইহুদী ও নাছারাগণ ইসলাম কবুল করে ধন্য হবেন। এর মাধ্যমে তারা দ্বিগুণ নেকীর অধিকারী হবেন' *(ক্বাছাছ ৫২-৫৪)*। খাঁটি মুসলমানেরাই ঈসা (আঃ)-এর প্রচারিত তাওহীদের প্রকৃত অনুসারী। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র নবী এবং ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম। তাই সকল অমুসলিমকে আমরা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে দ্রুত 'মুসলিম' হওয়ার আহ্বান জানাই। ইসলাম ও কুফর কখনোই এক নয়। তাই কোন মুসলিম মুরতাদ হলে অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করলে এবং তওবা করে ফিরে না এলে তার একমাত্র শাস্তি হ'ল মৃত্যুদণ্ড *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৩৩)*। পক্ষান্তরে কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে ইসলাম কবুল করলে তার নেকী হ'ল দ্বিগুণ। অতএব সরকারের উচিৎ কুফরকে উৎসাহিত না করা এবং অমুসলিমরা যাতে ইসলাম কবুল করে পরকালে মুক্তি লাভের পথ খুঁজে পায়, সেজন্য সর্বতোভাবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ও সহযোগিতা করা। দ্বীনদার ধনিক শ্রেণীর প্রতিও আমরা একই আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *[স.স.]*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৯ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

তাবুক যুদ্ধ (غزوة تبوك)

(৯ম হিজরীর রজব মাস)

পটভূমি :

এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোমকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক রোম সম্রাটের সিরিয় গবর্ণরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছুটানের ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। তাতে যুগ যুগ ধরে রোমকদের শাসন-শোষণে নিষ্পিষ্ট আরবদের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগরিত হয়। বিশেষ করে আরব ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী রোম শাসিত শাম রাজ্যের জন্য তা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়।

এ সময় মদীনার সাবেক আউস নেতা ও খৃষ্টান ধর্মীয় গুরু আবু আমের আর-রাহেব হোনায়েন যুদ্ধের পর সবদিক দিয়ে নিরাশ হয়ে অবশেষে সিরিয়ায় (শাম) চলে যান। কেননা এটি তখন ছিল খৃষ্টানদের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে গিয়ে তিনি রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে তিনি পুরা যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি মসজিদে ক্বোবার অদূরে 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ করান মসজিদের মুখোশে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে। রোম সম্রাটকে তিনি বুঝাতে সক্ষম হন যে, মদীনায় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে তার একটি বিরাট দল রয়েছে। যারা বাহ্যিকভাবে মুহাম্মাদের দলে মিশে আছে। বাইরে থেকে রোমকরা হামলা করলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং রোমকদের সহজ বিজয় লাভ হবে। উল্লেখ্য যে, ওহোদ যুদ্ধে শহীদ এবং ফেরেশতারা যার লাশ গোসল করান, সেই বিখ্যাত ছাহাবী হানযালা ছিলেন এই ফাসেক আবু আমেরের পুত্র। আবু আমের আমৃত্যু গোমরাহী ও খৃষ্টবাদের উপরে অবিচল ছিলেন। فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق রাসূল (ছাঃ) তার লকব দেন 'আবু আমের আল-ফাসেক'।[১]

একদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্যদিকে আবু আমেরের এই প্ররোচনা রোম সম্রাটকে উৎসাহিত করল। পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই উঠতি ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করে দেবার সংকল্প নিয়ে তিনি ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। যাতে রোম সাম্রাজ্য সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোনরূপ ফিৎনা বা বিদ্রোহ দেখা দেবার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

মদীনায় রোমক ভীতি :

রোম সম্রাটের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভীতির সঞ্চার হয়। বিশেষ করে মুনাফিকদের অধিকমাত্রায় অপপ্রচারের ফলে সাধারণ ও দুর্বলমনা মুসলমানদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রোমকভীতি মুসলমানদের মধ্যে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, নিম্নের ঘটনাটি দ্বারা বুঝা যায়-

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, আমার একজন আনছার বন্ধু ছিলেন। যখন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির না থাকতাম, তখন তিনি আমার নিকটে সংবাদাদি পৌঁছে দিতেন। আর তিনি যখন উপস্থিত না থাকতেন, তখন আমি তার নিকটে তা পৌঁছে দিতাম। তাঁরা উভয়ে প্রতিবেশী ছিলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে (عوالي المدينة) বসবাস করতেন। তারা পালাক্রমে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। তিনি বলেন, আমরা সবাই গাসসানী সম্রাটকে ভয় করতাম। কেননা আমাদের বলা হয়েছিল যে, সত্বর তারা আমাদের উপরে হামলা করবে। ফলে আমাদের অন্তরগুলি সর্বদা তাদের ভয়ে পূর্ণ থাকত।

একদিন হঠাৎ আমার ঐ আনছার বন্ধু দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললেন, افتح، افتح দরজা খুলুন, দরজা খুলুন! আমি ভয়ে বলে উঠলাম, جاء الغساني؟ 'গাসসানী এসে গেছে?' তিনি বললেন, না, বরং তার চেয়ে কঠিন। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়েছেন'।[২] অর্থাৎ তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে 'ঈলা' (الإيلاء) করেছেন। ৯ম হিজরীর প্রথমভাগের এই সময় স্ত্রীদের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে পৃথক থাকার শপথ করে একমাসের জন্য 'ঈলা' করেন এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে একটি নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম মূল বিষয়টি বুঝতে না পেরে একে তালাক ভেবেছিলেন। অবশ্য ঈলার মেয়াদ চার মাস অতিক্রম হয়ে গেলে তখন তালাকের প্রশ্ন চলে আসে।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সহজে অনুমান করা চলে যে, ঐ সময় রোমকভীতি মুসলমানদের

১. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ২৫৮।*

২. *বুখারী হা/৪৬২৯।*

কিভাবে গ্রাস করেছিল। মুনাফিকদের অতিরঞ্জিত প্রচার ও ব্যাপক রটনা উক্ত ভীতিকে আরো প্রকট করে তুলেছিল।

রোমকদের যুদ্ধ যাত্রার খবর :

এইরূপ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে শাম থেকে মদীনায় আগত তৈল ব্যবসায়ী নাবাত্বী দলের মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া গেল যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার একজন বিখ্যাত সেনাপতির অধীনে ৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে লাখাম, জোযাম প্রভৃতি খৃষ্টান গোত্রগুলি সহ অন্যান্য আরব মিত্র গোত্রসমূহ রয়েছে। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীটি ইতিমধ্যে সিরিয়ার বালক্বা (البلقاء) নগরীতে পৌঁছে গেছে।

খবরটি এমন সময় পৌঁছল, যখন ছিল গ্রীষ্মকাল এবং ফল পাকার মৌসুম। মানুষের মধ্যে ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত। রাস্তা ছিল বহু দূরের এবং অতীব ক্লেশকর।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তা করলেন যে, আরব এলাকায় রোমকদের প্রবেশ করার আগেই তাদেরকে তাদের সীমান্তের মধ্যেই আটকে ফেলতে হবে। যাতে আরব ও মুসলিম এলাকা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্য সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'তাওরিয়া' (التوريـــة) করেন। অর্থাৎ একদিকে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে যেতেন। কিন্তু এবার তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। যাতে ভীতি ঝেড়ে ফেলে সবাই যুদ্ধের জন্য জোরে শোরে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। দেখা গেল যে, একমাত্র মুনাফিকরা ব্যতীত সবাই যুদ্ধে যাত্রার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। মক্কাবাসীদের নিকটে ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলির নিকটে খবর পাঠানো হ'ল। একই সময়ে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হ'ল মুনাফিকদের যুদ্ধভীতির বিরুদ্ধে ও মিথ্যা ওযর-আপত্তির বিরুদ্ধে। এতদ্ব্যতীত জিহাদের ফযীলত এবং এতদুদ্দেশ্যে দান-ছাদাক্বার ফযীলত সম্পর্কে অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। গ্রীষ্মের খরতাপ, ফসলের মৌসুম, ক্লেশকর দীর্ঘ সফরের কষ্ট সবকিছু ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে শুরু হয় জিহাদে গমন করার ও জিহাদ ফাণ্ডে দান করার মধুর ও তীব্র প্রতিযোগিতা। এই সময় মুনাফিকেরা মসজিদে ক্বোবার অনতিদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে গিয়ে ছালাত আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াত দেয়। রাসূল (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে যাবেন বলে কথা দেন। ইতিহাসে এটি 'মসজিদে যেরার' নামে পরিচিত।

জিহাদের প্রস্তুতি ও দানের প্রতিযোগিতা :

জিহাদে গমনের নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। যাদের বাহন ছিল না, তারা ছুটে আসেন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বাহনের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। ফলে যারা বাহন পেলেন না, তারা জিহাদে যেতে না পারার শোকে কেঁদে বুক ভাসালেন। তাদের এই একনিষ্ঠতার কথা আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْـتَ لاَ أَجِـدُ مَـا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الـدَّمْعِ حَزَنــاً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُوْنَ-

'এবং অভিযোগ নেই ঐসব মুমিনের উপর, যারা আপনার নিকটে এসেছে বাহনের জন্য। অথচ আপনি বলেছেন, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। তখন তারা ফিরে যাচ্ছে এমতাবস্থায় যে, তাদের চক্ষুগুলি দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এই দুঃখে যে, তারা ব্যয় করার মত কিছুই পাচ্ছে না' *(তওবাহ ৯/৯২)*।

জিহাদ ফাণ্ডে দানের প্রতিযোগিতা :

(১) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সর্বস্ব এনে হাযির করলেন। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত তার পরিবারের জন্য কিছুই ছেড়ে আসেননি। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি জিহাদ ফাণ্ডে দানের সূচনা করেন।

(২) ওমর ফারূক (রাঃ) তার সমস্ত মাল-সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এলেন।

(৩) ওছমান গণী (রাঃ) পরপর পাঁচবারে হাওদাসহ ৯০০ উট, গদি ও পালান সহ ১০০ ঘোড়া, প্রায় সাড়ে ৫ কেজি ওযনের কাছাকাছি ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় ২৯ কেজি ওযনের কাছাকাছি ২০০ উক্বিয়া রৌপ্য মুদ্রা দান করেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলি যখন রাসূলের কোলের উপরে তিনি ঢেলে দেন, তখন রাসূল (ছাঃ) সেগুলি উল্টে-পাল্টে বলতে থাকেন, مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَـلَ بَعْـدَ الْيَـوْمِ 'আজকের দিনের পর কোন আমলই ওছমানের কোন ক্ষতি করবে না'।[৩] এই বিপুল দানের জন্য তিনি مجهز جيش العسرة অর্থাৎ 'তাবুক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা' খেতাব প্রাপ্ত হন *(ইবনু খালদূন)*।

(৪) আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) ২০০ উক্বিয়া রৌপ্যমুদ্রা দান করেন।

(৫) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিব বহু মাল-সামান নিয়ে আসেন।

৩. *তিরমিযী হা/৩৭০১; মিশকাত হা/৬০৬৪।*

(৬) আছেম বিন আদী ৯০ অসাক্ব অর্থাৎ প্রায় ১৩,৫০০ কেজি খেজুর জমা দেন। এতদ্ব্যতীত ত্বালহা, সা'দ বিন ওবাদাহ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ প্রমুখ প্রচুর মাল-সম্পদ দান করেন। এভাবে এক মুদ, দুই মুদ করে কম-বেশী দানের স্রোত চলতে থাকে।

মহিলাগণ তাদের গলার হার, হাতের চুড়ি, পায়ের অলংকার, কানের রিং, আংটি ইত্যাদি যার যা অলংকার ছিল, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে পাঠিয়ে দেন। কেউ সামান্যতম কৃপণতা করেননি।

এই সময় আবু আক্বীল আনছারী (রাঃ) ২ সের যব রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে পেশ করে বলেন, সারা রাত পরের ক্ষেতে পানি সেঁচে ৪ সের যব মজুরি হিসাবে পেয়েছি। তার মধ্যে ২ সের বিবি-বাচ্চার জন্য রেখে বাকীটা নিয়ে এসেছি'। দয়ার নবী তার হাত থেকে যবের থলিটি নিয়ে বললেন, তোমরা এই যবগুলো মূল্যবান মাল-সম্পদের স্তূপের উপরে ছড়িয়ে দাও'। অর্থাৎ এই সামান্য দানের মর্যাদা হ'ল সবার উপরে। *সুবহানাল্লাহ*।[৪]

মুনাফিকদের বিদ্রূপ :

তবে মুনাফিকেরা নিজেরা তো দান করেনি। উপরন্তু এই দানকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ- 'ঐ সমস্ত লোক যারা বিদ্রূপ করে ঐসব মুমিনদের প্রতি যারা মন খুলে ছাদাক্বা করে এবং ঐসব মুমিনদের প্রতি যারা দান করার মত কিছুই পায় না নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ভিন্ন। অতঃপর তাদেরকে তারা ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(তওবাহ ৯/৭৯)*। তাদের ঠাট্টা যেন এরূপ ছিল যে, বিশ্বশক্তি রোমক বাহিনীকে এরা দু'চারটি খেজুর দিয়েই পরাজিত করতে চায়। কিংবা দু'চারটা খেজুর দিয়েই এরা রোমক সাম্রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখছে।

তাবুকের পথে মুসলিম বাহিনী :

৯ম হিজরীর রজব মাসের এক বৃহস্পতিবারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ৩০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সেনা অভিযান। এই সময় তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনছারীকে মতান্তরে সেবা' বিন আরফাতা (سِبَاعُ بْنُ عَرْفَطَةَ)-কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলীকে তাঁর পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকেরা তাকে সম্ভবতঃ ভীতু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে পথিমধ্যে সেনাদলে যোগ দেন। তখন সেনাদল দু'তিন মনযিল অতিক্রম করে গেছে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে কাছে ডেকে সস্নেহে বলেন, أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؟ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকটে অনুরূপ হও যেমন হারূণ ছিলেন মূসার নিকটে? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোন নবী নেই'।[৫] একথা শুনে আলী (রাঃ) খুশী মনে মদীনায় ফিরে গেলেন।

সেনাবাহিনীতে বাহক ও খাদ্য সংকট :

সাধ্যমত দান-ছাদাক্বা করা সত্ত্বেও তা এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে প্রতি ১৮ জনের জন্য একটি করে উটের ব্যবস্থা হয়। যার উপরে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। অনুরূপভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় তারা গাছের ছাল-পাতা খেতে থাকেন। যাতে তাদের ঠোঁটগুলো ফুলে যায়। পানির অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হ'লে বাহন সংকট থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে-মধ্যে উট নহর করতে বাধ্য হ'তেন এবং উটের পিঠের কুঁজোতে (الكرش) সঞ্চিত পানি পান করতেন। বাহন ও খাদ্য-পানীয়ের এই কঠিন সংকটের কারণে তাবুক বাহিনীকে جيش العسرة (জায়শুল উসরাহ অর্থাৎ অভাব-অনটনের বাহিনী) বলা হয়।

পথিমধ্যে সেনাবাহিনী ব্যাপক হারে পানি সংকটে পড়ায় তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পানির অভিযোগ পেশ করেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করলেন। ফলে আল্লাহ বৃষ্টির মেঘ পাঠিয়ে দেন, যা বিপুল বৃষ্টি বর্ষণ করে। সেনাবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করেন এবং পাত্রসমূহ ভরে নেন।

হিজর অতিক্রম :

গমন পথে মুসলিম বাহিনী 'হিজর' এলাকা অতিক্রম করে। যা ছিল খায়বরের অদূরে ওয়াদিল ক্বোরা (وادي القرى) এলাকায় অবস্থিত। এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামূদ জাতি পাথর কেটে কেটে মযবুত ঘরবাড়ি তৈরী করেছিল (الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) *(ফজর ৮৯/৯)*। হযরত ছালেহ (আঃ) তাদের নিকটে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করে। ফলে তারা আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা এখানকার কুয়ার পানি পান করো না, ঐ পানিতে ওযু করো না। এখানকার পানি দিয়ে যদি আটার খামীর করে থাক, তবে তা উটকে খাইয়ে দাও, নিজেরা খেয়ো না। তিনি

৪. *রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১৩৬*।

৫. *বুখারী হা/৪১৫৪*।

বললেন, হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী যে কুয়া থেকে পানি পান করত, তোমরা সেই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করো'।

তিনি আরও বলেন, তোমরা গযবপ্রাপ্ত ছামূদদের ঘরবাড়িতে প্রবেশ করবে না। তোমরা কাঁদতে কাঁদতে এই স্থান অতিক্রম করবে। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করলেন এবং দ্রুত উক্ত এলাকা অতিক্রম করলেন'।[৬]

শুষ্ক ঝর্ণায় পানির স্রোত :

অতঃপর তাবুকের নিকটবর্তী পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) বললেন, إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوْكَ 'আগামীকাল ইনশাআল্লাহ তোমরা তাবুকের ঝর্ণার নিকটে পৌঁছবে। তবে দিন গরম হওয়ার পূর্বে তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। যদি তোমরা কেউ আগে পৌঁছে যাও, তবে আমি না পৌঁছা পর্যন্ত যেন কেউ ঝর্ণার পানি স্পর্শ না করে'।

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমরা গিয়ে দেখি আমাদের দু'জন লোক আগেই পৌঁছে গেছে এবং কিছু পানিও পান করেছে। (হয়তবা তারা রাসূলের নির্দেশ জানতে পারেনি)। এ সময় খুব ধীরগতিতে পানি আসছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের কিছু বকাঝকা করলেন। অতঃপর ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি ভরে একটু একটু করে পানি নিলেন ও সঞ্চয় করলেন এবং তা দিয়ে স্বীয় হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর ঐ পানি পুনরায় ঝর্ণায় নিক্ষেপ করলেন। ফলে ঝর্ণায় তীব্রগতিতে পানির প্রবাহ সৃষ্টি হ'ল এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পানি রাশি জমা হয়ে গেল। ছাহাবায়ে কেরাম তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আযকে লক্ষ্য করে বললেন, يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تُرَى مَا هَا هُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا 'যদি আল্লাহ তোমার হায়াত দারায করেন, তবে তুমি এই স্থানটিকে সবুজ-শ্যামল বাগিচায় পূর্ণ দেখতে পাবে'।[৭]

পথিমধ্যে অথবা তাবুক পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, আজ রাতে তোমাদের উপর প্রবল (ريح شديد) বালু ঝড় বয়ে যেতে পারে। অতএব তোমাদের কেউ যেন না দাঁড়ায়। যাদের উট আছে, তারা যেন উটকে শক্তভাবে বেঁধে রাখে'। দেখা গেল যে, প্রবল বেগে ঝড় এলো। তখন (সম্ভবতঃ কৌতূহল বশে) একজন উঠে দাঁড়ালো। ফলে ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'ত্বাই' গোত্রের দুই পাহাড়ের (بجلي طيء) মাঝখানে নিক্ষেপ করল'।[৮]

ছালাতে জমা ও ক্বছর :

পথ চলাকালীন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল এই যে, তিনি সর্বদা যোহর ও আছরে এবং মাগরিব ও এশাতে জমা (ও ক্বছর) করতেন। এতে জমা তাক্বদীম ও জমা তাখীর দুটিই হ'ত। 'তাক্বদীম' অর্থ শেষের ছালাতটি পূর্বের ছালাতের সাথে একত্রে পড়া এবং 'তাখীর' অর্থ প্রথমের ছালাতটি শেষেরটির সাথে একত্রে যুক্ত করে পড়া।

তাবুকে উপস্থিতি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সারগর্ভ উপদেশবাণী :

মুসলিম বাহিনী তাবুকে অবতরণ করে যথারীতি শিবির স্থাপন করল এবং রোমকদের অপেক্ষা করতে থাকল। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এই জান্নাতপাগল সেনাদলের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ (جوامع الكلم) ভাষণ দান করেন। যা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর। উক্ববা বিন আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এবং বায়হাক্বী দালায়েল ও হাকেম হ'তে উদ্ধৃত উক্ত ভাষণটিকে মানছূরপুরী (রহঃ) ৫০টি ক্রমিকে ভাগ করে পেশ করেছেন। আমরাও সেটার অনুসরণ করলাম।-

হামদ ও ছানার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

١- فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ٢- وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى ٣- وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ-

১. সর্বাধিক সত্য বাণী হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব ২. এবং সবচেয়ে মযবুত হাতল হ'ল তাক্বওয়ার কালেমা ৩. সবচেয়ে উত্তম দ্বীন হ'ল ইবরাহীমের দ্বীন।

٤- وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ٥- وَأَشْرَفَ الْحَدِيْثِ ذِكْرُ اللهِ ٦- وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ-

৪. শ্রেষ্ঠ তরীকা হ'ল মুহাম্মাদের তরীকা ৫. সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্‌র যিকর ৬. সেরা কাহিনী হ'ল এই কুরআন।

٧- وَخَيْرَ الْأُمُوْرِ عَوَازِمُهَا ٨- وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ٩- وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ-

৭. শ্রেষ্ঠ কাজ হ'ল দৃঢ় সংকল্পের কাজ ৮. নিকৃষ্ট কাজ হ'ল শরী'আতে সৃষ্ট বিদ'আত সমূহ ৯. সুন্দরতম হেদায়াত হ'ল নবীগণের হেদায়াত।

١٠- وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ ١١- وَأَعْمَى الْعَمَى الضَّلاَلَةُ بَعْدَ الْهُدَى-

১০. শ্রেষ্ঠ মৃত্যু হ'ল শহীদী মৃত্যু ১১. সেরা অন্ধত্ব হ'ল হেদায়াত লাভের পরে পথভ্রষ্ট হওয়া।

١٢- وَخَيْرَ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ ١٣- وَخَيْرَ الْهُدَى مَا أُتِّبِعَ-

১২. শ্রেষ্ঠ আমল তাই যা কল্যাণকর ১৩. শ্রেষ্ঠ তরীকা সেটাই

৬. *বুখারী হা/৪২৩।*
৭. *মুসলিম হা/২২৮২।*
৮. *বুখারী হা/১৪১১; মুসলিম হা/২২৮৩।*

যা অনুসৃত হয়।

١٤- وَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ ١٥- وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى-

১৪. সেরা অন্ধত্ব হ'ল হৃদয়ের অন্ধত্ব ১৫. উপরের হাত উত্তম নীচের হাতের চাইতে।

١٦- وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ١٧- وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ-

১৬. অল্প ও যথেষ্ট মাল উত্তম ঐ বেশী মাল হতে যা (মানুষকে আল্লাহ থেকে) গাফেল করে দেয় ১৭. নিকৃষ্ট তওবা হ'ল মৃত্যুকালীন তওবা।

١٨- وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٩- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلاَّ دُبُرًا-

১৮. সেরা লজ্জা হ'ল ক্বিয়ামতের দিনের লজ্জা ১৯. লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা জুম'আয় আসে সবার শেষে।

٢٠- وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ هَجْرًا ٢١- وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ-

২০. এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে ২১. সবচেয়ে বড় গোনাহ হ'ল মিথ্যা কথা বলা।

٢٢- وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ٢٣- وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى-

২২. শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্য হ'ল হৃদয়ের প্রাচুর্য ২৩. সেরা পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি।

٢٤- وَرَأْسُ الْحُكْمِ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ٢٥- وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِيْنُ-

২৪. সেরা প্রজ্ঞা হ'ল আল্লাহ্র ভয় ২৫. হৃদয়সমূহে যা সম্মান উদ্রেক করে, তা হল দৃঢ় বিশ্বাস

٢٦- وَالإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ ٢٧- وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ-

২৬. (আল্লাহ সম্পর্কে) সন্দেহ সৃষ্টি কুফরীর অন্তর্ভুক্ত ২৭. মৃতের জন্য উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করা জাহেলী রীতির অন্তর্ভুক্ত।

٢٨- وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ٢٩- وَالسُّكْرُ كَيٌّ مِنَ النَّارِ-

২৮. (গণীমত থেকে) চুরি জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ ২৯. মাদকতা জাহান্নামের টুকরা।

٣٠- وَالشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ ٣١- وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ-

৩০. (নষ্ট) কবিতা ইবলীসের অংশ ৩১. মদ সকল পাপের উৎস।

٣٢- وَشَرُّ الْمَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيْمِ ٣٣- وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ-

৩২. নিকৃষ্টতম খাদ্য হ'ল ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ ৩৩. সৌভাগ্যবান হ'ল সেই, যে অন্যের থেকে উপদেশ গ্রহণ করে

٣٤- وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ٣٥- وَمَلاَكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ-

৩৪. হতভাগা সেই যে মায়ের পেট থেকেই হতভাগা হয় ৩৫. সেরা আমল হ'ল শেষ আমল।

٣٦- وَشَرُّ الرُّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ ٣٧- وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ-

৩৬. নিকৃষ্ট স্বপ্ন হ'ল মিথ্যা স্বপ্ন ৩৭. যেটা ভবিষ্যতে হবে, সেটা সর্বদা নিকটবর্তী।

٣٨- وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ ٣٩- وَقِتَالُهُ كُفْرٌ-

৩৮. মুমিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী ৩৯. তাকে হত্যা করা কুফরী।

٤٠- وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ٤١- وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ-

৪০ গীবত করা আল্লাহ্র অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত ৪১. মুমিনের মাল অন্যের জন্য হারাম, যেমন তার রক্ত হারাম।

٤٢- وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللهِ يُكَذِّبْهُ ٤٣- وَمَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَهُ-

৪২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে বড়াই করে, আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। ৪৩. যে ব্যক্তি ক্ষমা করে, তাকে ক্ষমা করা হয়।

٤٤- وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهُ عَنْهُ ٤٥- وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللهُ-

৪৪. যে মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাকে মাফ করেন ৪৫. যে ব্যক্তি ক্রোধ দমন করে, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন।

٤٦- وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللهُ ٤٧- وَمَنْ يَبْتَغِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ-

৪৬. বিপদে যে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দান করেন। ৪৭. যে ব্যক্তি শোনা কথার অনুসরণ করে, আল্লাহ তার লজ্জাকে সর্বত্র শুনিয়ে দেন।

٤٨- وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُضْعِفُ اللهُ لَهُ ٤٩- وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يُعَذِّبْهُ اللهُ-

৪৮. যে ব্যক্তি ছবর করে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ দল করেন। ৪৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

٥٠- ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا-

৫০. অতঃপর তিনি তিনবার আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভাষণ শেষ করেন।[৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণ ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর ও দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-শ্রান্ত সেনাবাহিনীর অন্তরে ঈমানের জ্যোতিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। সকলে কষ্ট ভুলে প্রশান্তচিত্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ করেন।

বিনা যুদ্ধে জয় : আল্লাহ্র গায়েবী মদদ :

মুসলিম বাহিনীর তাবুকে উপস্থিতির খবর শুনে রোমক ও তাদের মিত্ররা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, তারা মুকাবিলার হিম্মত হারিয়ে ফেলল এবং তারা তাদের সীমান্তের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তৎকালীন বিশ্বশক্তির এই বিনাযুদ্ধে পলায়নের ফলে সমস্ত আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির জন্য এমন সব অযাচিত রাজনৈতিক সুবিধাদি এনে দিল, যা যুদ্ধ করে অর্জন করা সম্ভব হ'ত না। যেমন- (১) আয়লার (أَيْلَــةَ) খৃষ্টান শাসনকর্তা ইউহান্নাহ বিন রু'বাহ (يحنة بن رؤبة) রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধি করেন এবং তাঁকে জিযিয়া প্রদান করেন। (২) অনুরূপভাবে আযরুহ (أَذْرُح) ও জারবা (جَرْبَــاء)-এর নেতৃবৃন্দ এসে জিযিয়া প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রত্যেককে সন্ধির চুক্তিনামা প্রদান করেন, যা তাদের কাছে রক্ষিত থাকে। শুধুমাত্র জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জান-মাল-ইযযত ও ধর্মের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। (৩) এরপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দূমাতুল জান্দালের শাসনকর্তা উকায়দিরের (أُكَيْدِرُ) নিকটে ৪২০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সহ খালেদ বিন ওয়ালীদকে প্রেরণ করেন। যাত্রাকালে তিনি বলে দেন যে, إِنَّكَ سَتَجِدُهُ يَصِيْدُ الْبَقَــرَ তুমি তাকে জংলী নীল গাভী শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে'।[১০] সেটাই হ'ল। চাঁদনী রাতে দুর্গটি পরিষ্কার দেখা যায়, এমন দূরত্বে পৌঁছে গেলে হঠাৎ দেখা গেল যে, একটি নীল গাভী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গদ্বারে শিং দিয়ে গুঁতা মারছে। এমন সময় উকায়দির গাভীটাকে শিকার করার জন্য লোকজন নিয়ে বের হ'লেন। এই সুযোগে খালেদ তাকে বন্দী করে ফেললেন। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়।[১১]

উকায়দির রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে আনা হ'ল। অতঃপর ২০০০ উট, ৮০০ দাস, ৪০০ লৌহবর্ম ও ৪০০ বর্শা দেবার শর্তে এবং জিযিয়া কর প্রদানে স্বীকৃত হওয়ায় তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হ'ল। যেমন ইতিপূর্বে আয়লাহ, তাবুক, ও তায়মার সাথে সম্পাদিত হয়েছিল। একইভাবে রোমকদের মিত্র অন্যান্য গোত্রসমূহ তাদের পুরানো মনিবদের ছেড়ে মুসলমানদের নিকটে এসে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। এভাবে একেবারেই বিনাযুদ্ধে এবং কোনরূপ জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়াই আল্লাহ্র গায়েবী মদদে মদীনার ইসলামী খেলাফতের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোম সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

বিনা যুদ্ধে শহীদ : যুল বাজাদায়েন :

তাবুকে অবস্থান কালীন সময়ে তরুণ ছাহাবী আব্দুল্লাহ যুল বাজাদায়েন (عبد الله ذو البجادين)-এর মৃত্যু হয়ে যায়। এই নিঃস্ব-বিতাড়িত শাহাদাত পিয়াসী মুহাজির তরুণের জীবন কাহিনী অতীব চমকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ। শিশু অবস্থায় পিতৃহারা আব্দুল উযযা মক্কায় তার চাচার কাছে প্রতিপালিত হন। তরুণ বয়সে চাচার উট-বকরী চরানোই ছিল তার কাজ। ইতিমধ্যে ইসলামের গুঞ্জনধ্বনি তার কাছে পৌঁছে যায়। তিনি তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু চাচার ভয়ে প্রকাশ করেননি। হঠাৎ মক্কা বিজয় সবকিছুকে ওলট-পালট করে দিল। যুবক আব্দুল উযযার লুক্কায়িত ঈমান ফল্গুস্রোত হয়ে বেরিয়ে এলো। চাচার সামনে গিয়ে ইসলাম কবুলের অনুমতি চাইলেন। চাচা তাকে সকল মাল-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিলেন। এমনকি তার দেহের পরিহিত বস্ত্র পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলেন। ফলে নগ্ন অবস্থায় ছুটে মায়ের কাছে গেলেন। গর্ভধারিণী মা তার এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন ও একটা কম্বল তাকে দিলেন। আব্দুল উযযা সেটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে একভাগ দেহের নিম্নভাগে ও একভাগ উর্ধ্বভাগে পরিধান করে শূন্য হাতে চললেন মদীনা অভিমুখে। পক্ষকাল পরে মদীনা পৌঁছে ফজরের সময় মসজিদে নববীতে রাসূলের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সবকথা শুনে দুঃখে বিগলিত হ'লেন। নাম পাল্টিয়ে রাখলেন 'আব্দুল্লাহ'। লকব দিলেন 'যুল বাজাদায়েন' (ذو البجــادين) 'দুই টুকরা কম্বল ওয়ালা'।

৯. *যাদুল মা'আদ ১/৪৬২; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৫৯।*

১০. *বায়হাক্বী হা/১৮৪২২।*

১১. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫২৬।*

মসজিদের আঙিনায় অবস্থিত 'আছহাবে ছুফফা'-র মধ্যে তাকে শামিল করা হ'ল। সেখানে তিনি বিপুল আগ্রহে কুরআন শিখতে থাকেন। তার কুরআনের ধ্বনি অনেক সময় মুছল্লীদের ছালাতে ব্যাঘাত ঘটাতো। একদিন ওমর ফারূক (রাঃ) এ বিষয়ে অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওমর ওকে কিছু বলো না। আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছে'।

এমন সময় তাবুকের যুদ্ধের ঘোষণা চলে আসে। আব্দুল্লাহ ছুটে রাসূলের দরবারে এসে যুদ্ধে যাবার অনুমতি চান। দয়ার নবী তাকে গাছের একটা ছাল নিয়ে আসতে বলেন। ছালটি নিয়ে রাসূল (ছাঃ) তার হাতে বেঁধে দিয়ে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! আমি কাফিরদের জন্য এর রক্ত হারাম করছি'। আব্দুল্লাহ বললেন, হে রাসূল! আমি যে শাহাদাতের কাঙাল'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি খাদ্যের সন্ধানে বের হও, আর রৌদ্রের উত্তাপ বেড়ে যায় ও তোমার মৃত্যু হয়, তাতেও তুমি শহীদ হিসাবে গণ্য হবে'। এতে বুঝা যায় যে, শাহাদাতের একান্ত কামনা নিয়ে বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও তিনি শহীদ হিসাবে গণ্য হবেন। তার ভাগ্যে সেটাই দেখা গেল। তাবুক পৌঁছে হঠাৎ রৌদ্রতাপ বেড়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বেলাল বিন হারেছ আল-মুযানী বলেন, রাত্রিতে তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। রাসূল (ছাঃ)-এর মুওয়াযযিন বেলালের হাতে চেরাগ ছিল। আবুবকর ও ওমর তার লাশ বহন করে আনেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কবরে নামেন এবং বলেন, أَدْنِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمْ 'তোমরা দু'জন তোমাদের ভাইকে আমার নিকটে এনে দাও'। অতঃপর তাকে কবরে কাত করে শোয়ানোর সময় তিনি বলেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ– 'হে আল্লাহ! আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এ যুবকের উপরে খুশী ছিলাম। তুমিও এর উপরে খুশী হও'। তার দাফনকার্যের এই দৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলে ওঠেন, يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ 'হায়! এই কবরে যদি আমি হ'তাম!'[১২]

মদীনার পথে রাসূল (ছাঃ) :

২০ দিন তাবুকে অবস্থানের[১৩] পর এবং স্থানীয় খ্রীষ্টান ও অন্যান্য গোত্রগুলির সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে রোমক বাহিনীর সাথে কোনরূপ সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই বিজয় সম্পন্ন ও সুসংহত করার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনার পথে রওয়ানা হ'লেন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল সাধারণ মুসলমানদের এই বলে ধোঁকা দিয়েছিল যে, রোম সম্রাট হ'লেন অর্ধপৃথিবীর শাসক। তাঁর সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে মুহাম্মাদের এইসব নিঃস্ব বাহিনী ফুৎকারে উড়ে যাবে। আর 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো যে, মুহাম্মাদ আর কখনোই মদীনায় ফিতে পারবে না। রোম সম্রাট তাদের গ্রেফতার করে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেবে'।

কিন্তু বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয়ের পর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীগণ সহাস্য বদনে মদীনায় ফিরে চললেন, তখন উক্ত মুনাফিক নেতার গোপন সাথী যারা ছিল, তারা প্রমাদ গুণলো এবং রাসূলকে পথিমধ্যেই হত্যার পরিকল্পনা নিল।

রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা :

মুবারকপুরী বলেন, মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সংকীর্ণ গিরিসংকট অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে কেবল আম্মার বিন ইয়াসির ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ছিলেন। প্রথমোক্ত জন রাসূলের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলেন এবং শেষোক্ত জন পিছনে থেকে উষ্ট্রী হাঁকাচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তখন পিছনে উপত্যকায় ছিল। ১২ জন মুনাফিক যারা এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তারা মুখোশ পরে দ্রুত এগিয়ে এসে ঐ গিরিসংকটে প্রবেশ করল এবং পিছন থেকে অতর্কিতে রাসূলকে হত্যা করতে উদ্যত হল। হঠাৎ পদশব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিছন ফিরে তাকান এবং হুযায়ফাকে ওদের ঠেকানোর নির্দেশ দেন। হুযায়ফা তাঁর ঢাল দিয়ে ওদের বাহনগুলির মুখের উপরে আঘাত করতে থাকেন। এতেই আল্লাহ্র ইচ্ছায় তারা ভীত হয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিয়ে দ্রুত সেনাবাহিনীর মধ্যে হারিয়ে যায়। এভাবেই মুনাফিকরা অন্যান্য সময়ের ন্যায় এবারেও রাসূলের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হ'ল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا 'তারা চেয়েছিল সেটাই করতে, যা তারা পারেনি' *(তওবাহ ৯/৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের সকলের নাম ও তাদের অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তবে সেগুলি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। একারণে হুযায়ফাকে صاحب سر رسول الله 'রাসূলের গোপন রহস্যবিদ' বলে অভিহিত করা হয়। সেকারণ এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فِىْ أُمَّتِىْ اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُوْنَ رِيْحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ 'আমার উম্মতের মধ্যে ১২ জন মুনাফিক রয়েছে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। তাদের জান্নাতে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ সূঁচের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ অসম্ভব'।[14] মদীনায় কেউ মারা গেলে ওমর (রাঃ) তার জানাযায় যাওয়ার পূর্বে খোঁজ নিতেন হুযায়ফা যাচ্ছেন কি-না।

---

১২. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫২৮।*

১৩. *মানছূরপুরী তাবুকে অবস্থানের মেয়াদ এক মাস বলেছেন এবং সফরের মেয়াদ ৫০ দিন বলেছেন (রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/১৩৭, ১৪৪।*

১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯১৭।*

হুযায়ফা না গেলে তিনি যেতেন না, এই কারণে যে, যদি ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ মুনাফিকদের মধ্যকার কেউ হয়।[১৫]

মদীনায় উপস্থিতি ও মদীনাবাসীর অভিনন্দন :

দূর হ'তে দেখতে পেয়ে খুশীতে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أُحُدٌ 'এই যে মদীনা, এই যে ওহোদ'। جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ 'এই পাহাড় যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরা যাকে ভালবাসি'।[১৬] মদীনার নারী-শিশু ও বালকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপুল উৎসাহে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর গর্বিত সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে গেয়ে ওঠেন-

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِي

'ছানিয়াতুল বিদা টিলা হ'তে আমাদের উপরে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে'।[১৭]

'আমাদের উপরে শুকরিয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে, যতদিন যাবত আহ্বানকারী আল্লাহকে আহ্বান করবে' (অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত)।[১৮] মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী কবিতা পাঠের এই ঘটনাটি মদীনায় হিজরতকালে বলেছেন।[১৯] তবে এটি দু'বারে হওয়াটা বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। ৫০ দিনের এই সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে ও ২০ দিন ছিল তাবুকে অবস্থান। রজব মাসে গমন ও রামাযান মাসে প্রত্যাবর্তন।

মদীনায় ফেরার পরবর্তী ঘটনাবলী :

(১) মুনাফিকদের ওযর কবুল : মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। অতঃপর সেখানেই লোকজনের সাথে বসে পড়েন। এই সময় ৮০ জনের অধিক লোক এসে তাদের যুদ্ধে গমন না করার পক্ষে নানা ওযর-আপত্তি পেশ করে ক্ষমা চাইতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ক্ষমা করে দেন ও আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাদের ভিতরকার গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন (وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ)। তবে এদের ওযর সমূহ যে কপটতাপূর্ণ ছিল, সে বিষয়ে আল্লাহ সূরা তওবার ৯৪-৯৮ আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং রাসূল রাযী হ'লেও আল্লাহ যে কখনো তাদের উপরে রাযী হবেন না, সেকথা বলে দেন। যেমন আল্লাহ বলেন, يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ- 'তারা এজন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও। অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো ফাসেক কওমের উপর রাযী হন না' *(তওবা ৯/৯৬)*। এভাবেই মুনাফিকদের সাথে মুমিনদের পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে যায়। আল্লাহর ভাষায় مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ 'আল্লাহ মুমিনদেরকে বর্তমান অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যতক্ষণ না নাপাক লোকগুলিকে পবিত্রদের থেকে পৃথক করে দেন' *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*। অবশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার দলবল উক্ত ৮০ জনের মধ্যে ছিল না।[২০]

(২) পিছনে থাকা তিনজন খাঁটি মুমিনের অবস্থা :

আনছারদের তিনজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, যারা স্রেফ সাময়িক বিচ্যুতির কারণে যুদ্ধে গমন থেকে পিছনে ছিলেন, তাঁরা ওযর-আপত্তি না তুলে সরাসরি সত্য কথা বলেন। এঁরা হলেন, ১- হযরত কা'ব বিন মালেক, যিনি মক্কায় ঐতিহাসিক বায়'আতে আক্বাবায় অংশগ্রহণকারী ৭৩ জন পুরুষ ছাহাবীর অন্যতম ছিলেন। ২- মুরারাহ ইবনুর রাবী' এবং ৩- হেলাল ইবনু উমাইয়া।

এঁরা সবাই অত্যন্ত মুখলেছ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছাহাবী ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁদের ওযর কবুল করলেন এবং তাদেরকে পূর্ণ সমাজচ্যুতির নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের তওবা কবুলের বিষয়টি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিলেন। তাদের বিরুদ্ধে বয়কট চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। এরি মধ্যে তাদের অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করল। আপনজন ও বন্ধু-বান্ধব কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কথাও বলে না। সালাম দিলেও জবাব দেয় না। মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এই দুর্বিষহ জীবনে দুঃখে-বেদনায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হ'ল। চল্লিশ দিনের মাথায় তাদের প্রতি স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ এলো। ফলে তারা স্ব স্ব স্ত্রীদের পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। যা তাদের অবস্থাকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলল। তারা সর্বদা আল্লাহর দরবারে কেঁদে বুক ভাসাতে থাকেন। এই বয়কট চলাকালে হযরত কা'ব বিন মালেক আরেকটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। গাসসান অধিপতি তাঁর নিকটে একটি পত্র পাঠিয়ে তাদের তিনজনের প্রতি সহানুভূতি জানান এবং কা'বকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। পত্রে বলা হয় যে, 'আমরা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মনিব তোমাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার জন্য রাখেননি এবং তোমাকে নষ্ট করতে চান না।

১৫. *মির'আত ১/১৪০ 'হুযায়ফার জীবনী' দ্রষ্টব্য।*
১৬. *আহমাদ, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহুল জামে' হা/৭০১১।*
১৭. *সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৮।*
১৮. *যাদুল মা'আদ ৩/১০; আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৩৬।*
১৯. *রাহমাহ ১/৯৫; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৭২ টীকা।*
২০. *ফাৎহুল বারী ৮/১১৯।*

তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। আমরা তোমার প্রতি খেয়াল রাখব ও যথোপযুক্ত মর্যাদা দেব'। চিঠি পড়েই কা'ব বলেন, এটাও একটি পরীক্ষা'। তিনি বলেন, এরপর আমি পত্রটা নিকটস্থ একটা জ্বলন্ত চুলায় নিক্ষেপ করলাম'। অতঃপর ৫০ দিনের মাথায় তাদের খালেছ তওবা কবুল হ'ল এবং আয়াত নাযিল হ'ল নিম্নোক্ত-

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

'এবং আল্লাহ দয়াশীল হন সেই তিন ব্যক্তির উপরে, যারা (জিহাদ থেকে) পিছনে ছিল। তাদের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, প্রশস্ত যমীন তাদের উপরে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল ও তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল এবং তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর আল্লাহ তদের তওবা কবুল করেন যাতে তারা ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/১১৮)*।

তওবা কবুলের উক্ত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে মুমিনদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠে গেল। সকলে দান-ছাদাক্বায় লিপ্ত হ'ল। এমন আনন্দ তারা জীবনে পায়নি। এটাই ছিল যেন তাদের জীবনের সেরা সৌভাগ্যময় দিন।

কা'ব বিন মালিক তার বাড়ীর ছাদে নিঃসঙ্গভাবে দুঃখে-বেদনায় পড়েছিলেন। এমন সময় নিকটবর্তী সিলা' (السلع) পাহাড়ের উপর থেকে আবুবকর (রাঃ)-এর আওয়ায শোনা গেল- يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ 'হে কা'ব! সুসংবাদ গ্রহণ কর' *(রাহমাতুললিল আলামীন ১/৩৪৪-৪৫)*।

কা'ব বলেন, এ সংবাদ শুনেই আমি সিজদায় পড়ে যাই। অতঃপর দৌড়ে রাসূলের দরবারে চলে যাই। বন্ধু-বান্ধব চারদিক থেকে ছুটে এসে অভিনন্দন জানাতে থাকে। সারা মদীনায় আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমাকে বলেন, أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ 'সুসংবাদ গ্রহণ কর! জন্মের পর থেকে এমন আনন্দের দিন তোমার জীবনে আর কখনো আসেনি'। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এ (ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, এ তো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আমি বললাম, হে রাসূল! এর শুকরিয়া স্বরূপ আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র রাহে ছাদাক্বা করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক। রাসূল বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ। রাসূল বললেন, হ্যাঁ। তবে এটাও খুব বেশী।[২১]

(৩) সত্যিকারের অপারগদের জন্য সুসংবাদ :

মদীনায় এমন বহু মুমিন ছিলেন, যারা মনের দিক দিয়ে সর্বক্ষণ রাসূলের সাথী ছিলেন, কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা কিংবা আর্থিক অপারগতার কারণে বা অনিবার্য কোন কারণবশতঃ যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাদের এই ব্যর্থতার জন্য তারা যেমন দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলেন, তেমনি ভীত ছিলেন এজন্য যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কি-না। আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর রাখেন। তাই তাদের ক্ষমার সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল হ'ল-

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-

'কোন অভিযোগ নেই ঐসব লোকদের প্রতি, যারা দুর্বল, রোগাক্রান্ত এবং (যুদ্ধের সফরে) ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা পোষণ করবে। সদাচারী লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবাহ ৯/৯১)*।

অবশ্য মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এইসব লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 'মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে যে, তোমরা যেখানেই সফর করেছ, বা যে উপত্যকা অতিক্রম করেছ, তারা সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থেকেছে। ছাহাবীগণ বললেন, হে রাসূল! তারা মদীনায় থেকেও আমাদের সঙ্গে ছিল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তারা মদীনায় থেকেও তোমাদের সঙ্গে ছিল। ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল'।[২২]

(৪) মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হবার নির্দেশ লাভ এবং মসজিদে যেরার ধ্বংস :

তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকেরা যে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিল, তা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষ করে বহিঃশক্তি রোমক বাহিনীকে মদীনা আক্রমণের আহ্বান জানানো ও তার জন্য ষড়যন্ত্রের আখড়া হিসাবে ক্বোবায় 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ ছিল রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধ। এ প্রেক্ষিতে এদের অপতৎপরতা যাতে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে এবং রাসূলের উদারতাকে তারা দুর্বলতা না

---

২১. *বুখারী হা/৪৪১৮, মুসলিম হা/২৭৬৯।*
২২. *বুখারী হা/৪৪২৩; ঐ, মিশকাত হা/৩৮১৫; ইবনু মাজাহ হা/২৭৬৫।*

ভাবে, সেকারণ আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে তাদের ব্যাপারে কঠোর হবার আদেশ নাযিল করে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ- 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন ও তাদের প্রতি কঠোর হউন। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম এবং কতই না মন্দ ঠিকানা সেটি' *(তওবাহ ৯/৭৩)*। এখানে মুনাফিকদের সাথে জিহাদের অর্থ হ'ল মৌখিক জিহাদ। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কখনোই তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেননি বা তাদেরকে হত্যা করেননি।

মসজিদে যেরার চূর্ণ :

রোমকদের কেন্দ্রভূমি সিরিয়া থেকে ষড়যন্ত্রকারী আবু আমের আর-রাহেব-এর পত্র মোতাবেক মদীনার ১২ জন মুনাফিক ক্বোবা মসজিদের অদূরে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং রাসূলকে সেখানে এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করে দেওয়ার অনুরোধ করে। এটা তাদের চক্রান্ত ও অস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্র হ'লেও সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য মসজিদ নাম দেয় এবং রাসূলকে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায়ের দাওয়াত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সরল মনে দাওয়াত কবুল করেন এবং তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেখানে যাবেন বলে ওয়াদা করেন। কিন্তু তাবুক থেকে ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হ'তেই তার নিকটে মুনাফিকদের ঐ ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়,

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لاَ تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ-

'আর যারা মসজিদ তৈরী করেছে ক্ষতি সাধনের জন্য, কুফরী বশে এবং মুমিনদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি করার জন্য। তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে যে, আমরা সদুদ্দেশ্যেই এটা করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'। لاَ تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا 'আপনি কখনোই উক্ত মসজিদে দণ্ডায়মান হবেন না'... *(তওবাহ ৯/১০৭)*।

প্রকৃত ঘটনা অবহিত হয়ে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে কয়েকজন ছাহাবীকে নির্দেশ দিলেন মসজিদ নামক উক্ত ষড়যন্ত্রের ঘাঁটিকে গুঁড়িয়ে ও পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আসার জন্য। এই আদেশ পালনকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ওয়াহ্শী বিন হারব, যিনি ওহোদ যুদ্ধে রাসূলের চাচা হযরত হামযাকে হত্যা করেছিলেন। তারা গিয়ে উক্ত গৃহটি সমূলে উৎপাটিত করে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। মসজিদে ক্বোবা থেকে অনতিদূরে উক্ত অভিশপ্ত স্থানটি আজও বিরান পড়ে আছে। কিছুই সেখানে জন্মে না। একটা পাখিও সেখানে বসে না। কেউ সেখানে ঘর-বাড়িও নির্মাণ করে না। রাসূলের যামানায় ছাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে স্থানটি কিছুদিন ছিল। কিন্তু তার ঘরে কোন সন্তানাদি হয়নি বা বাঁচেনি। ফলে জায়গাটি আজও অভিশাপগ্রস্ত হিসাবেই পড়ে আছে। এই সময় সূরা তওবায় মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। ফলে তারা সমাজে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং একেবারেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা

*হাফেয আব্দুল মতীন**

(২য় কিস্তি)

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন : যুক্তির নিরিখে

ইতিপূর্বে পেশকৃত দলীলভিত্তিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন। এ বিষয়ে নিম্নে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হ'ল-

(১) মানুষ যখন ছালাতের মধ্যে সিজদাবনত থাকে তখন তার মন-প্রাণ কোথায় যায়? অবশ্যই উপরের দিকে; নীচের দিকে নয়।

(২) মানুষ যখন দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করে, তখন কেন উপরের দিকে হাত উত্তোলন করে? এক্ষেত্রে মানুষের বিবেক বলবে, আল্লাহ উপরেই আছেন; সর্বত্র নন।

(৩) মানুষ যখন টয়লেটে যায়, তখন কি সাথে মহান আল্লাহ থাকেন? আল্লাহ্র শানে এমন কথা বলা চরম ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

(৪) মানুষ যেমন তার নির্মিত বাড়ী সম্পর্কে সবই বলতে পারে যে, বাড়ীতে কয়টা ঘর আছে, কয়টা স্তম্ভ আছে। এক কথায় সবই তার জানা। তেমনি বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আরশের উপর সমাসীন থেকে বিশ্ব জাহানের সব খবর রাখেন। আল্লাহ আরশের উপরে থাকলেও তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বব্যাপী।

(৫) মানুষ যেখানেই যায় সেখানেই চন্দ্র-সূর্য দেখতে পায়। মনে হয় সেগুলো তার সাথেই আছে। চন্দ্রটা বাংলাদেশ, ভারত, সঊদী সব জায়গা থেকে মানুষ দেখতে পায়। চন্দ্র আল্লাহ্রই সৃষ্টি, তাকে সব জায়গা থেকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। অথচ সেটা আসমানেই আছে। অনুরূপ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আরশের উপর থেকে সকল সৃষ্টির সব কাজ দেখাশুনা করেন- এটাই বিশ্বাস করতে হবে।

(৬) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন,

من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء.

'যে বলবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, না যমীনে আছেন আমি তা জানি না, সে কুফরী করবে। অনুরূপভাবে যে বলবে যে, তিনি আরশে আছেন। কিন্তু আরশ আকাশে, না যমীনে অবস্থিত আমি তা জানি না। সেও কুফরী করবে। কেননা উপরে থাকার জন্যই আল্লাহকে ডাকা হয়; নীচে থাকার জন্য নয়। আর নীচে থাকাটা আল্লাহ্র রুবূবিয়্যাত এবং উলূহিয়্যাতের গুণের কিছুই নয়'।[২৩] তাই আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর থাকাটাই শোভা পায়, নীচে নয়। কেননা আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিযিকদাতা, জীবন-মৃত্যু সব কিছুরই মালিক ও হক উপাস্য। তাঁর জন্য সৃষ্টির গুণের কোন কিছুই শোভা পায় না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন; সর্বত্র বিরাজমান নন।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান মর্মে কুরআনুল কারীমের যেসব আয়াত উল্লেখ করা হয় তার জবাব নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

(১) মহান আল্লাহ বলেন, وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ. 'আকাশ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর সেটাও তিনি অবগত আছেন' *(আন'আম ৬/৩)*।

(২) আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ. 'তিনিই ইলাহ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ' *(যুখরুফ ৪৩/৮৪)*।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করে যারা আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলে দাবী করেন, তাদের কথা বাতিল। কেননা আকাশে যত সৃষ্টি আছে তাদের সবার প্রভু, মা'বূদ আল্লাহই। তারা সবাই আল্লাহ্র ইবাদত করে। তেমনি যারা যমীনে আছে তাদের প্রভু ও মা'বূদও একমাত্র আল্লাহ। তারাও সবাই ভয়-ভীতি সহকারে আল্লাহ্রই ইবাদত করে।[২৪]

(৩) মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

'তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ (জ্ঞানের দিক দিয়ে) তাদের সাথে আছেন। অতঃপর

** এম.এ (শেষ বর্ষ), দাওয়াহ ও উছূলুদ্দীন অনুষদ, আক্বীদা বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

২৩. *ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিক্বহুল আবসাত, পৃঃ ৫১।*
২৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪।*

তারা যা করে, তিনি তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত' *(মুজাদালাহ ৫৮/৭)*।

এ আয়াত দ্বারা অনেকে যুক্তি পেশ করে বলেন যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন। কারণ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, افتتح الآية بالعلم، واختتمها بالعلم. 'মহান আল্লাহ আয়াতটি ইলম দ্বারাই শুরু করেছেন এবং ইলম দ্বারাই শেষ করেছেন'।[২৫] এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সাথে আছেন।

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর জ্ঞান তাদের সঙ্গে'। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর এবং তাঁর জ্ঞান তাদের সব কিছু অবহিত'।[২৬]

(৪) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলে অনেকে নিম্নের আয়াত পেশ করে যুক্তি দেয়- وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন- তিনি (জানার দিক দিয়ে) তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

ইয়াহ্ইয়া বিন ওছমান বলেন, 'আমরা একথা বলব না, যেভাবে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় বলে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সবকিছুর সাথে মিশে আছেন এবং আমরা জানি না যে তিনি কোথায়; বরং বলব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আরশের উপর সমাসীন, আর তাঁর জ্ঞান, ক্ষমতা, দেখা-শুনা সবার সাথে। এটাই উক্ত আয়াতের অর্থ। ইবনু তায়মিয়া বলেন, যারা ধারণা করে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের কথা বাতিল। বরং আল্লাহ স্বয়ং আরশের উপরে সমাসীন এবং তাঁর জ্ঞান সর্বত্র রয়েছে।[২৭]

উক্ত আয়াতের (হাদীদ ৪) ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেছেন,

أي: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم.

'অর্থাৎ তিনি তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের কার্যসমূহের সাক্ষী। তোমরা ভূভাগে বা সমুদ্রে, রাতে বা দিনে, বাড়িতে বা বিজন মরুভূমিতে যেখানেই অবস্থান কর না কেন সবকিছুই সমানভাবে তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর শ্রবণ ও দৃষ্টির মধ্যে আছে। তিনি তোমাদের কথা শোনেন, তোমার অবস্থান দেখেন এবং তোমাদের গোপন কথা ও পরামর্শ জানেন'।[২৮]

উছমান বিন সাঈদ আর-দারেমী বলেন,

أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه يعلم السر وأخفى *(طه : ٧)* أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم لا أنه معهم بنفسه في الأرض.

'তিনি আরশের উপরে থেকেই প্রত্যেক গোপন পরামর্শ ও প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন। কেননা তাঁর জ্ঞান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং তাঁর দৃষ্টি তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই আড়াল করতে পারে না এবং তারা তাঁর নিকট থেকে কোন কিছুই গোপন করতে পারে না। তিনি তাঁর পূর্ণ সত্তাসহ তাঁর সৃষ্টি থেকে দূরে আরশের উপরে সমাসীন আছেন। তিনি গোপন ও সুপ্ত বিষয় জানেন *(ত্ব-হা ৭)*। তিনি আরশের উপরে থেকেই তাদের কারো নিকট ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষা নিকটে অবস্থান করেন। তাঁর জন্য এমনটি হওয়ার বিষয়ে তিনি সক্ষম। কারণ কোন কিছুই তাঁর থেকে দূরে নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না। তিনি গোপন পরামর্শের সময় চতুর্থ জন, পঞ্চম জন ও ষষ্ঠজন হিসাবে আবির্ভূত হন। তবে তিনি স্বয়ং তাঁর সত্তাসহ তাদের সাথে পৃথিবীতে বিরাজমান নন'।[২৯]

(৫) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ 'আমি তার ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষাও নিকটতর' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ. 'আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও

২৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/১২-১৩; ইমাম আহমাদ, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃঃ ৪৯-৫১।*
২৬. *মাজমূউ ফাতাওয়া ৫/১৮৮-৮৯।*
২৭. *মাজমূউ ফাতাওয়া ৫/১৯১-৯৩।*
২৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০।*
২৯. *উছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, তাহকীক : বদর বিন আব্দুল্লাহ বদর (কুয়েত : দারু ইবনিল আছীর, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃঃ ৪৩-৪৪।*

না' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৮৫)*। যারা এ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান তাদের ধারণা ঠিক নয়।

এখানে উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা মানুষের নিকটবর্তী। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী' *(হিজর ৯)*। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পবিত্র কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ও তাঁর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানুষের ঘাড়ের শাহ রগ অপেক্ষা নিকটতর। আর মানুষের উপর ফেরেশতার যেমন প্রভাব থাকে, তেমনি শয়তানেরও। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. قَالُوْا وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَإِيَّايَ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِيْ إِلاَّ بِخَيْرٍ.

'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার জিন সহচর অথবা ফেরেশতা সহচর নিযুক্ত করে দেয়া হয়নি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথেও কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, আমার সাথেও, তবে আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে। সে আমাকে কেবল ভাল কাজেরই পরামর্শ দেয়'।[৩০] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. 'শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে'।[৩১]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. 'স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে' *(ক্বাফ ৫০/১৭)*। আল্লাহ আরো বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ. 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ১৮)*। আমরা যা কিছু বলি সবই ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করেন। আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লেখকবর্গ, তারা জানে তোমরা যা কর'।[৩২]

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন বলেন, উভয় আয়াতে নিকটবর্তী বুঝাতে ফেরেশতাদের নিকটবর্তী হওয়া বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরেশতাগণ।

(১) প্রথম আয়াতে *(ক্বাফ ১৬)* নিকটবর্তিতাকে শর্তযুক্ত (مقيد) করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

'আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। স্মরণ রেখো, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৬-১৮)*। উল্লিখিত আয়াতে إِذْ يَتَلَقَّى শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'জন ফেরেশতার নিকটবর্তিতাই এখানে উদ্দেশ্য।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে *(ওয়াকি'আহ ৮৫)* নিকটবর্তিতাকে মৃত্যুকালীন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত (مقيد) করা হয়েছে। আর মানুষের মৃত্যুর সময় যারা তার নিকট উপস্থিত থাকেন তারা হলেন ফেরেশতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُوْنَ. 'অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না' *(আন'আম ৬/৬১)*।

উল্লিখিত আয়াতে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা সেখানে একই স্থানে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই না।[৩৩]

এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি আয়াত দু'টিতে ফেরেশতাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহ'লে আল্লাহ নিকটবর্তিতাকে নিজের দিকে কেন সম্পর্কিত করলেন? এর জবাবে বলা যায় যে, ফেরেশতাদের নিকটবর্তিতাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ তার নির্দেশেই তারা মানুষের নিকটবর্তী হয়েছে। আর তারা তার সৈন্য ও দূত। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ 'যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৮)*। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ)-এর

৩০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭ 'ঈমান' অধ্যায়।*
৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ।*
৩২. *ইনফিতার ৮২/১০-১২; তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৪।*
৩৩. *আল-কাওয়াইদুল মুছলা ফী ছিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা, পৃঃ ৭০-৭১।*

কুরআন পাঠ উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহ পাঠকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ্র নির্দেশে যেহেতু জিবরীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কুরআন পাঠ করেন সেহেতু আল্লাহ কুরআন পাঠকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।[৩৪]

আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে এবং আলেমদের থেকে যা পাচ্ছি তা হ'ল আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন; সর্বত্র বিরাজমান নন। কারণ কুরআন-হাদীছের সঠিক অর্থ না জানার কারণেই আমরা ভুল করে থাকি। তাই কুরআন-হাদীছের দলীল পাওয়ার পরেও যদি না বুঝার ভান করি তাহ'লে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন আমাদেরকে ছেড়ে দিবেন না।

(২) আল্লাহ কি নিরাকার?

আল্লাহ তা'আলার আকার আছে, তিনি নিরাকার নন। নিরাকার অর্থ যা দেখে না, শুনে না। কিন্তু আল্লাহ সবকিছু দেখেন, শোনেন। তিনি এ বিশ্বজাহান ও সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও পরিচালক। তিনি মানুষকে রিযিক দান করেন, রোগাক্রান্ত করেন ও আরোগ্য দান করেন। সুতরাং তাঁর আকার নেই, একথা স্বীকার করা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

আল্লাহ শুনেন, দেখেন, উপকার-ক্ষতি, কল্যাণ-অকল্যাণ বিধান করেন। তিনি জীবন-মৃত্যুর মালিক, সকল সমস্যার একমাত্র সমাধানদাতা। সুতরাং মহান আল্লাহ নিরাকার নন; বরং তাঁর আকার আছে।

(১) আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(নিসা ৪/৫৮)*।

(৩) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'ওটা এজন্য যে, আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা' *(হজ্জ ২২/৬১)*।

(৪) 'হে নবী! তুমি বল, তারা কত কাল ছিল, আল্লাহই তা ভাল জানেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা' *(কাহফ ১৮/২৬)*। ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'সমস্ত সৃষ্টজীবকে আল্লাহ তা'আলা দেখেন ও তাদের সকল কথা শুনেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না'।[৩৫]

ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র থেকে কেউ বেশী দেখেন না ও শুনেন না'।[৩৬] ইবনু যায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের সকল কাজকর্ম দেখেন এবং তাদের সকল কথা শুনেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'।[৩৭]

বাগাবী (রহঃ) বলেন, 'সমস্ত সৃষ্টজীব যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেখেন এবং তাদের সর্বপ্রকার কথা শ্রবণ করেন। তাঁর দেখার ও শুনার বাইরে কোন কিছুই নেই'।[৩৮]

(৫) আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, لاَ تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'তোমরা ভয় করো না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি' *(ত্ব-হা ২০/৪৬)*। এখানে আল্লাহ মূসা ও হারূণের সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে- তিনি আরশের উপর সমাসীন। আর মূসা ও হারূণ (আঃ)-এর উভয়ের সাথে আল্লাহ্র সাহায্য রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

(৬) আল্লাহ আরো বলেন, 'কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শন সহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শ্রবণকারী' *(শু'আরা ২৬/১৫)*। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাই এখানে প্রযোজ্য।

(৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতারা তো তাদের নিকট অবস্থান করে সবকিছু লিপিবদ্ধ করেন' *(যুখরুফ ৪৩/৮০)*।

(৮) আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করতে থাক, আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*।

(৯) আল্লাহ বলেন, 'সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ দেখেন'? *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*।

(১০) আল্লাহ বলেন, 'যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ছালাতের জন্য) দণ্ডায়মান হও এবং দেখেন সিজদাকারীদের সাথে তোমার উঠাবসা। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(শু'আরা ২৬/২১৮-২২০)*।

(১১) আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন, যারা বলে যে, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী। তারা যা বলেছে তা এবং অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয় আমি লিপিবদ্ধ করব এবং বলব, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর' *(আলে ইমরান ৩/১৮১)*।

(১২) আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্র নিকটও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(মুজাদালাহ ৫৮/১)*।

---

৩৪. *ঐ*।
৩৫. *তাফসীরে ত্বাবারী, ১৫/২৩২ পৃঃ*।
৩৬. *তাফসীরে ত্বাবারী ১৫/২৩২ পৃঃ*।
৩৭. *তাফসীরে ত্বাবারী ১৫/২৩২*।
৩৮. *মা'আলিমুত তানযীল, ৫/১৬৫*।

(১৩) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাদেরকে বলেছিলেন, فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ، تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا. 'তোমরা বধির কিংবা অনুপস্থিতকে ডাকছ না; বরং তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও নিকটতমকে'।[৩৯]

(১৪) আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اِجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

'একদিন বায়তুল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত হ'ল দু'জন ছাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দু'জন কুরাইশী ও একজন ছাকাফী। তাদের পেটে চর্বি ছিল বেশি, কিন্তু তাদের অন্তরে বুঝার ক্ষমতা ছিল কম। তাদের একজন বলল, আমরা যা বলছি আল্লাহ তা শুনেন- এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? দ্বিতীয়জন বলল, আমরা জোরে বললে শুনেন, কিন্তু চুপি চুপি বললে শুনেন না। তৃতীয়জন বলল, যদি তিনি জোরে বললে শুনেন, তাহ'লে গোপনে বললেও শুনেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, 'তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না'।[৪০]

(১৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(হজ্জ ২২/৭৫)*।

আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, 'এ আয়াতটিই হচ্ছে জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের বাতিল কথার প্রত্যুত্তর। কেননা জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নাম ও গুণবাচক নাম কোনটাই সাব্যস্ত করে না। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা যে দেখেন-শুনেন এটাও সাব্যস্ত করে না এ ধারণায় যে, সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য হবে। তাদের এ ধারণা বাতিল। এজন্য যে, তারা আল্লাহকে মূর্তির সাথে সাদৃশ্য করে দিল। কারণ মূর্তি শুনে না এবং দেখেও না *(মা'আরিজুল কবূল, ১/৩০০-৩০৪)*।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ্‌র কর্ণ আছে কিন্তু শুনেন না, চক্ষু আছে কিন্তু দেখেন না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য ছাড়া তারা শুধু নামগুলো সাব্যস্ত করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের মতবাদ জাহমিয়্যাদের মতবাদের ন্যায়। তাদের উভয় মতবাদই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত কোন কিছুর সাথে তুলনা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র ছিফাত সাব্যস্ত করে ঠিক সেভাবেই, যেভাবে কুরআন-হাদীছ সাব্যস্ত করে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সাদৃশ্য স্থির করো না' *(নাহল ১৬/৭৪)*। আল্লাহ তা'আলা যে শুনেন, দেখেন, এটা কোন সৃষ্টির শুনা, দেখার সাথে তুলনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেখা-শুনা তেমন, যেমন তাঁর জন্য শোভা পায়। এ দেখা-শুনা সৃষ্টির দেখা-শুনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়'।[১৯]

আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টজীবের সাদৃশ্য করা হারাম। কারণ (১) আল্লাহ্‌র যাত-ছিফাত তথা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টজীবের গুণ-বৈশিষ্ট্য এক নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা তার জন্যই প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা সর্বদা জীবিত আছেন ও থাকবেন। কিন্তু সৃষ্টিকুলকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাহলে কি করে আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টজীবের তুলনা করা যায়?

(২) সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করায় সৃষ্টিকর্তার মান-ইয্যত নষ্ট হয়। ত্রুটিযুক্ত সৃষ্টজীবের সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ মহান আল্লাহকে তুলনা করা হ'লে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ত্রুটিযুক্ত করা হয়।

(৩) স্রষ্টা ও সৃষ্টজীবের নাম-গুণ আছে। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি এক নয়।

[চলবে]

৩৯. *বুখারী হা/৭৩৮৬ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯।*
৪০. *হা-মীম সাজদাহ ৪১/২২; বুখারী হা/৭৫২১ 'তাওহীদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪১।*

১৯. *মা'আরিজুল কবূল ১/৩০৪।*

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাক্বলীদ

*শরীফুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

তাক্বলীদপন্থীদের দলীল ও তার জবাব :

প্রথম দলীল : তাক্বলীদপন্থীদের নিকট তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হ'ল আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ- 'আর জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক' *(নাহল ৪৩)*। আর আমরা অজ্ঞ ব্যক্তি। অতএব আমাদের উপর ওয়াজিব হ'ল আলেমদের নিকট জিজ্ঞেস করা ও তাদের দেওয়া ফৎওয়ার তাক্বলীদ করা।

জবাব : আয়াতে বর্ণিত أَهْلُ الذِّكْرِ কারা? তারাও যদি অন্য কারো মুক্বাল্লিদ হয়, তাহ'লে তারা অন্যদেরকেও ভুলের মধ্যে পতিত করবে। আর যদি তারাই প্রকৃত أَهْلُ الذِّكْرِ না হয়, তাহ'লে এতে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হবে।

আয়াতে বর্ণিত أَهْلُ الذِّكْرِ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

ইমাম ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, তারা হ'লেন أهل السنن তথা সুন্নাতের অনুসারীগণ অথবা أهل الوحي অর্থাৎ অহী-র বিধানের অনুসারী।[৪১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, أهل القرآن والحديث অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের অনুসারীগণ।

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) আরো বলেন, أَهْلُ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন আলেমগণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী' *(হিজর ৯)*। অতএব আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পারদর্শী আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তাঁদের প্রতিও এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ দেন। তেমনি তাঁদের ভ্রষ্ট মতামত প্রদান ও মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুকে বৈধ করার অনুমতি দেননি।[৪২]

আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আমাদেরকে একই নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا- 'আর তোমাদের ঘরে আল্লাহ্র যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত' *(আহযাব ৩৪)*। অতএব আমাদের সকলের উপর ওয়াজিব হ'ল কুরআন ও সুন্নাহর ইত্তেবা করা। আর কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের যেকোন যোগ্য আলেমের নিকট শরী'আতের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাক্বলীদ বা অন্ধানুসরণ না করা। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম এবং সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণকে বিশেষ করে আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর বাড়ির অভ্যন্তরের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ফক্বীহগণের মধ্যেও অনুরূপ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে বলেছেন, يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شامياكان أو كوفيا أو بصريا 'হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আমার চেয়ে হাদীছ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন, যখন ছহীহ হাদীছ পাবেন, তখন তা আমাকে শিক্ষা দিবেন। যদিও তা গ্রহণ করার জন্য আমাকে শাম, কুফা অথবা বাছরায় যেতে হয়'।[৪৩] অতীতে আলেমগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না যে, তিনি নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বা মাযহাবের রায় বা অভিমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের রায়কেই গ্রহণ করতেন এবং অন্যান্য রায়ের বিরোধিতা করতেন।[৪৪]

দ্বিতীয় দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে যে, বিশিষ্ট ছাহাবী ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন। এমনকি তিনি বলতেন, إني لأستحي أن أخالف أبابكر 'নিশ্চয়ই আমি আবু বকর (রাঃ)-এর কথার বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করি'।[৪৫]

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৪১. ইমাম ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮৩৮।

৪২. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮৩৮।

৪৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৪; আবু আব্দুর রহমান সাঈদ মা'শাশা, আল-মুকাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আহ, পৃঃ ৯৪।

৪৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৪।

৪৫. শাওকানী, মা'আলিমু তাজদীদিল মানহাজিল ফিক্বহী, পৃঃ ৭।

তিনি আরো বলেন, رأينا تبـع لرأيـك 'আমাদের মতামত আপনার মতের অনুসরণ করে'।[৪৬]

জবাব : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) উল্লেখিত দলীলের জবাব নিম্নোক্ত পাঁচভাবে উল্লেখ করেছেন। যথা:

১- হাদীছের যে অংশ তাদের দলীলকে বাতিল করবে, তা তারা বিলুপ্ত করে অসম্পূর্ণ হাদীছ উল্লেখ করেছে। পূর্ণ হাদীছ হ'ল,

عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سُئِلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنِ الكَلاَلَةِ؟ فَقَالَ إِنِّيْ سَأَقُوْلُ فِيْهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَرَاهُ مَا خَلاَ الوَلَدِ وَالوَالِدِ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرُ قَالَ إِنِّيْ لَأَسْتَحِيْ اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُوْ بَكْرٍ–

আছেম আল-আহওয়াল শা'বী হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু বকর (রাঃ) কালালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'লেন। তিনি বললেন, আমি এই ব্যাপারে আমার রায় বা মতের ভিত্তিতে বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তাহ'লে তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয়, তাহ'লে তা আমার অথবা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার মতে 'কালালা' হ'ল পিতৃহীন ও সন্তানহীন। অতঃপর যখন ওমর (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হ'লেন তখন বললেন, আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে যা বলেছেন, তার বিরোধিতা করতে আমি লজ্জাবোধ করছি।[৪৭]

অতএব ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর ভুল প্রকাশ হওয়াকে লজ্জাবোধ করেছিলেন, যদিও তাঁর প্রতিটি কথা ছহীহ নয় এবং ভুলেরও উর্ধ্বে নয়। তবে তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীকার করেছেন যে, তিনি কালালা সম্পর্কে কিছুই বুঝতেন না।

২- ওমর (রাঃ) বেশ কিছু মাসআলায় আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। যেমন আবু বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে বন্দি করেছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) তার বিরোধিতা করেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) যুদ্ধলব্ধ জমিকে মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওমর (রাঃ) তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। যদি ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অন্ধানুসারী হ'তেন, তাহ'লে উল্লেখিত মাস'আলা সহ আরো অনেক মাস'আলাতে বিরোধিতা করতেন না।

৩- ওমর (রাঃ) আবু বকর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ বা অন্ধানুসারী হ'লে আমরা আপনাদের নিকটে আবেদন করব যে, আপনারা অন্য কারো তাক্বলীদ ছেড়ে শুধুমাত্র আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করুন। তাহ'লে সকলেই এই তাক্বলীদের প্রশংসা করবে।

৪৬. ঐ।
৪৭. বায়হাক্বী, হা/১৭৫৬।

৪- তাক্বলীদপন্থীদের অনুরূপ লজ্জা নেই, যেমন আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করতে ওমর (রাঃ) লজ্জা করেছিলেন। বরং কিছু সংখ্যক তাক্বলীদপন্থী তাদের কিছু উছূলের কিতাবে লিখেছেন, আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ নয়, বরং ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করা ওয়াজিব।[৪৮]

৫- ওমর (রাঃ) একটি মাসআলায় আবু বকর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রত্যেকটি কথার তাক্বলীদ করেননি।[৪৯]

মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদপন্থীগণের উল্লেখিত দলীল এক আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ তাদের দলীল হ'ল ওমর (রাঃ) লজ্জা করতেন আবু বকর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করতে। অথচ তাক্বলীদপন্থীগণ আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সহ সকল ছাহাবী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করতে সামান্যতম লজ্জা করে না। বরং তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের ইমামের তাক্বলীদের প্রতি অটল থাকে। এমনকি তারা মনে করে, বর্তমান প্রচলিত চার মাযহাব হ'তে যারা বের হয়ে যাবে তারা পথভ্রষ্ট।[৫০]

তৃতীয় দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কথাকে গ্রহণ করতেন। অতএব, তিনি ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন।

জবাব : ১- ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন না। যার স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল তিনি প্রায় ১০০টি মাসআলায় ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। যেমন, ওমর (রাঃ) ছালাতে রুকূর পরে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতেন, পক্ষান্তরে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রথমে হাঁটু রাখতেন। ওমর (রাঃ) এক সঙ্গে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করেছিলেন, পক্ষান্তরে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এক তালাক গণ্য করেছেন। ওমর (রাঃ) যেনাকার নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ জায়েয করেছেন, পক্ষান্তরে ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হারাম করেছেন। ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকটে দাসীকে বিক্রয় করলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে, পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ)-এর নিকটে তালাক হিসাবে গণ্য হবে না ইত্যাদি। যদি তিনি ওমর (রাঃ)-এর মুক্বাল্লিদ হ'তেন তাহ'লে উল্লেখিত মাসআলা সহ আরো বহু মাসআলায় কখনই বিপরীত মত পোষণ করতেন না।[৫১]

২- ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদপন্থীদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর

৪৮. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৫-১৬৬।
৪৯. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৫-১৬৬; আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৭৯৭; ইমাম শাওকানী, আল-কাওলিল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২২-২৪।
৫০. মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (রহঃ), তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৭/৫১৩।
৫১. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৫-১৬৭।

তাক্বলীদ করতেন, অথচ তারা ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ না করে তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের তাক্বলীদ করে।[৫২]

৩- প্রকৃতপক্ষে ওমর (রাঃ)-এর কথা গ্রহণ করা তাক্বলীদ নয়, বরং তা দলীলের অনুসরণ বা খলীফাদের সুন্নাতের অনুসরণ।

চতুর্থ দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে থাকে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ একে অপরের তাক্বলীদ করতেন। যেমন শা'বী (রাঃ) মাসরূক (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে মাত্র ছয় জন ফৎওয়া প্রদান করতেন। তাঁরা হ'লেন- ১- ইবনু মাসঊদ (রাঃ), ২- ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), ৩- আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ), ৪- যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ), ৫- উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এবং ৬- আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)। উল্লেখিত ছয় জন ছাহাবীদের মধ্যে তিন জন অপর তিন জনের মতামত জানলে তাঁদের নিজেদের মতকে প্রত্যাখ্যান করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর মতকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর মতকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মতকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : প্রথমত উল্লেখিত আছারটির সনদ ও মতন উভয়ই যঈফ। সনদ যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল আছারটিতে জাবের আল-জু'ফী নামক একজন রাবী রয়েছে, যে মিথ্যুক। তার বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়। আর মতন যঈফ হওয়ার কারণ হ'ল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কথার অনুসরণের চেয়ে তাঁর বিপরীত মত পোষণ করাটাই বেশী প্রসিদ্ধ। আবু মূসা আশ'আরী ও আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারও ঠিক একই রকম। অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ক্বিরাআত ও ফারায়েযের ক্ষেত্রে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সুতরাং একদিকে আছারটি একজন মিথ্যুকের বর্ণিত, অপরদিকে তার মতন বাস্তবতার বিপরীত। ফলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয়ত যদি ধরা হয় যে, আছারটি ছহীহ তবুও তার অর্থ হবে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) সকলেই ইজতিহাদ করে একটি মত পোষণ করতেন। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ও আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁরাও সকলে ইজতিহাদ বা গবেষণা করে মত পোষণ করতেন। অতঃপর যার ইজতিহাদ শক্তিশালী বা দলীল ভিত্তিক হ'ত সকলেই সেই দলীলের দিকে ফিরে যেতেন এবং নিজেদের মতকে পরিহার করতেন। কিন্তু তাঁরা কোন মানুষের অনুসরণ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহকে ছেড়ে দিতেন না। আর আলেমদের এমনটিই হওয়া উচিত। অতএব এর দ্বারা কিভাবে বোধগম্য হয় যে, তাঁরা তাক্বলীদ করতেন? অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে যখন কেউ এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন না বলে বলত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন, তখন তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। এমনকি তিনি বলতেন, তোমাদের উপর আকাশ হ'তে পাথর বর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ আমি বলছি, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন।[৫৩]

পঞ্চম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর রাসূলের এবং আমীরের আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। আর আমীর বলতে আলেম ও রাষ্ট্র প্রধানগণকে বুঝায়। অতএব তাঁদের আনুগত্য করার অর্থ হ'ল তাদের দেওয়া ফৎওয়ার তাক্বলীদ করা। যদি তাক্বলীদ জায়েয না হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা খাছ করে তাদের আনুগত্য করতে বলতেন না।

জবাব : প্রথমতঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করার লক্ষ্যেই আলেম ও আমীরের আনুগত্য করতে হবে। কেননা দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব আলেমগণের এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমীরের। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লক্ষে হকপন্থী আলেম ও আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। সুতরাং আয়াতে বলা হয়নি যে, কোন মানুষের মতকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে তার অন্ধানুসরণ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্যশীল হ'তে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিটি আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে পূর্ণ ইলম অর্জন না করে। আর যে ব্যক্তি নিজেই তার অজ্ঞতার স্বীকৃতি দেয় এবং নির্দিষ্ট কোন আলেমের মুক্বাল্লিদ হয়, সে কখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত আনুগত্যশীল হ'তে পারে না।

তৃতীয়তঃ যারা প্রকৃত হকপন্থী আলেম তাঁরা সকলেই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পর্যন্ত তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।

চতুর্থত ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

'হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।

৫২. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৭।*

৫৩. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন ২/১৬৮; আল-ক্বাওলিল মুফীদ ফী আদিল্লাতিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ পৃঃ ২৭।*

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর, তাহ'লে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*।

অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করা বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন এবং কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে অনুসরণীয় ব্যক্তি বা মাযহাবের দিকে ফিরে না গিয়ে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত সমূহ, যার তলদেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য' *(তওবাহ ১০০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিল' *(ফাতহ ১৮)*। তিনি আরো বলেন,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا-

'মুমিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ-পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারা সমান নয়; আল্লাহ ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীগণকে উপবিষ্টগণের উপর পদ-মর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন এবং সকলকেই আল্লাহ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং উপবিষ্টগণের উপর জিহাদকারীগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন' *(নিসা ৯৫)*।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা দলীল পেশ করে তাক্বলীদপন্থীরা বলে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ইসলামী জ্ঞানে অগ্রগামীদের প্রশংসা করেছেন এবং অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, সেহেতু তারা ভুল হ'তে অনেক উর্ধ্বে এবং তাদের রায় বা মত ছহীহ হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব তাদের তাক্বলীদ করা জায়েয।

জবাব : প্রথমত আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রশংসা করেছেন ও মর্যাদা দান করেছেন আমরাও তাদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দান করি। কিন্তু তাদের সম্মান ও মর্যাদার অর্থ এই নয় যে, তাদের তাক্বলীদ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত আনছার ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাঁরা নিজেরাই তাঁদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।

সপ্তম দলীল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 'আমার ছাহাবীগণ তারকা সমতুল্য। তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুরসণ কর না কেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হবে'।[৫৪] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : উল্লেখিত হাদীছটি মাওযূ' বা জাল। যা দ্বারা দলীল পেশ করা জায়েয নয়।[৫৫]

অষ্টম দলীল : তাক্বলীদপন্থীরা বলে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) শুরাইহ (রাঃ)-এর নিকট লিখেছিলেন, হে শুরাইহ! তুমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব (কুরআন) দ্বারা বিচার ফায়ছালা কর। যদি কিতাবে না পাও, তাহ'লে সুন্নাহ দ্বারা ফায়ছালা কর। যদি তাতেও না পাও, তাহ'লে ছালেহ বা নেককার ব্যক্তিগণের ফায়ছালা গ্রহণ কর।[৫৬] অতএব উল্লেখিত আছার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাক্বলীদ জায়েয।

জবাব : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল। কেননা ওমর (রাঃ) কুরআনের হুকুমকে সবার আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ মিললে অন্য কিছুর দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। কুরআনে প্রমাণ না মিললে সুন্নাতের দ্বারা ফায়ছালা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রেও অন্য দিকে তাকানোর অবকাশ নেই। আর যদি কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও না পাওয়া যায়, তাহ'লে ছাহাবীদের ফায়ছালা গ্রহণ করতে হবে। এখন আমরা লক্ষ্য করব তাক্বলীদপন্থীদের দিকে, তারা কি উল্লেখিত কায়দায় দলীল গ্রহণ করে? যখন নতুন কোন ঘটনা ঘটে তখন তারা কি উল্লেখিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথমে কুরআন দ্বারা, তাতে না পেলে সুন্নাহ দ্বারা, তাতেও না পেলে ছাহাবীগণের ফৎওয়া দ্বারা ফায়ছালা গ্রহণ করে? কখনই না, এক্ষেত্রে তারা তাদের অনুসরণীয় মাযহাবের ইমাদের মতকেই সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দেয়। তারা কুরআন ও সুন্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এমনকি কুরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট দলীল তাদের অনুসরণীয় ইমামের

৫৪. ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/২০২
৫৫. উছূলুল আহকাম, হা/৮১০; ইমাম শাওকানী, আল-ক্বাওলিল মুফীদ পৃঃ ৩০, নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা যঈফা, হা/৫৮।
৫৬. আদ-দারেমী, হা/১৬৭, হাদীছটিকে আলবানী ছহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৯।

মতের বিরোধী হ'লে কুরআন ও সুন্নাতকে জলাঞ্জলী দিয়ে ইমামের মতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অতএব ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর এই লিখা তাক্বলীদ বাতিল হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[১৭]

তাছাড়া ওমর (রাঃ) কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, যেমন-

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ. رواه أبو داود

হারিস ইবনে অব্দুল্লাহ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর নিকট এসে এক নারীর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম যে কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ঋতুবতী হয়েছে। ওমর (রাঃ) বললেন, তার সর্বশেষ কাজ যেন হয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ। অধস্তন রাবী বলেন, তখন হারিছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবেই আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, তোমার আচরণে দুঃখিত হ'লাম। তুমি আমাকে না জানার ভান করে এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছো যা তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে পূর্বেই জিজ্ঞেস করে ওয়াকিফহাল হয়েছো, যাতে আমি তাঁর বিরোধী মত ব্যক্ত করি।[১৮]

অতএব এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেলে আর কোন দিকে তাকানোর অবকাশ নেই। সে যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন।

আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই যে, খুলাফায়ে রাশেদার যুগে একজন আরেকজনের মতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যেমন ওমর (রাঃ) কিছু ক্ষেত্রে আলী ও যায়েদ (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন; ওছমান (রাঃ) কিছু ক্ষেত্রে ওমর (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু কেউ এই কথা বলেননি যে, আমি তোমাদের ইমাম, আমার বিরোধিতা করছ কেন? যদি তাক্বলীদ ফরয বা ওয়াজিব হ'ত, তাহ'লে কেউ এই ফরয ছেড়ে দিতেন না। সকলেই একজন না একজনের তাক্বলীদ করতেন।

(চলবে)

---

১৭. *ই'লামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৭৩-১৭৪।*

১৮. *আবু দাউদ, 'তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী নারীর মক্কা থেকে প্রস্থান' অনুচ্ছেদ, হা/২০৪।*

জন্ম নিয়ন্ত্রণের কুফল ও বিধান

*আবু নাফিয মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী**

জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের পটভূমি :

জন্ম নিয়ন্ত্রণ (Birth control) আন্দোলন আঠারো শতকের শেষাংশে ইউরোপে সূচনা হয়। সম্ভবতঃ ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসই (Malthus) এর ভিত্তি রচনা করেন। এ আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য হ'ল বংশ বৃদ্ধি প্রতিরোধ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার দেখে মি. ম্যালথাস হিসাব করেন, পৃথিবীতে আবাদযোগ্য জমি ও অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান সীমিত। কিন্তু বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাহীন। ১৭৯৮ সালে মি. ম্যালথাস রচিত An essay on population and as it effects, the future improvment of the society. (জনসংখ্যা ও সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এর প্রভাব) নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম তার মতবাদ প্রচার করেন। এরপর ফ্র্যান্সিস প্লাস (Francis Place) ফরাসী দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার প্রতি জোর প্রচারণা চালান। কিন্তু তিনি নৈতিক উপায় বাদ দিয়ে ঔষধ ও যন্ত্রাদির সাহায্যে গর্ভনিরোধ করার প্রস্তাব দেন। আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার চার্লস নোল্টন (Charles knowlton) ১৮৩৩ সালে এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন সূচক উক্তি করেন। তিনি তার রচিত The Fruits of philosophy নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম গর্ভনিরোধের চিকিৎসা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং এর উপকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

কিন্তু মাঝখানে ১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এ আন্দোলন বন্ধ থাকে। ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা এর প্রতি কোনরূপ গুরুত্বারোপ ও সহযোগিতা করতে অস্বীকার জানিয়েছিলেন।

আবার ১৮৭৬ সালে নতুন করে ম্যালথাসীয় আন্দোলন (New Malthusian Movment) নামক নতুন আন্দোলন শুরু হয়। মিসেস এ্যানী বাসন্ত ও চার্লস ব্রাডার ডাঃ নোল্টনের (Fruits of philosophy) গ্রন্থটি ১৮৭৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রকাশ করেন। ১৯৭৭ সালে ডাঃ ড্রাইসডেল (Drysdale)-এর সভাপতিত্বে একটি সমিতি গঠিত হয় ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচার কার্য শুরু হয়ে যায়।

১৮৭৯ সালে মিসেস বাসন্ত-এর রচিত Law of population (জনসংখ্যার আইন) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সালে হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানীতে এ আন্দোলন ছড়িয়ে যায় এবং ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল সভ্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে স্থানে জন্মনিরোধ ক্লিনিক (Birth Control Clinics) খুলে দেয়।[৫৭]

বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে প্রকাশ্যে সন্তান হত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। এমনকি দৈনিক পত্রিকাসহ সকল মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচারণা চলছে। যেমন 'ছেলে হোক মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট', দুইটি সন্তানের বেশী নয়, একটি হ'লে ভালো হয়' ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু স্যাটেলাইট ক্লিনিক গর্ভবর্তী মায়ের সেবার নামে গর্ভপাত ঘটানোর গ্যারেজে পরিণত হয়েছে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি :

জন্ম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি দু'প্রকার : (১) সাময়িক ব্যবস্থা ও (২) স্থায়ী ব্যবস্থা।

(১) সাময়িক ব্যবস্থা :

(ক) আযল তথা ভিতরে বীর্যপাত না করা (With drawal)

(খ) নিরাপদ সময় মেনে চলা (Safe period) ।

(গ) কনডম ব্যবহার। (ঘ) ইনজেকশন পুশ। (ঙ) পেশীতে বড়ী ব্যবহার। (চ) মুখে পিল সেবন ইত্যাদি।

(২) স্থায়ী ব্যবস্থা :

(ক) পুরুষের অপারেশন। (খ) নারীর অপারেশন।

(ক) পুরুষের অপারেশন : পুরুষের অণ্ডকোষে উৎপাদিত শুক্রকীটবাহী নালী (Vas deferens) দু'টি কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে, কিন্তু বীর্যে xy ক্রমোজম শুক্রকীট না থাকায় সন্তান হয় না।[৫৮]

(২) নারীর অপারেশন : নারীর ডিম্বাশয়ে উৎপাদিত ডিম্ববাহী নালী (Fallopian Tube কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে পূর্ণ xx ক্রমোজম ডিম্ব (Matured Ovum) আর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।[৫৯]

নারী অথবা পুরুষে যেকোন একজন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, অপর জনকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। কারণ নারীর ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত না হ'লে সন্তানের জন্ম হয় না।[৬০]

জন্ম নিয়ন্ত্রণের কুফল :

জন্মনিয়ন্ত্রণের বহুবিদ কুফল রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

ব্যাভিচারের প্রসার :

ব্যাভিচার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً 'তোমরা অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ' *(ইসরা ১৭/৩২)*।

** যশপুর, তানোর, রাজশাহী।*

৫৭. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃঃ ১৩-১৫।

৫৮. ডা. এস.এন. পান্ডে, গাইনিকলজি শিক্ষা, (কলিকাতা : আদিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৭), পৃঃ ১২৪।

৫৯. ঐ, পৃঃ ১২৫।

৬০. ঐ, পৃঃ ১৪।

কিন্তু শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে অসামাজিক, অনৈতিক কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করে। নারী জাতি আল্লাহভীতির পাশাপাশি আরও একটি নৈতিকতা রক্ষা করতে বাধ্য হয়। তাহ'ল অবৈধ সন্তান জন্মের ফলে সামাজিক মর্যাদা বিনষ্ট হবার আশংকা। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেয়ার ফলে, এ আশংকা থেকে একদম মুক্ত। যারা নৈশক্লাবে নাচ-গান করে, পতিতা বৃত্তি করে, প্রেমের নামে রঙ্গলীলায় মেতে উঠে, তারা অবৈধ সন্তান জন্মানোর আশংকা করে না। তাছাড়া কখনও হিসাব নিকাশে গড়মিল হয়ে অবৈধ সন্তান যদিও গর্ভে এসে যায়, তবে স্যাটেলাইট ক্লিনিক নামের সন্তান হত্যার গ্যারেজে গিয়ে প্রকাশ্যে গর্ভ নষ্ট করে ফেলে।

ইংল্যান্ডে প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে ৮৬ জন নারী বিয়ে ছাড়াই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। অবৈধ সন্তান জন্মের সময় এদের শতকরা ৪০ জন নারীর বয়স ১৮-১৯ বছর, ৩০ জন নারীর বয়স ২০ বছর এবং ২০ জন নারীর বয়স ২১ বছর। এরা তারাই যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরও এ দুর্ঘটনাবশত গর্ভবতী হয়েছিল।[৬১] সেখানে প্রতি তিন জন নারীর একজন বিয়ের পূর্বে সতীত্ব সম্পদ হারিয়ে বসে। ডাঃ চেসার তার রচিত 'সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি?' গ্রন্থে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন'।[৬২]

Indian Council for Medical Research-এর ডিরেক্টর জেনারেল অবতার সিংহ পেইন্টাল বলেন, We used to think our women were chaste, But people would be horrified at the level of promise culty here. অর্থাৎ আমাদের নারীদেরকে আমরা সতী বলে মনে করতাম। কিন্তু অবৈধ যৌনকর্ম এখানে এতবেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, লোকে এতে ভীত না হয়ে পারে না।[৬৩]

আমেরিকার বিদ্যালয় সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশী। যুবক-যুবতীরা এসব অধ্যয়ন করে অশালীন কাজে লিপ্ত হয়। এছাড়া হাইস্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করার পূর্বে চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর এদের যৌন তৃষ্ণা অনেক বেশী।[৬৪] বৃটেনেও শতকরা ৮৬ জন যুবতী বিয়ের সময় কুমারী থাকে না।[৬৫] প্রাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের শিক্ষা ব্যয়ের প্রায় অধিকাংশ খণ্ডকালীন যৌনকর্মী হিসাবে অর্জন করে থাকে। মঙ্গোলয়েড দেশসমূহে যৌন সম্পর্কীয় বিধি-বিধান অত্যন্ত শিথিল। থাইল্যান্ডের ছাত্রীদের বিপুল যৌনতা লক্ষ্য করা যায়।[৬৬]

চীনের ক্যান্টন শহরে কুমারীদের প্রেম বিষয়ে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।[৬৭] পশ্চিমা সভ্যতার পূজারীরা সর্বজনীন অবৈধ যৌন সম্পর্কের মহামারীর পথ প্রশস্ত করেছে।[৬৮] চীনে যৌন স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত পোষ্টারে যার সাথে খুশী যৌন মিলনে কুণ্ঠিত না হবার আহ্বান জানানো হয়।[৬৯] ইউরোপে যৌন স্বাধীনতার দাবীতে পুরুষের মত নারীরাও নৈতিকতা হারিয়ে উচ্ছৃংখল ও অনাচারী এবং সুযোগ পেলেই হন্যে হয়ে তৃপ্ত করত যৌনক্ষুধা। অশুভ এই প্রবণতার ফলে বৈবাহিক জীবন ও পরিবারের প্রতি চরম অনিহা সৃষ্টি হয়।[৭০] অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকার ৭৫ লাখ নারী পুরুষ বিবাহ ব্যতীত 'লিভ টুগেদার'-এ।[৭১]

প্রাশ্চাত্যের যুবতীরা যাতে অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী না হয়ে পড়ে, সেজন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে গর্ভনিরোধের দ্রব্যাদি দেয়া হয় এবং এ সকল দ্রব্য ব্যবহারের বিষয়ে তাদেরকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়ে থাকে। এমনকি মায়েরা কন্যাদেরকে এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের কায়দা-কৌশল শিক্ষা দিয়ে থাকে। গর্ভনিরোধ দ্রব্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে স্কুল-কলেজে প্রচারপত্র বের করে এবং বিশেষ কোর্সেরও প্রবর্তন করে। এর অর্থ হ'ল- সকলেই নিঃসংকোচে মেনে নিয়েছে যে, যুবক-যুবতীরা অবৈধ যৌন সম্ভোগ করবেই।[৭২]

প্রাশ্চাত্যে ক্রমবর্ধমান অবৈধ যৌন স্বাধীনতাই সবচাইতে ক্ষতি সাধন করেছে। নারীর দেহকে বাণিজ্যিক রূপ দেয়ার কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখা হয়নি। অবিবাহিত মহিলাদের গর্ভধারণের সংখ্যা বৃদ্ধি, অবৈধ সন্তান জন্ম, গর্ভপাত, তালাক, যৌন অপরাধ ও যৌন ব্যাধিই এর প্রমাণ। অপর দিকে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে কোন আইন-বিচার ও আইনী শাস্তির বিধান নেই। বরং এটাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হয়।[৭৩]

সম্প্রতি ভারতেও অবৈধ যৌন সম্প্রীতি ও হিন্দু-মুসলমান যুবক-যুবতীর নির্বিঘ্নে বিবাহ বন্ধন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে গর্ভপাত ঘটানোর হিড়িক পড়ে গেছে।

জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব :

নারীর ব্যাভিচার দিনদিন প্রসার লাভ করে চলেছে। নারী স্বাধীনতার নামে এরা আরও বেপরোয়া হয়ে গেছে। এই অবৈধ যৌন সম্ভোগের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মারাত্মক জটিল সব রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

---

৬১. *Sehwarz Oswald, The Psycology of Sex (London : 1951), P. 50.*
৬২. *Cheser Is Chastity Outmoded, (Londen : 1960), P. 75.*
৬৩. *নারী ৯৭ পৃঃ; হাফেয মাসউদ আহমদ; আত-তাহরীক (বিশ্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারী : একটি সমীক্ষা-) (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারী ২০০৩), পৃঃ ৪*
৬৪. *George Lindsey, Revolt of Modern Youth P-82-83.*
৬৫. *দৈনিক ইনকিলাব, ৬ই জুন ১৯৯৮ ইং।*
৬৬. *মাসিক পৃথিবী (প্রশ্চাত্যে যৌন বিকৃতি, জুলাই ২০০১ইং, পৃঃ ৫২-৫৩।*
৬৭. *জহুরী খবরের খবর, ১ খণ্ড, ১১৬ পৃঃ।*
৬৮. *মরিয়ম জামিলা, ইসলাম ও আধুনিকতা, ৯৯ পৃঃ।*
৬৯. *খবরের খবর, ১ম খণ্ড, ১১৬ পৃঃ।*
৭০. *সায়্যেদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, ৯৮ পৃঃ।*
৭১. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ এপ্রিল ২০১১, পৃঃ ৫।*
৭২. *নারী, পৃঃ ৮৫; আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০৩, পৃঃ ৪।*
৭৩. *ইসলাম ও আধুনিকত, পৃঃ ২৩।*

জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জীবাণু নাশক ঔষধ, পিল, কনডম ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহারের ফলে তৎক্ষণা কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশ কিছু কাল যাবৎ এসব ব্যবহার করার ফলে মধ্যবর্তী বয়সে উপনীত হ'তে না হ'তেই নারী দেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশৃংখলা (Nervous instability) দেখা দেয়। যেমন- নিস্তেজ অবস্থা, নিরানন্দ, উদাসীনতা, রুক্ষমেজায, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্কের দুর্বলতা, হাত-পা অবশ, শরীরে ব্যথা, স্তনে সাইক্লিক্যাল ব্যথা, ক্যান্সার, অনিয়মিত ঋতু, সৌন্দর্য নষ্ট ইত্যাদি।[৭৪] নারী-পুরুষ অবৈধ যৌন মিলনে সিফিলিস, প্রমেহ, গণরিয়া, এমনকি এইডস-এর মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যে সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়।[৭৫]

সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসা গ্রহণ না করলে মারাত্মক সব রোগের সৃষ্টি হয়। এইডস রোগের ভাইরাসের নাম এইচ. আই. ভি (HIV)। এ ভাইরাস রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে। এ রোগ ১৯৮১ সালে প্রথম ধরা পড়ে এবং ১৯৮৩ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এইচ. আই. ভি ভাইরাসকে এই রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করেন।[৭৬] বল্গাহীন ব্যাভিচারের ফলে এই রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ডাঃ হিরোশী নাকজিমা বলেন, জনসাধারণের মধ্যে এইডস বিস্তার লাভ করলে সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[৭৭]

এছাড়া জন্ম নিরোধ পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে নানা প্রকার রোগ বদঅভ্যাসের প্রসার ঘটেছে। তন্মধ্যে কনডম ব্যবহার বা আযল করার জন্য নারীরা মিলনে পরিতৃপ্ত না হ'তে পেরে অবৈধ মিলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। স্তনে সাইক্লিক্যাল ব্যথা, স্তনচাকা বা পিণ্ড, স্তন ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবনে স্তনে এ ধরনের ব্যথা ও পিণ্ড তৈরী হয় এবং ৭৫% নারী স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকে।[৭৮] বুক ও জরায়ুর কার্সিনোমা হ'তে পারে শর্করা জাতীয় খাদ্য সহ্য হয় না, লিভার দুর্বল হয়, রক্ত জমাট বাঁধতে ব্যহত হয়, বুকের দুধ কমে যায় এবং Lactation কম হয় এবং দেহে ফ্যাট জমা হয়।[৭৯] এছাড়া জরায়ু ক্যান্সার ও স্থানচ্যুতি সহ আরও অনেক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জন্মের হার কমে যাওয়া :

আগত ও অনাগত সন্তান হত্যার ব্যাপারে মহান আল্লাহ নিষেধ করেন وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ 'তোমরা অভাব ও দরিদ্রতার আশংকায় তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না' *(ইসরা ১৭/৩১)*।

কিন্তু শয়তান আল্লাহ্র প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলল, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ 'আমি অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দিব। আর তারা তদনুযায়ী সৃষ্টির কাঠামোতে রদবদল করবে' *(নিসা ৪/১১৯)*।

এই রদবদল শব্দের অর্থ খুঁজতে গেলে বর্তমান যুগের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্যতম। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নামে যারা সন্তান হত্যা বা অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের হত্যা করে চলেছে, তারা সন্তানের জন্মকেই দারিদ্রের কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। আর সেজন্যেই ক্রমশঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন নির্লজ্জভাবে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জ্যামিতিক হারে হ্রাস পেয়েছে। ভবিষ্যৎ বংশধর উৎপাদন ব্যাহত হ'লে মানব জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। যার ফলশ্রুতিতে মুনাফা অর্জনের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী সক্রিয় হবে।

জাহেলী যুগে সন্তানের আধিক্য থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করত। গর্ভ নিরোধের প্রাচীন ও আধুনিক যত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে, সবগুলোই মানব বংশ ধ্বংসের পক্ষে কঠিন বিপদ বিশেষ।[৮০]

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ইউরোপ তাদের জন্য ভয়াবহ বিপদ বিবেচনা করেছে।[৮১] জন্মনিয়ন্ত্রণ জন্মহার হ্রাসের একমাত্র কারণ না হ'লেও অন্যতম প্রধান কারণ একথা নিশ্চিত। ইংল্যান্ডের রেজিষ্ট্রার জেনারেল নিজেই একথা স্বীকার করেছেন যে, জন্মহার হ্রাস পাওয়ার শতকরা ৭০ ভাগ জন্ম নিয়ন্ত্রণের দরুণ ঘটে থাকে। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য দেশসমূহের জন্ম হার হ্রাস প্রাপ্তির কারণ গুলোর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম উপকরণাদির প্রভাব অত্যধিক। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবারকে সীমিত করার প্রবণতার কারণেই জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে।[৮২]

ফ্রান্স সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় ও পদ্ধতিকে পরীক্ষা করেছে। একশত বছর পর সেখানে প্রতিটি যেলায় মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার কমে যেতে থাকে। আর এই জনসংখ্যার হার কমে যাওয়ার ফলে দু'টি বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, বিশ্বে তার প্রভাব প্রতিপত্তির সমাধি রচিত হয়।[৮৩]

ফিডম্যান বলেন, সমষ্টিগতভাবে আমেরিকান শতকরা ৭০টি পরিবার জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর বৃটেন ও আমেরিকার

৭৪. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ৬২।*
৭৫. *Her self, Dr. Lowry, P-204.*
৭৬. *কারেন্ট নিউজ (ডিসেম্বর সংখ্যা ২০০১), পৃঃ ১৯।*
৭৭. *The New Straits Jimes, (Kualalampur, Malaysia, 23 june 1988), P-9.*
৭৮. *প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০১০, পৃঃ ৪।*
৭৯. *গাইনিকলজি শিক্ষা, পৃঃ ১২৩।*

৮০. *মাওলানা আব্দুর রহিম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৩৩২।*
৮১. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ১২৮।*
৮২. *Report of the Royal Commission on population (1949), P-34.*
৮৩. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ১১২।*

অবস্থা পর্যবেক্ষণে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পরিবারগুলোর ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্তির মূলে রয়েছে জন্মনিরোধের প্রচেষ্টা।[৮৪] যদি ম্যালথাস আজ জীবিত থাকতেন, তাহ'লে এটা নিশ্চয়ই অনুভব করতেন যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা জন্ম নিরোধ করার ব্যাপারে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্প ও নগর সভ্যতার কারণে অন্যান্য জাতিও বিপদের সম্মুখীন।

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় :

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তাতে ক্রমশঃ পারস্পরিক সদ্ভাব ও ভালবাসা হ্রাস এবং অবশেষে ঘৃণা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। তাছাড়া নারীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে বৈকল্য দেখা দেয় এবং তার মেজায দিন দিন রুক্ষ হয়ে উঠে, ফলে দাম্পত্য জীবনের সকল সুখ-শান্তি বিদায় নেয়। সন্তানই স্বামী-স্ত্রীকে চিরদিন একত্রে সংসার গঠনের ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা যায়, সন্তানই পরিবার গঠনের সেঁতুবন্ধন।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং জন্মনিরোধ আন্দোলন প্রসারের সঙ্গে তালাকের সংখ্যাও দিন দিন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, সেখানে এখন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।[৮৫]

সমস্ত ইউরোপের সামাজিক দৃশ্যপট বদলে যায় শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে। আমূল পরিবর্তন আসে গ্রামীন জীবনেও, ভেঙ্গে যায় পারিবারিক জীবনের ভিত। নারীরা কল-কারখানায় নির্বিঘ্নে কাজ করতে শুরু করে। এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান তরুণ নিহত হ'ল। ফলে বিধবা হ'ল অগণিত নারী। যুদ্ধ বিড়ম্বিতা নারীরা বাধ্য হয়ে পুরুষের শূন্যস্থান পূরণ করতে গিয়ে কারখানা মালিকের নিকটে শ্রম বিক্রয়ের পাশাপাশি কমনীয় দেহটাও মনোরঞ্জনের জন্য দিতে হ'ল। যৌবনের তাড়নায় ইন্দ্রিয় ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য তাকে বেছে নিতে হ'ল অবাধ বিচরণের পথ। আর নারীর মনের গভীরে পেটের ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত হ'ল অতৃপ্ত যৌনতা এবং দামী পোশাক ও প্রসাধনীর প্রতি প্রচণ্ড মোহ।[৮৬]

জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে চরিত্রের ক্ষতি সাধিত হয়। এ ব্যবস্থা নারী-পুরুষের অবাধ ব্যভিচারের সনদ দিয়ে থাকে। কেননা এতে জারজ সন্তান গর্ভে ধারণ ও দুর্নাম রটনার ভয় থাকে না। এজন্য অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অতি উৎসাহী হয়ে ওঠে। Dr. Westr Marck তার বিখ্যাত গ্রন্থ Future of Marriage in Western Civilaization-এ বলেন, গর্ভনিরোধ বিদ্যা বিয়ের হার বাড়াতে পারে। কিন্তু এর ফলে বিয়ে বন্ধন ছাড়াই যৌন মিলনের পথও অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়।[৮৭]

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে শিশুরাও তাদের মেধা বিকাশে বাধাগ্রস্থ হয়। যদি অন্য ছোট-বড় ভাই বোন খেলার সাথী হিসাবে থাকে, তবে তাদের সাথে একত্রে থাকা ও মেলামেশা, সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি শিক্ষণীয় গুণাবলী তার মাঝেও প্রস্ফুটিত হয়। মনস্তত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে, একাকিত্বের ফলে শিশুদের মন-মগজের সুষ্ঠু বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। এমনকি দু'টি শিশুর বয়সের পার্থক্য বেশী হ'লে নিকটস্থ ছোট শিশু না থাকার কারণে বড় শিশুটির মস্তিষ্কে (Neurosisi) অনেক ক্ষেত্রে রোগও সৃষ্টি হয়।[৮৮]

অর্থনৈতিক ক্ষতি :

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতির পাশাপাশি এ সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের জন্য জাতীয় রাজস্বে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। এটাকে এক ধরনের অপচয় বললেও ভুল হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা) অপব্যয় কর না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ১৭/২৭)*। 'খাও ও পান কর, অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীকে পসন্দ করে না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ জনসংখ্যা হ্রাস জনিত যুক্তি দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর কারণ হ'ল- জন্মহার ধারাবাহিকভাবে (Topering) কমে যাওয়ার ফলে একদিকে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে বাড়তি জনসংখ্যার কারণে পুঁজি বিনিয়োগ ব্যবস্থা উন্নত হয়।[৮৯] কেনসি হাসান বলেন, জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করলে সমাজের অর্থনৈতিক তৎপরতাও অনেক বেড়ে যায়। সে সময় সম্প্রসারণকারী শক্তিগুলি (Expansive) সংকোচনকারী শক্তিগুলির (Contractive) তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়। তখন অর্থনৈতিক তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক তৎপরতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। আর জনসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক তৎপরতা হ্রাস পায়।

বাংলাদেশ অতি ছোট দেশ। এদেশের সামান্য আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু প্রতিবছর এদেশ শ্রমশক্তি বিদেশে রফতানী করে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। এই বিশাল জনসংখ্যা যদি শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহ'লে এ জনসংখ্যা ক্ষতির কারণ না হয়ে আশীর্বাদের কারণ হবে। যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশের রাজস্ব খাতে বিরাট ভূমিকা রাখছে, নিশ্চয়ই তা বেকারত্ব দূর করতেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

---

৮৪. Family Planning Sterility and Population Growth (Newyork : 1959), P-5.
৮৫. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ৬৮-৬৯।
৮৬. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, পৃঃ ৯৮-১০১।
৮৭. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ৬৯।
৮৮. David M Levy, Maternal Over Protiction- (Newyork : 1943), P-35.
৮৯. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ৭৩।

অন্যথা ‘পরিবার পরিকল্পনার’ নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। একদিকে জনশক্তির অপমৃত্যু, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অবক্ষয়। এই জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় কনডম, ইনজেকশন, বড়ি ও খাবার পিল ইত্যাদি। সরকারের পক্ষ থেকে যে খাবার পিল বিতরণ করা হয়, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। কিন্তু বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী যে পিল বের করেছে তা উচ্চ মূল্যে (৫০-৮০ টাকা) ক্রয় করে জনগণ ব্যবহার করছে। এতে পুঁজিবাদীরা জনগণের পকেট ফাঁকা করে চলেছে জন্মনিয়ন্ত্রণের নামে।

গ্রামাঞ্চলে একটি শিশুর জন্ম দানের জন্য এত টাকা ব্যয় করতে হয় না, যত টাকা ব্যয় করতে হয় জন্মনিরোধ উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য।[৯০]

জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে শ্রমজীবী লোক দিন দিন কমে যাচ্ছে। যার ফলে পুঁজিবাদীরা উচ্চমূল্যে বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করে মিল-কারখানায় উৎপাদন করছে। এতে দ্রব্যমূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে পণ্যের ব্যবহারও দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে উৎপাদনও কমে আসছে। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণ আমাদের কোন সুফল বয়ে আনেনি বরং অর্থনৈতিক ও নৈতিকতার মহা ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এর বিধান :

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করে আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। কিন্তু মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল কি? যদি একটু চিন্তা করি, তবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-এর একাকীত্ব দূর করতে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে হাওয়া (আঃ)-কে শুধু সৃষ্টি করেননি। বরং আরও একটি বিশেষ কারণে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তাহ’ল মহান আল্লাহ তাদের ঔরশজাত সন্তান দ্বারা সমগ্র পৃথিবী কানায় কানায় পরিপূর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। আর সমস্ত মানব তাঁর (আল্লাহ্র) একত্ব ঘোষণা পূর্বক দাসত্ব করবে। এ হ’ল আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টির একান্ত উদ্দেশ্য। আমরা সেই অনাগত সন্তানদের নির্বিঘ্নে হত্যা করে চলেছি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْــنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না দারিদ্রের কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমিই রিযিক দান করব’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*।

আলোচ্য আয়াতে খাবারের অভাবের আশংকায় অনাগত সন্তানকে হত্যা করতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। আবার বললেন, ‘আমি তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমিই দিব’। ‘আমিই দিব’ এই প্রতিশ্রুতির ব্যাখ্যা হ’ল অনাগত সন্তানদের রিযিকের মালিক আল্লাহ। তাঁর খাদ্য ভাণ্ডারে খাবারের হিসাব অকল্পনীয়। আবার তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মারাত্মক ভুল’ *(ইসরা ১৭/৩১)*।

তিনি যথার্থই বলেছেন, অনাগত সন্তান হত্যা করা বিরাট ভুল। ভূপৃষ্ঠে একচতুর্থাংশ স্থল, বাকী সব সাগর, মহাসাগর। কিন্তু বর্তমানে মহাসাগরে হাওয়াইন দ্বীপপুঞ্জের মত ছোট-বড় দ্বীপ জেগে উঠেছে এবং নদী ভরাট হয়ে চর জেগে উঠেছে। এভাবে আমাদের আবাদী জমি ও বাসস্থান বাড়ছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন’ *(কাহাফ ১৮/৪৬)*। আল্লামা আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায়। আর সন্তান হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।[৯১]

জনৈক রুশ লেখক তার Biological Tragedy of Woman গ্রন্থে বলেছেন, নারী জন্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানববংশ রক্ষা করা।[৯২] যৌন প্রেরণার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য মানববংশ বৃদ্ধির সঙ্গে দেহের প্রতিটি অঙ্গ স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে তৎপর। নারী দেহের বৃহত্তম অংশ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট।[৯৩] মা হাওয়াসহ পৃথিবীর সমস্ত নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানব বংশ রক্ষা ও সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামোতে সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন।

আযল-এর বিধান :

প্রাচীনকালে আরব সমাজে ‘আযল’ করার যে প্রচলন ছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোন আলোচনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে হাদীছে স্পষ্ট আলোচনা আছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ’ল-

১. জাবির (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُــرْآنُ يَنْــزِلُ ‘আমরা রাসূলের জীবদ্দশায় ‘আযল’ করতাম অথচ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল।[৯৪] অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে ‘আযল’ সম্পর্কে কোন নিষেধবাণী আসেনি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা নিষেধ করেননি।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَب فاشتهينا النِّسَاءِ واشتدت عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِك فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَفْعَلُوْا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ–

৯০. *British Medical Journal, (London : 8 July, 1961), P-120.*

৯১. *পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৩৪০।*
৯২. *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ৫৮।*
৯৩. *The Psychology of Sex, P-17.*
৯৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৮৪।*

২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হয়ে গেলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক আরবকে (দাসী) বন্দী করে নিলাম। তখন আমাদের মধ্যে রমণীদের প্রতি আকর্ষণ জাগে। যৌন ক্ষুধাও তীব্র হয়ে উঠে এবং এ অবস্থায় 'আযল করাকেই আমরা ভাল মনে করলাম। তখন এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জবাবে বললেন, তোমরা যদি তা কর তাতে তোমাদের ক্ষতি কি? কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করবেন, তা তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং তা অবশ্যই সৃষ্টি করবেন।[৯৫]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তুমি কি সৃষ্টি কর? তুমি কি রিযিক দাও? তাকে তার আসল স্থানেই রাখ, সঠিকভাবে তাকে থাকতে দাও। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফায়ছালা রয়েছে।[৯৬]

ইবনে সীরীন-এর মতে, لاعلـــيكم ان لاتفعلـــوا এ বাক্যে 'আযল' সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ না থাকলেও এ যে নিষেধের একেবারে কাছাকাছি এতে কোন সন্দেহ নেই।[৯৭] হাসান বছরী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূলের একথায় 'আযল' সম্পর্কে স্পষ্ট ভর্ৎসনা ও হুমকি রয়েছে।[৯৮] ইমাম কুরতুবী বলেছেন, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত কথা থেকে নিষেধই বুঝেছিলেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় রাসূল (ছাঃ) যেন বলেছেন, لاتعزلوا وعليكم ان لاتفعلوا তোমরা 'আযল' কর না, তা না করাই তোমাদের কর্তব্য।[৯৯] রাগিব ইসফাহানীর মতে, 'আযল' করে শুক্র বিনষ্ট করা এবং তাকে তার আসল স্থানে নিক্ষেপ না করা সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ।[১০০] মুয়াত্তা গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন যে, ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম যাঁরা 'আযল' পসন্দ করতেন না।[১০১]

عـــزل অর্থ হ'ল, পুরুষাঙ্গ স্ত্রী অঙ্গের ভেতর থেকে বের করে নেয়া যেন শুক্র স্ত্রী অঙ্গের ভেতরে স্খলিত হওয়ার পরিবর্তে বাইরে স্খলিত হয়।[১০২]

আইয়ামে জাহেলিয়াতে যেসব কারণে সন্তান হত্যা করা হ'ত, বর্তমান যামানায় জন্মনিয়ন্ত্রণও ঠিক একই কারণে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সোনালী যুগের 'আযল'-এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে যুগে তিনটি কারণে মুসলমানদের মধ্যে 'আযল'-এর প্রচলন ছিল।

(এক) দাসীর গর্ভে নিজের কোন সন্তান জন্মানো তাঁরা পসন্দ করতেন না, সামাজিক হীনতার কারণে।

(দুই) দাসীর গর্ভে কারো সন্তান জন্মালে উক্ত সন্তানের মাকে হস্তান্তর করা যাবে না, অথচ স্থায়ীভাবে দাসীকে নিজের কাছে রেখে দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল না।

(তিন) দুগ্ধপায়ী শিশুর মা পুনরায় গর্ভ ধারণ করার ফলে প্রথম শিশুর স্বাস্থ্যহানীর আশংকা অথবা পুনরায় সন্তান গর্ভে ধারণ করলে মায়ের স্বাস্থ্যের বিপর্যয়ের আশংকা, কিংবা সন্তান প্রসবের কষ্ট সহ্য করার অনুপযুক্ত তা চিকিৎসকের পরামর্শে যথাযোগ্য বিবেচনায় এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত তিনটি কারণের মধ্যে প্রথম দু'টি কারণ আধুনিক যুগে বিলুপ্ত হয়েছে। শেষের তিন নম্বর কারণ ব্যতিরেকে সম্পদ সাশ্রয়ের জন্য ও নিজের আমোদ-প্রমোদের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বৈধ নয়।

পরিশেষে বলব, জন্মনিয়ন্ত্রণ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সমস্যার প্রকৃত সমাধান নয়। বরং জনসংখ্যাকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর ও উৎপাদন বাড়ানো, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণাদির উন্নয়ণের মধ্যেই রয়েছে এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ হচ্ছে না বুঝে পরাজয় বরণ করা। একটি কাপড় কারো শরীরে ঠিকমত ফিট না হ'লে কাপড়টি বড় করার পরিবর্তে মানুষটির শরীর কেটে ছেঁটে ছোট করার মতই জন্মনিরোধ ব্যবস্থা অন্যায় ও অস্বাভাবিক। কেননা বিজ্ঞানের যুগে আমরা মানুষের যোগ্যতা অনুযায়ী তার শ্রমশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

৯৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৮৬।
৯৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৪০৩৮।
৯৭. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৩৩৩।
৯৮. ঐ।
৯৯. ঐ।
১০০. ঐ, পৃঃ ৩৩৭।
১০১. ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, পৃঃ ১০১-১০২।
১০২. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পৃঃ ৩৩২।

মহিলা পাতা

নারীর অধিকার ও মর্যাদায় ইসলাম

*জেসমিন বিনতে জামিল**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চ) কন্যা হিসাবে অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবের মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সেখানে নারীদের বেঁচে থাকারই কোন অধিকার ছিল না। এমনকি কন্যাসন্তান জন্মকে তারা দুর্ভাগ্য মনে করে জীবন্ত কবর দিত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ- يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ- 'আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে। তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হ'ল তার লজ্জায় লোক সমাজ হ'তে পালিয়ে বেড়ায়, অপমান সয়ে তাকে রাখবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখ! তাদের এই ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য' *(নাহল ৫৮-৫৯)*।

জাহেলী যুগের প্রথাকে নির্মূল করে কন্যাসন্তান জন্মকে কল্যাণময় ও বড় সৌভাগ্যের বিষয় হিসাবে অভিহিত করত, শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন মহানবী (ছাঃ)। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে, তাহ'লে আমি ও সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব'। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরলেন।[১০৩]

(ছ) মাতা হিসাবে অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের কোন সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। সে যুগে পিতার ইন্তিকালের পর বিমাতাকে বিবাহ করার মতো ঘৃণ্য প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইসলাম এসে নারীকে মাতৃত্বের গৌরব ও মর্যাদা দিয়েছে এবং সন্তানের উপর মায়ের অধিকার ও সার্বিক কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, সন্তানের উপর মায়ের আদেশ মান্য করা, মায়ের সাথে বিনম্র ও সম্মানজনক আচরণ করাকে ফরয করা হয়েছে। কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ হকের সঙ্গে মা-বাবার হকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত কর না এবং তুমি মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তোমার সামনে তাঁদের একজন কিংবা উভয় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে উহ্ পর্যন্তও বল না, আর তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বল এবং তাঁদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে, আর এইরূপ দো'আ করতে থাকবে- 'হে আমার প্রভু! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন- যেরূপ তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন শৈশবকালে' *(বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সর্বোত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার মাতা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? আবারো বললেন, তোমার মাতা, আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? আবারো বললেন, তোমার মাতা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? এবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা'।[১০৪]

অপর এক হাদীছে এসেছে, 'মু'আবিয়া ইবনে জাহিমাহ একদা মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেহেতু তোমার মা আছে যাও তাঁর সেবায় নিয়োজিত হও। কারণ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا 'জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে রয়েছে'।[১০৫]

(জ) সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারী নির্যাতনমূলক ও নারী মর্যাদার পরিপন্থী সকল প্রকার কুসংস্কার এবং কুপ্রথাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদাচরণের আদেশ প্রদান করতঃ মহান আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْراً كَثِيْراً- 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের মাধ্যমে ঘর-সংসার করো। অতঃপর যদি তোমরা তাদেরকে কোন কারণে অপসন্দ

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১০৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩।*

১০৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১১।*

১০৫. *আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৯৩৯ সনদ জাইয়েদ।*

কর, তবে তোমরা তাদের যে বিষয়টি অপসন্দ কর, আশা করা যায় আল্লাহ তাতে মঙ্গল নিহিত রেখেছেন' *(নিসা ১৯)*।

(ঝ) সম্পদে উত্তরাধিকার করার মাধ্যমে মর্যাদা দান :

ইসলাম মীরাছ বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে অংশ নির্ধারণ করে দিয়ে নারীদেরকে প্রবঞ্চনা হ'তে মুক্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ– 'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে, পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যা দুই-এর অধিকও হয়, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে' *(নিসা ১১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ–

'আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমাদের পত্নীগণ ত্যাগ করে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি ঐ স্ত্রীগণের কোন সন্তান থাকে, তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হ'তে তোমরা এক-চতুর্থাংশ পাবে, অছিয়ত পৃথক করে নেওয়ার পর যা তারা অছিয়ত করে যায় অথবা ঋণ পরিশোধের পর; আর তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হ'তে এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে, তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে' *(নিসা ১২)*।

(ঞ) শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীদেরকে পুরুষের ন্যায় ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অধিকার দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের (নর-নারী) জন্য বিদ্যা অর্জন করা ফরয'।[১০৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ আয়েশা (রাঃ) বলেন, আনছারী মহিলারা কতই উত্তম! দ্বীনী ইলম অর্জনে লজ্জা তাদেরকে আটকে রাখতে পারে না।[১০৭]

(ট) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অধিকার দিয়েছে। জীবিকা অর্জনের অধিকারও দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ– 'তোমাদের পুরুষেরা যা উপার্জন করবে তা তোমাদের থাকবে, আর নারী যা উপার্জন করবে তা তাদের জন্য থাকবে' *(নিসা ৩২)*।

(ঠ) ইসলামের বিধান পালনে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলামের বিধান পালনেও নারীদেরকে পুরুষদের মত অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতে সে অংশগ্রহণ করবে পুরুষের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ–

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৭১)*।

ইসলামের বিধান পালনের ব্যাপারে ছওয়াবের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি। বরং পুরুষ হোক আর নারীই হোক উভয়েই তাদের নিজ নিজ আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْراً– 'পুরুষ অথবা নারীর কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হবে না' *(নিসা ১২৪)*।

(ড) কর্মক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

নারী যদি আশ্রয়হীন কিংবা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তাহ'লে সে তার জীবন-জীবিকার তাকীদে এবং স্বীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে যে কোন হালাল উপায়ে পর্দা রক্ষা করে আয়-রোযগার করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ 'অতঃপর ছালাত শেষ হ'লে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর' *(জুম'আ ১০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, পুরুষেরা যা উপার্জন করবে তা

---

১০৬. ইবনে মাজাহ, হা/২২৪, সনদ ছহীহ।

১০৭. বুখারী, 'ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা' অধ্যায়। অধ্যায় নং ৫০।

তাদের অংশ, আর নারী যা উপার্জন করবে তা তাদের প্রাপ্য অংশ' *(নিসা ৩২)*।

(ঢ) বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা রমণীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা রমণীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রীদের পুনরায় বিবাহের অনুমতি প্রদান করতঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ 'আর নারীদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ২৩৫)*।

সমাপনী :

নারী কখনো মাতা, কখনো কন্যা, কখনো বোন আবার কখনো স্ত্রী। আর সর্বস্তরেই মহান আল্লাহ নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক মহানবী (ছাঃ)ও নারী জাতিকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে তুলে ধরে বলেন, الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়া একটি সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী'।[১০৮] একজন আদর্শ নারী হ'ল মূল্যবান মণিমুক্তার মতো। আর মণিমুক্তাকে জহুরীরা এমনভাবে সংরক্ষণ করে রাখে যাতে মেকি বা কৃত্রিম পাথরের মতো অতি সহজেই যার তার হাতে ঘোরাফেরা করতে না পারে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, ঝিনুকের চেয়ে মুক্তাই বেশী মূল্যবান। আর পবিত্র কুরআনে এই আদর্শ মুসলিম নারীদের মুক্তার সাথেই তুলনা করে বলা হয়েছে, كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ 'সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ' *(ওয়াকি'আহ ২৩)*। তবে নারীদের এ মর্যাদা তাদেরকেই রক্ষা করতে হবে।

নারীদের মর্যাদা দানে ইসলামের এসব সুমহান আদর্শ দেখে খোদ বৃটিশ মহিলাদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের যথেষ্ট সাড়া পড়েছে। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশী। পত্রিকার মতে It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly. অর্থাৎ 'এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ বৃটিশ নওমুসলিমই মহিলা। অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে'।[৭]

আসলে অমুসলিম মহিলাগণ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ছুটে এসেছেন ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। ইসলামে নারীদের মর্যাদা ও অধিকারের নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত দেখে। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা নারীরা নিজেদের কারণেই সেই সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুইয়ে নিঃস্ব পথিকের ন্যায় পথে বসতে চলেছি। আধুনিক সভ্যতার দোহাই পেড়ে বস্তাপঁচা পাশ্চাত্যের নোংরা সভ্যতায় আটকে পড়েছি। প্রগতির চোরাবালিতে নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়ে নগ্ন দেহে জনাকীর্ণ রাস্তায় নামার দুঃসাহস দেখাতে চলেছি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হিজাব তথা নারীদের রক্ষাকবচ পর্দার বিধানকে পদদলিত করে অনুসরণ করছি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত নগ্ন সভ্যতাকে। ফলশ্রুতিতে নারী জাতি প্রতিনিয়ত বখাটে লোলুপ ইভটিজারদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

তাই মুসলিম নারীদের উদাত্ত আহ্বান জানাই, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন গড়ে নিজেদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনার। স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার। মহান আল্লাহ্র নিকট আকুতি জানাই, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে পূর্ববর্তী মহীয়সী রমণী মরিয়ম, হাযেরা, আয়েশা, খাদীজা, আছিয়া ও ফাতিমাদের শ্রেণীভুক্ত করেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

১০৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩।*

৭. *কেন মুসলমান হলাম, সংকলনে: মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, ২য় খণ্ড (ঢাকাঃ ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, ১৯৯৬ইং), পৃঃ ৪।*

চিকিৎসা জগৎ

শীতে অসুখ : সতর্কতা ও করণীয়

শীত জেঁকে বসেছে। ঘুম থেকে উঠলেই দেখা যায়, প্রকৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন, আর সবুজ ঘাসে জমে আছে বিন্দু বিন্দু শিশির। অনেক সময় প্রকৃতি সাজে অপরূপ সৌন্দর্যে পর্যটকদের আনাগোনাও বেড়ে যায়। শীতকাল শুরুর এই সময়টা উপভোগ্য হ'লেও দেখা দিতে পারে বাড়তি কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা। তাই এই সময়টাতে প্রয়োজন কিছুটা বাড়তি সতর্কতা। শুষ্ক আবহাওয়ার সঙ্গে কম তাপমাত্রার সংযোজন আর ধুলাবালির উপদ্রব, সব মিলিয়েই সৃষ্টি হয় কিছু স্বাস্থ্যগত সমস্যা।

প্রয়োজনী সতর্কতা : শীতে প্রধানত বাড়ে শ্বাসতন্ত্রের রোগ। যদিও এসব রোগের প্রধান কারণ ভাইরাস, তবুও বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব এনজাইম আছে, তা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাপমাত্রায় কম কার্যকর হয়ে পড়ে। ফলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। শীতে বাতাসের তাপমাত্রা কমার সঙ্গে আর্দ্রতাও কমে যায়, যা আমাদের শ্বাসনালির স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে ভাইরাসের আক্রমণকে সহজ করে। শুষ্ক আবহাওয়া বাতাসে ভাইরাস উড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া ধুলাবালির পরিমাণ বেড়ে যায়। ঠাণ্ডা, শুষ্ক বাতাস হাঁপানি রোগীর শ্বাসনালিকে সরু করে দেয়, ফলে হাঁপানির টান বাড়ে।

স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে প্রথমেই চলে আসে সাধারণ ঠাণ্ডাজনিত সর্দি-কাশি বা কমন কোল্ডের কথা। বিশেষত শীতের শুরুতে তাপমাত্রা যখন কমতে থাকে তখনই এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ রোগের শুরুতে গলা ব্যথা করে, গলায় খুশখুশ ভাব ও শুকনা কাশি দেখা দেয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরতে থাকে এবং ঘন ঘন হাঁচি আসে। হালকা জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, দুর্বল লাগা ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়। এটা মূলত শ্বাসতন্ত্রের ওপরের অংশের রোগ এবং সৌভাগ্য হ'ল এই রোগ এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় চিকিৎসা করলেও ৭ দিন লাগে, না করলেও এক সপ্তাহ লাগে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাশি কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে।

যদি প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও সর্দি-কাশি দেখা দেয়, তবুও প্রতিরোধের উপায়গুলো চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি প্যারাসিটামল এবং অ্যান্টিহিসটাসিন জাতীয় ওষুধ খেলেই যথেষ্ট। এটা শুধু রোগের তীব্রতাকে কমাবে না, রোগের বিস্তারও কমাবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে হবে এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। পাশাপাশি দেশজ ওষুধ যেমন- মধু, আদা, তুলসীপাতা, কালজিরা ইত্যাদি রোগের উপসর্গকে কমাতে সাহায্য করবে।

আক্রান্তদের আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বাসায় থাকাই ভাল। বিশেষ করে স্কুলের আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই বাসায় রাখতে হবে। নেহায়েত বাইরে যেতে হ'লে মাস্ক ব্যবহার করা ভাল। শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জাও বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এই রোগটি মূলত ভাইরাসজনিত। ঠাণ্ডার অন্যান্য উপসর্গ ছাড়াও এ রোগের ক্ষেত্রে জ্বর ও কাশিটা খুব বেশি হয় এবং শ্বাসকষ্টও হ'তে পারে। এছাড়া ভাইরাসে আক্রান্ত দেহের দুর্বলতার সুযোগে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়াও আক্রমণ করে থাকে। বিশেষ করে নাকের সর্দি যদি খুব ঘন হয় বা কাশির সঙ্গে হলুদাভ কফ আসতে থাকে, তা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণকেই নির্দেশ করে। এই রোগেরও তেমন কোন চিকিৎসা প্রয়োজন হয় না, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলেই হয়। শুধু ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হ'লেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়।

শীতের প্রকোপে শুধু ফুসফুস নয়, সাইনাস, কান ও টনসিলের প্রদাহও বাড়ে। যেমন ঘন ঘন সাইনোসাইটিস, টনসিলাইটিস, অটাইটিস ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা নেয়াই ভাল। প্রায় ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। এছাড়া যাদের হাঁপানি বা অনেক দিনের কাশির সমস্যা, যেমন ব্রংকাইটিস আছে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তাদের কষ্টও বাড়ে। নিউমোনিয়াও এ সময় প্রচুর দেখা যায়। বলা চলে, শীতে অসুখের মূল ধাক্কাটা যায় শ্বাসতন্ত্রের ওপর দিয়েই। এসব রোগে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি বাড়ে নবজাতক, শিশু, বৃদ্ধ, হাঁপানি রোগী ও ধূমপায়ীদের।

ঠাণ্ডা ও হাঁপানি প্রতিরোধে করণীয়-

* ঠাণ্ডা খাবার ও পানীয় পরিহার করা।
* কুসুম কুসুম গরম পানি পান করা ভাল। হালকা গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করা উচিত।
* প্রয়োজনমত গরম কাপড় পরা। তীব্র শীতের সময় কান-ঢাকা টুপি পরা এবং গলায় মাফলার ব্যবহার করা।
* ধুলাবালি এড়িয়ে চলা। * ধূমপান পরিহার করা।
* ঘরের দরজা-জানালা সব সময় বন্ধ না রেখে মুক্ত ও নির্মল বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।
* হাঁপানির রোগীরা শীত শুরুর আগেই চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রতিরোধমূলক ইনহেলার বা অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন।
* যাদের অনেকদিনের শ্বাসজনিত কষ্ট আছে, তাদের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমোকক্কাস নিউমোনিয়ার টিকা নেয়া উচিত।
* তাজা, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং পর্যাপ্ত পানি পান করা উচিত, যা দেহকে সতেজ রাখবে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করবে।
* হাত ধোয়ার অভ্যাস করা। বিশেষ করে চোখ বা নাক মোছার পরপর হাত ধোয়া।

শীতে অন্যান্য রোগ :

কাশির মতো প্রকট না হ'লেও শীতে আরও অনেক রোগেরই প্রকোপ বেড়ে যায়। যেমন-

* আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথা শীতে বাড়তে পারে। মূলত বয়স্কদেরই এ সমস্যা হয়। যারা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিও আর্থ্রোসিস রোগে ভোগেন, তাদের বেলায় এ সমস্যাটা আরও প্রকট। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবনের পাশাপাশি ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম কাপড়, ঘরে রুম হিটার থাকলে ব্যবহার, গ্লাভস ব্যবহার, কান ঢাকা টুপি ব্যবহার ইত্যাদি করতে হবে। প্রতিদিন হালকা গরম পানিতে গোসল করা ভাল।
* বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা কম থাকায় শুষ্ক বাতাস ত্বক থেকে শুষে নেয় পানি এবং ঘাম ও তৈলাক্ত পদার্থ কম তৈরি হয়। ফলে শীতের শুষ্কতায় অনেকের ত্বক আরও শুষ্ক হয়, ত্বক ফেটে যায় এবং চর্মরোগ দেখা দেয়, যেমন- একজিমা, চুলকানি, স্ক্যাবিস ইত্যাদি। তাই শীতকালে ত্বকের বাড়তি যত্ন প্রয়োজন। শুষ্কতা কমানোর জন্য ভ্যাসলিন বা গ্লিসারিন, ভাল কোন তেল বা

ময়েশ্চার লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে ভাল কোল্ড ক্রিম, ভ্যাসলিন, ঠোঁটে লাগানোর জন্য লিপজেল, লিপবাম বা চ্যাপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। জিভ দিয়ে বারবার ঠোঁট লেহন করা উচিত নয়।

* অনেক সময় কড়া রোদও ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হ'তে পারে। তাই বাইরে গেলে সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ভাল হয়। অনেকক্ষণ কড়া রোদ না পোহানোই ভাল।
* কিছু রোগে তীব্র শীতে অনেকের হাতের আঙুল নীল হয়ে যায়। তাদের অবশ্যই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনভাবেই ঠাণ্ডা না লাগে।
* ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রক্তচাপ বাড়তে পারে। ঠাণ্ডার ওষুধে সিউডোএফেড্রিন বা ফিনাইলেফ্রিন জাতীয় ওষুধ রক্তচাপ বাড়ায়। শীত তীব্র হ'লে হৃদযন্ত্রের রক্তনালি সঙ্কুচিত হয়ে হার্ট অ্যাটাকও হ'তে পারে।
* শীতের আরেকটি মারাত্মক সমস্যা হাইপোথার্মিয়া, অর্থাৎ শরীরের তাপমাত্রা অতিরিক্ত কমে যাওয়া, যা মৃত্যুও ঘটাতে পারে। মূলত যারা পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র ব্যবহার করে না এবং শিশু ও বয়োবৃদ্ধ যারা নিজেদের যত্ন নিতে অপারগ, তারাই এর শিকার।
* ছোট বাচ্চাদের বেলায় সর্দি-কাশির সঙ্গে ডায়রিয়াজনিত রোগও বাড়তে পারে। কারণ এই সময় রোটা ভাইরাসের আক্রমণও বেড়ে যায়। বাচ্চাকে সব সময় ফোঁটানো পানি খাওয়ানো উচিত। রাস্তার খাবার-দাবার, কাটা ফল, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদি না খাওয়ানোই ভাল।

তবে মনে রাখা দরকার, সব সময়ই যে শীতে রোগব্যাধি বাড়বে, তাও সত্য নয়। সাধারণভাবে শীতকালে মানুষের রোগ কম হয়। হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট কমে যায়। এমনকি ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারেও শ্বাসযন্ত্রের বা ত্বকের রোগ ছাড়া অন্যান্য রোগ খুব একটা দেখা যায় না। তাই বাড়তি সতর্কতার পাশাপাশি অযথা আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কমলার পুষ্টিগুণ

জনপ্রিয় ও সহজলভ্য একটি ফল কমলা। এটি সারা বছরই পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা। তাই এটি আর এখন বিদেশি কোন ফল নয়। জনপ্রিয় এই ফলটির পুষ্টিগুণ সবার জানা উচিত। কমলার উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ হল :

* ১০০ গ্রাম কমলাতে আছে ভিটামিন বি ০.৮ মিলিগ্রাম, সি ৪৯ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৩ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ৩০০ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৩ মিলিগ্রাম।
* দৈনিক যতটুকু ভিটামিন 'সি' প্রয়োজন তার প্রায় সবটাই একটি কমলা থেকে সরবরাহ হ'তে পারে।
* কমলায় আছে শক্তি সরবরাহকারী চর্বিমুক্ত ৮০ ক্যালরি, যা শক্তির ধাপগুলোর জন্য জ্বালানি হিসাবে কাজ করে।
* কমলায় আছে প্রচুর ভিটামিন সি, যা ক্যান্সার প্রতিরোধক, স্বাস্থ্যকর, রক্ত তৈরিকারক এবং ক্ষত আরোগ্যকারী হিসাবে খুবই উপযোগী।
* কমলা বি ভিটামিন ফোলেটের খুব ভাল উৎস, যা জন্মগত ত্রুটি এবং হৃদরোগের জন্য ভাল কাজ করে।
* প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় পটাসিয়ামের ৭ ভাগ পূরণ করা সম্ভব কমলা দিয়ে, যা শরীরের তরলের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন।
* কমলাতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্রি র‌্যাডিকেল ড্যামেজ করে। ফলে ত্বকে সজীবতা বজায় থাকে।
* এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বিভিন্ন ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়তা করে।
* কমলাতে উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন সেল ড্যামেজ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
* এর ক্যালসিয়াম দাঁত ও হাড় গঠনে সাহায্য করে। ম্যাগনেসিয়াম থাকায় ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
* পটাসিয়াম ইকেট্রোলাইট ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ভাল রাখতে সহায়তা করে।
* কমলাতে উপস্থিত লিমিনয়েড মুখ, ত্বক, ফুসফুস, পাকস্থলীকে কোমল রাখে এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে।
* ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় ওযন কমাতেও সহায়তা করে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

রোগ প্রতিরোধে শীতের সবজি

শীতকালে নানা ধরনের সবজি বাজারে পাওয়া যায়। এসব সবজি শুধু দেহের পুষ্টিচাহিদা পূরণ করে তাই নয়; বরং কিছু কিছু রোগের পথ্যের কাজও করে।

বাঁধাকপি : বাঁধাকপি উচ্চপুষ্টিমানসম্পন্ন, সুস্বাদু, সহজে রন্ধনযোগ্য, সহজপাচ্য সবজি। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' ও 'ই' এবং সালফারের মতো খনিজ উপাদান। প্রতি ৩ দশমিক ৫ আউন্স বাঁধাকপিতে থাকে ২৪ ক্যালোরি পুষ্টি। এক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, লেবুর জুস থেকে কাঁচা বাঁধাকপিতে ভিটামিন 'সি'-এর পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। কাঁচা বাঁধাকপি পাকস্থলীর বর্জ্য পরিষ্কার করে এবং রান্না করা বাঁধাকপি খাদ্যদ্রব্য হজমে বেশ সহায়ক। কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতেও এই সবজি দারুণ কার্যকর। বাঁধাকপি ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসাবেও কাজ করে। বিশেষ করে কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে এই সবজি বেশ ভূমিকা রাখে। বাঁধাকপি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া বাঁধাকপি মানবদেহের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, আলসার নিরাময় এবং দেহের রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি সাধন করে। তাই শীতে অন্যান্য সবজির সঙ্গে বাঁধাকপি নিয়মিত খাওয়া উচিত।

টমেটো : পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এ সবজিতে লাইকোপেন নামের এক উপাদান থাকে, যা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে কাজ করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই লাইকোপেন প্রোস্টেট, স্তন, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াস এবং ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টমেটোর এই লাইকোপেন চোখের রোগও উপশম করে। তাছাড়া টমেটোতে অন্যান্য ভিটামিনের সঙ্গে আছে প্রচুর পরিমাণ রিবোফ্লোবিন, যা ঘন ঘন মাথাব্যথা রোগে ওষুধের কাজ করে। এছাড়া ওযন কমানো, জন্ডিস, বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়ারিয়া ও রাতকানা রোগে টমেটো হ'তে পারে সবচেয়ে ভাল পথ্য।

ঢেঁড়শ : আঁশে পরিপূর্ণ এ সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ও কম মাত্রার ক্যালোরি। এটি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে কাজ করে। ঢেঁড়শের সহজপাচ্য আঁশ রক্তের সেরাম কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। ঢেঁড়শে আছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'এ', আয়ামিন, ফলিক এসিড, রিবোফ্লোবিন ও জিংক। মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধে ঢেঁড়শ ভাল কাজ করে। এছাড়া মেদভুঁড়ি কমাতে ঢেঁড়শ নিয়মিত খাওয়া উচিত।

গাজর : পুষ্টিগুণে অনন্য গাজরে বিটা ক্যারোটিন নামের এক ধরণের উপাদান আছে, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, শ্বাসতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়, হজমে সাহায্য করে, দাঁত, হাড় ও চুল শক্ত করে, আলসার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া গাজর ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়।

মুলা : প্রাচীনকালে মুলা শুধু ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। মুলায় আছে উচ্চমাত্রার কপার ম্যাঙ্গানিজ, পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ, জিংক ও সোডিয়াম। মুলা হজমে সাহায্য করে। রক্ত বিশুদ্ধকরণ, ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতেও মুলা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

তিল : তিলের বীজ, তিলের নাড়ু মজাদার খাদ্য। খাজা-গজায়ও তিল ব্যবহৃত হয়। সুস্বাদু অনেক খাবারে মসলা হিসাবেও তিল প্রচলিত। মধ্যপ্রাচ্যে তিলের বীজের মাখন ছড়িয়ে দেওয়া হয় রুটির ওপর। হালভা ক্যান্ডিতে তিল প্রধান উপকরণ। চীনে কেক, কুকিস ও পায়েসে তিল দেয়া হয়। তিলবীজে রয়েছে হৃদসুখকর পলিআন স্যাচুরেটেড তেল (৫৫%), উচ্চমাত্রায় প্রোটিন (২০%) এবং অন্যান্য ভিটামিন এ, ই ও বি। তিলবীজে প্রচুর খনিজদ্রব্য, ক্যালসিয়াম, তামা, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস, দস্তা ও পটাসিয়াম রয়েছে। তাছাড়া এতে আছে মিথিওনিন ও ট্রিপটিফ্যান।

ধনেপাতা : ধনেপাতা আমাদের দেশে অতি পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ধনেপাতা পাওয়া যায়। ধনেপাতা শুধু রান্নার উপকরণ নয়, এর রয়েছে নানাবিধ ঔষধি গুণ। তাই এই পাতাকে বলা হয় 'হার্বাল প্যান্ট' বা ঔষধি পাতা। ধনেপাতার ইংরেজী নাম হ'ল মিলানট্রো।

ধনেপাতায় রয়েছে ভিটামিন সি ও এবং এ ফলিক এসিড। এই ভিটামিনগুলো শরীরে পুষ্টি জোগায়, ত্বক ও চুলের ক্ষয়রোধ করে, মুখের ভেতরের নরম অংশগুলোকে রক্ষা করে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ধনেপাতার ভিটামিন 'এ' চোখে পুষ্টি জোগায়, রাতকানা রোগ দূর করতে ভূমিকা রাখে।

কোলেস্টেরলমুক্ত ধনেপাতা দেহের চর্বির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। শরীরের এলডিএল নামক কোলেস্টেরল শরীরের শিরা-উপশিরার দেয়ালে জমে হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলতে বাধা দেয়। পরিণামে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হ'তে পারে। ধনেপাতা এই খারাপ কোলেস্টেরলকে কমিয়ে দেয় এবং শরীরের জন্য উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর মাত্রা বৃদ্ধি করে। ধনেপাতায় বিদ্যমান আয়রণ রক্ত তৈরিতে এবং রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

এছাড়া ভিটামিন 'কে'তে ভরপুর ধনেপাতা হাড়ের ভঙ্গুরতা দূর করে শরীরকে করে শক্ত-সামর্থ্য। তারুণ্য ধরে রাখতেও এর অবদান অপরিসীম। তবে ধনেপাতা রান্নার চেয়ে কাঁচা খেলে উপকার বেশী পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কের রোগ অ্যালঝেইমারস নিরাময়ে ধনেপাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধনেপাতা শীতকালীন ঠোঁট ফাটা, ঠাণ্ডা লাগা, জ্বর জ্বর ভাব দূর করতে যথেষ্ট অবদান রাখে। ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ধনেপাতায় 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' রয়েছে, যা দেহের কাটাছেঁড়া অংশগুলো শুকানোর জন্য অতীব যরূরী। ধনেগাছের বীজের তেলেও নানাবিধ ঔষধি গুণ রয়েছে। যেমন ব্যথানাশক, খাবার হজমে সহায়ক, ছত্রাকনাশক, ওযন ও খিদে বর্ধক। ধনেপাতা চিবানোর পর সেই থেতলে যাওয়া পাতার রস দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের মাড়ি মযবুত হয়, রক্তপড়া কমে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। তাই সবার উচিত প্রতিদিনের খাবার মেন্যুতে ধনেপাতাকে স্থান দেয়া। তবে অধিক পুষ্টির আশায় মাত্রাতিরিক্ত ধনেপাতা খাওয়া অনুচিত।

পার্থেনিয়াম : এক ভয়ংকর উদ্ভিদ

বাংলাদেশে সফররত অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আগাছা বিশেষজ্ঞ এ্যাডিকিনফ 'পার্থেনিয়াম' নামক এক ভয়ংকর উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন সুন্দরবন, যশোর, রাজশাহীর চারঘাট, পবা, মোহনপুর, নওগাঁর মান্দা প্রভৃতি স্থানে। এটি দেখতে অনেকটা ধনে গাছের মতো। এটি সর্বোচ্চ দু'ফুটের মতো উঁচু হয়। গাছ ছোট ছোট সাদা ফুলে ভরা থাকে। এ উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে স্টিভ এ্যাডকিনফ বলেন, দশ মিটার দূর থেকে পার্থেনিয়ামের ফুলের রেণু মানুষের এলার্জি, হাঁপানি ও চর্মরোগের সৃষ্টি করতে পারে। ফসলের ক্ষেত্রে একইভাবে এর রেণু বাতাসে মিশে মরিচ, টমেটো ও বেগুনের ফুল ঝরিয়ে দেয়। তাছাড়া এ থেকে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের ফলে ডাল জাতীয় ফসলের গাছের নাইট্রোজেন তৈরিতে সহায়তাকারী ব্যাকটেরিয়া অকার্যকর করে ফেলে। এ আগাছা খেয়ে গরু-ছাগল চর্মরোগে আক্রান্ত হয়। গাভীর দুধ তিতা হয়ে যায়, যা দীর্ঘসময় ধরে পান করলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তিনি আরো জানান, এ ঘাস গরু খাওয়ার পর গোবরের সঙ্গে বের হ'লেও এর বীজ নষ্ট হয় না। তা থেকে আবার গাছ হয়। গাছ হওয়ার ৩০ দিনেই এর ফুল হয়ে যায়। এ থেকে বাঁচতে হলে ফুল হওয়ার আগেই একে ধ্বংস করে ফেলতে হয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বেনাপোল ও সোনামসজিদ স্থল ও বন্দরসহ অন্যান্য বন্দর দিয়ে ট্রাকের চাকায় লেগে পার্থেনিয়ামের বীজ এদেশে এসেছে। এছাড়াও সীমান্ত পথ দিয়ে প্রচুর পরিমাণ গরু আসছে। এই সব গরুর গোবরের মাধ্যমে এই বীজ ছড়াচ্ছে।

নারকেলের মাকড় দমনে করণীয়

নারকেল শুকিয়ে ছোট আকার হওয়ার জন্য দায়ী এক প্রকার ক্ষুদ্র মাকড়, যা খালি চোখে দেখা যায় না। স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নারকেল গাছ সূর্যের আলো ও পানির বিক্রিয়ায় পাতায় যে খাদ্য তৈরি করে তা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে থাকে। গাছ বর্ধিষ্ণু ফল-এ অপেক্ষাকৃত বেশি খাদ্য সরবরাহ করে এবং বোটা দিয়েই এই খাদ্য ফলে সঞ্চালিত হয়। ক্ষুদ্রাকৃতির এই মাকড় দলবদ্ধ ভাবে কচি ফলের বোটার কাছে বৃতির নিচে বসে পুষ্টি চুষে নেয়। এতে করে ফলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রস চোষার সময় কচি নারকেলের খোলার পরিবহণ কলায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। একবীজপত্রী উদ্ভিদ হওয়ায় নারকেলের কাণ্ডে বা ফলে কোন ক্ষত সৃষ্টি হ'লে তা আর পূরণ হয় না। ফলের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এসব ক্ষতের আকারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলের বয়স ৭-৮ মাস হ'লে পাতায় তৈরি খাদ্য সরবরাহ কমতে থাকে। এসময় মাকড় অন্য কোন নতুন কাদিতে চলে যায়। গাছে ফল না থাকলে এরা কচি পাতায় চলে যায়। নারকেলের এ মাকড় খুব ধীরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। তারা উড়তে পারে না; কেবল বাতাস, কীট-পতঙ্গ ও পাখির মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়ায়। গাছের ফল থেকে পুষ্টিকর খাবার খায় বলে এরা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এদের জীবনকাল মাত্র ৭দিন। ডিম থেকে বাচ্চা হ'তে লাগে ৩দিন। এ মাকড় দমন করতে নিয়ম ও পদ্ধতি মোতাবেক মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হয়। মাকড় প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ, ইটের ভাটার ধোঁয়া প্রভৃতি কারণে মাকড়ের শত্রু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা খাবার খেতে কচি ফল ও ফুলে অবস্থান নেয়। তাই ফুল ও কচি ফল টোপ হিসাবে ব্যবহার করে এদের ধ্বংস করা যায়। শীতের পর নারকেল গাছে মাসে ২-৩টি ফুলের ছড়া বের হয়। আক্রান্ত গাছে শীতের শেষে ফুলসহ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত সকল ফল কেটে ফেলতে হবে। তারপর গাছে উমাইট ১.৫ মি.লি. বা ভার্টিমেক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে কচি পাতাসহ গাছের মাথায় স্প্রে করতে হবে। যখন গাছে নতুন ফুল দেখা দেবে তখন থেকে প্রতি একমাস অন্তর ৪-৫ বার মাকড়নাশক স্প্রে করতে হবে। যাতে অন্য গাছ থেকে পুনরায় আক্রমণ না করতে পারে, তাই এলাকা ভিত্তিক মাকড় দমন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। গাছের গোড়ায় আধা কেজি করে নিমের খোল প্রয়োগ করলে গাছের রোগ ও পোকা মাকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউশন ট্রাইকো কম্পোস্ট নামে এক ধরনের জীবাণুনাশক সার উদ্ভাবন করেছে, যা গাছের রোগ-বালাই এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

লেখনী

শিহাবুদ্দীন আহমাদ
কালাইহাটা, গাবতলী, বগুড়া।

সৃষ্টি সূচনায় প্রতীতি বিকাশে
ভূমিকা রাখিল কলম,
কত আগে তা জানা সুকঠিন
মানব লয়নিত জনম।
স্রষ্টা সবের মহান দয়াময়
আরশে ছিলেন যবে,
মানব জাতির হয়নি সৃষ্টি
আসেনি তখনও ভবে॥
আরশে আযীমে বসে একদা
পয়দা করিলেন লেখনী,
সৃষ্টিকুলের উত্থান-পতনে
ভাগ্য করিতে নির্ধারণী।
লওহে মাহফূযে লিখিতেছিল
ভাগ্যের পরিণাম ফলাফল,
তা হ'তেই তার চলিছে কর্ম
চলিবে তা চিরকাল॥
সৃষ্টির সেরা মানব জাতির
ছিল না কোনই জ্ঞান,
স্রষ্টার বাণী মন্থনে হাছিল
করিয়া গভীর ধ্যান।
অমূল্য জ্ঞানের অনেক কিছুই
আসিয়াছে মসি হ'তে
জানা গিয়াছে তা নিশ্চিত করে
ঐশী বাণী মতে॥
ভাগ্যের সীমা লেখা রহিয়াছে
অমূল্য লেখনী দ্বারা,
কি কাজ করিবে কি ফল পাবে
ধরাধামে এসে তারা॥
সেই ধারা হ'তে ধারাবাহিকতায়
ভূমিকা রাখিছে সেরা,
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন
তারই প্রস্রবণ দ্বারা॥
রচনা করিল ইতিহাসবেত্তা
জগতের বিস্ময়কর ইতিহাস,
ধরিয়া রাখিল ঘটিত বিবরণ
উত্থান-পতন নাশ।
এখনও উন্নতির সেরা হাতিয়ার
সেই লেখনী ব্যবহৃত,
বিকল্প এর পাবে না কখনও
তৈরী হোক যন্ত্র যত॥
জীবন-সমাজ ঢেলে সাজাতে
ধরিতে হইবে কলম,
আহ্বান লেখনী ধরিবার তরে
স্বার্থক করিতে জনম॥

শেষ ঠিকানা

মুহাম্মাদ শামসুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

জন্ম হ'লে মরতে হবে
শেষ ঠিকানা কবর,
এই দুনিয়ার রঙের মেলায়
কে রাখে তার খবর?
যাদের জন্য জীবন-যৌবন
বিলিয়ে দিলে পথে,
দম ফুরালে চিনতে চায় না
চায় না আপন হ'তে।
খাঁচা ছেড়ে পরাণ পাখি
উড়াল দেবে যেই,
ঠিক তখনই দেখবে তোমার
আপন কেহ নেই।
সাঙ্গ হবে চিরতরে
ভবের বেচা-কেনা
যেতে হবে পরপারে
সঙ্গী-সাথী বিনা।
যতই থাকুক অট্টালিকা
রাজ সিংহাসন,
সবকিছু রইবে পড়ে
ওরে অবুঝ মন।
ধনী-গরীব রাজা-প্রজা
এক কাতারে রবে,
শশ্মান কিংবা গোরস্থানে
শেষ ঠিকানা হবে॥

***

বন্দেগী

মুহাম্মাদ আমজাদ হোসেন
নরদাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

সুখের খবর দুঃখের খবর আনল বয়ে পাক কুরআন
নিদ্রা যেতে নিষেধ এলো বান্দা তা তুই সঠিক জান।
তোর মনিবের তরফ থেকে নির্দেশ এলো তোর তরে,
উঠ জেগে তুই জলদি করে গাফলতির এই ঘুম ছেড়ে।
এভাবে তুই তন্দ্রা বিভোর থাকবি কিরে জীবন ভর?
যা দ্বারা তুই আনবি টেনে আল্লাহর গযব মাথার পর।
মৃত্যুবরণ করার পরে সুখের নিদ্রা দীর্ঘ দিন,
কাটবে তোর নেক আমল দ্বারা দিলে-মনে কর একীন।
অলসভাবে গোনার মাঝে কাটাস যদি এ জীবন,
জ্বলবি তবে জাহান্নামে পর জীবনে অনুক্ষণ॥
পড়বি যমদূতের হাতে তার থেকে তোর মুক্তি নেই,
বজ্রকঠোর দণ্ড দিয়ে যানটি কবয করবে যেই।
তাই বলি তুই ঘুম ছেড়ে দে রাত জেগে কর বন্দেগী,
পড় ছালাত আল্লাহ্‌র কাছে চেয়ে সুখের যিন্দেগী।
যারা সুরার নেশায় বিভোর অবুঝ গাফিল দুনিয়াদার,
ঘুমের মাঝে তারাই থাকুক তাদের জীবন মিথ্যাসার॥

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (নদ-নদী)-এর সঠিক উত্তর

১। প্রায় ৭০০টি।
২। ব্রহ্মপুত্র।
৩। মেঘনা (৩৩০ কি.মি.)।
৪। মেঘনা (ভোলার নিকট ১২ কি.মি.)।
৫। মেঘনা (৬০৯ মি. গভীর)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। তুলা গাছকে। ২। ইউক্লিপটাস।
৩। সুন্দরবন। ৪। গরান।
৫। বৈলাম।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। কোন ছাহাবী সবচেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা করেছেন?
২। কোন ছাহাবী তাঁর মায়ের বিয়ে পড়িয়েছিলেন?
৩। কোন ছাহাবী প্রতিশোধের বদলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেহে চুম্বন করেছিলেন?
৪। কোন ছাহাবীকে আল্লাহ্র সিংহ উপাধি দেওয়া হয়েছিল?
৫। কোন ছাহাবী এক পথে চললে শয়তান অন্য পথে চলে যেত?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
হাড়াভাংগা, গাংনী, মেহেরপুর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। মাটি ফেটে চৌচির, তার মাঝে মহাবীর।
২। ঘর আছে দুয়ার নেই, মানুষ আছে আওয়াজ নেই।
৩। খাঁচার ভিতর পেঁচার ছাও, ৬ মাথা তার বার পাও।
৪। উকতান, বুকতান কোন জিনিসের তিন কান।
৫। ডাক দিয়ে ভয় দেখায়, আলো দিয়ে পথ দেখায়।

সংগ্রহে : আব্দুল হাসীব
চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা।

আত-তাহরীক

শেখ মুহাম্মাদ জীবন
নন্দনগাছী, চারঘাট, রাজশাহী।

আত-তাহরীক তুমি নির্ভীক, হও সামনে আগুয়ান।
বিশ্ব মাঝে উড়াতে হবে তাওহীদি নিশান।
সত্য কথা প্রচার করতে নেইতো কোন ভয়,
সত্যকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তোমারই শোভা পায়।
সমাজ হ'তে দূর করতে মুসলিম উম্মার গ্লানি,
প্রচার করে চলেছ তুমি কুরআন-সুন্নাহ্র বাণী।
কুরআন-সুন্নাহ প্রচার করতে যদিও বাধা আসে,
ভয় নেই কোন মহান আল্লাহ আছেন তোমার পাশে।
***

ধান্ধায় দুনিয়া

শাহীনুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

ধান্ধাবাযে ভরে গেছে এই ধরণী ভাই,
ধান্ধা ছাড়া কোন মানুষ এ জগতে নাই।
সূদখোরের সূদের ধান্ধা ঘুষখোরের চাই ঘুষ,
মদখোরের মদের ধান্ধা নেশায় থাকে বেহুঁশ।
কলকারখানায় ফাঁকির ধান্ধা অফিসারের চাই টাকা,
শ্রমিক-মজুর করে হাহাকার পকেট তাদের ফাঁকা।
মরার ধান্ধা নেই যে কারো বেড়ায় হেসে খেলে,
চলছে জীবন মহাসুখে দেখছি নয়ন মেলে।
দ্বীনের পথে চলে যারা তারাই মুমিন বান্দা
অহি-র বিধান করবে পালন সেটাই তাদের ধান্ধা।
***

সোনামণির দায়িত্ব

মুজাহিদুল ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনার দেশের সোনার ছেলে
করবি না অহংকার,
অহি-র পথে চলতে গিয়ে,
ধারবি না কারো ধার॥
দেশকে করবি বিদ'আত মুক্ত
গড়বি সোনার রাষ্ট্র
অহি-র পথে চলতে গিয়ে
দিসনা কাউকে কষ্ট॥
প্রাণকে করবি উৎসর্গ আর
মনকে করবি উদার,
অন্যায়ের কাছে কভু
মানবি না কো হার॥
বুকে আছে শক্তি তোর
প্রাণে আছে বল,
সত্যের পথে আসলেও বাধা
থাকবি অবিচল॥
তোর দাওয়াতে এগিয়ে আসতে
পড়বে লোকের ঢল,
আল্লাহ্র পথে থাকবি অটুট
ওহে সোনামণির দল॥
***

সোনামণি সংগঠন

শহীদুল্লাহ
নওদপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি একটি আদর্শ সংগঠনের নাম
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ার সংগ্রাম।
এসো সোনামণি আমরা সবাই,
নীতি বাক্য ৫টি মেনে চলি।
কুরআন-হাদীছ পড়ি,
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
ছুটে এসে হে সোনামণি!
হক্বের পথে মোরা সদা চলি
মেনে চলি দশটি গুণাবলী,
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি।
***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দু'ভাগে বিভক্ত; উত্তর ও দক্ষিণের দু'জন প্রশাসক নিয়োগ

অবশেষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ঢাকা-উত্তর এবং ঢাকা-দক্ষিণ নামে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর জাতীয় সংসদে এ সংক্রান্ত বিল মাত্র সাড়ে ৪ মিনিটে পাস হয়েছে। সেই সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। বিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুই অংশে দু'জনকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঢাকা-দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক হিসাবে গত ৪ ডিসেম্বর নিয়োগ পেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খলীলুর রহমান এবং ঢাকা-উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক খোরশেদ আলম চৌধুরী। এ দু'জন প্রশাসককে নিয়োগ দেয়ার পরপরই দুই নগর প্রশাসনে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশনকে ঐ দিন দুপুরে চিঠিও দিয়েছে সরকার। তবে নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এত স্বল্প সময়ে তারা বিভক্ত ডিসিসির নির্বাচন করতে পারবে না। ফলে সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে বিভক্ত ডিসিসির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সরকারের প্রতি হাইকোর্টের রুল : ঢাকা ভাগ করে সংসদে পাস হওয়া আইন কেন অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে সরকারের প্রতি রুল জারী করেছে হাইকোর্ট। বিচারপতি ফরীদ আহমাদ ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ গত ৩০ নভেম্বর এ রুল জারী করে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। ঢাকার বিদায়ী মেয়র সাদেক হোসেন খোকার এক রিট আবেদনের শুনানী শেষে হাইকোর্ট এ আদেশ দেন। এদিকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে (ডিসিসি) অনির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রশাসক নিয়োগের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে অন্য আরেকটি রিট আবেদন করা হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের চারজন আইনজীবী রিযওয়ান আহমাদ রানজীব, ব্যারিস্টার সামীউল হক চৌধুরী, মুহাম্মাদ রিযওয়ান-ই খুদা ও জাবেদ ইসলাম এই রিট আবেদন দায়ের করেন।

দুর্নীতিতে এবার বাংলাদেশ ১৩তম

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই)-এর ২০১১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ২ দশমিক ৭ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এবার ত্রয়োদশ। গতবারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দ্বাদশ। স্কোর ছিল ২ দশমিক ৪। 'টিআই'-এর এবারের তালিকায় দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে সোমালিয়া ও উত্তর কোরিয়া। দ্বিতীয় স্থানে আছে আফগানিস্তান ও মিয়ানমার। সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে নিউজিল্যান্ড। উল্লেখ্য, ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের ১নং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ।

গত ২০ মাসে দেশে ৩২ জন গুম

গুম ও গুপ্তহত্যা পরিস্থিতি এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। মাঝেমধ্যেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে তরুণ-যুবকদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন পর কারো লাশ মিলছে, কেউবা নিখোঁজই থাকছে। সরকারী বাহিনী এর দায় নিচ্ছে না। আবার এসব ঘটনার কোন কিনারাও হচ্ছে না। কারা বা কোন সন্ত্রাসী বাহিনী এসব ঘটাচ্ছে, তার কোন তদন্তও হচ্ছে না। ফলে এ নিয়ে জনমনে চরম আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। এদিকে মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'-এর জরিপ অনুযায়ী ২০১০ এর জানুয়ারী থেকে ২০ মাসে দেশে ৩২টি গুম ও খুনের ঘটনা ঘটেছে। র‍্যাব সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে ২০০৮ সালে ৩১৪৬ জন, ২০০৯ সালে ৩২২৩ জন, ২০১০ সালে ২৪৯৯ জন এবং চলতি বছরের আগষ্ট পর্যন্ত ১৮০৯ জন খুন হয়েছে। চলতি বছর র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নেয়া ২২ ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে র‍্যাব।

টিপাইমুখ বাঁধ সম্পন্ন করা হবেই

- ড. মনমোহন সিং

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বাংলাদেশ সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও টিপাইমুখ বাঁধ সম্পন্ন করা হবেই বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে গত ৩ ডিসেম্বর এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মনমোহন সিং একথা বলেন। অথচ ইতিপূর্বে ভারত বরাবরই বলে আসছে, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু ভারত টিপাইমুখে করবে না। এমনকি গত ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমানকে দিল্লী পাঠান এ বিষয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য। বৈঠকে ড. সিং একই বুলি আওড়ান। বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুযায়ী যৌথ সমীক্ষায় ভারত সম্মত আছে বলেও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টাকে জানান। প্রধানমন্ত্রীর দুই উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠককালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটি নতুন প্রস্তাবও দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ চাইলে টিপাইমুখ প্রকল্পে বিনিয়োগ-অংশীদার হতে পারে। বিনিময়ে পেতে পারে বিদ্যুৎ।

তাছাড়া গত ২২ নভেম্বর বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া টিপাইমুখ প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ সমীক্ষার পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান। গত ২৬ নভেম্বর খালেদা জিয়া খুলনা অভিমুখে রোডমার্চের সময় মনমোহনের দেয়া চিঠির জবাব পান। মনমোহনের চিঠি পাওয়ার ৯ দিন পর বিএনপি গত ৫ ডিসেম্বর এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, চিঠিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, টিপাইমুখ প্রকল্প মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এটি সেচ প্রকল্প নয়। এ প্রকল্পে ভারত সরকার এমন কিছু করবে না, যার কারণে বাংলাদেশের ক্ষতি হতে পারে।

এদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। গত ১০ ডিসেম্বর টিপাইমুখ অভিমুখে জাতীয় পার্টির লংমার্চের প্রথম দিনে সিলেটে সরকারী আলিয়া মাদরাসা মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি এ আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, লংমার্চের পূর্বে এরশাদ ২০-২৩ নভেম্বর ৪ দিন ভারত সফর করে আসেন।

গত বছরের চেয়ে অপরাধ বেড়েছে সোয়া ৪ হাযার

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়টি সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এ বছর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। গত বছর যেখানে সারাদেশে বিভিন্ন ধরনের ২৪ হাযার ৮১১টি অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে, সে তুলনায় এবার হয়েছে ২৯ হাযার ৬০টি অপরাধ।

অর্থাৎ অপরাধের ঘটনা গতবারের চেয়ে এবার ৪ হাযার ২১৯টি বেশি ঘটেছে। দেশের সার্বিক বিষয় নিয়ে প্রণীত সরকারের বার্ষিক প্রতিবেদনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রদত্ত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অংশে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অংশে দেখা গেছে, এ বছর সারাদেশে খুনের ঘটনা ঘটেছে ৩ হাযার ৮৯৯টি। আর সবচেয়ে বেশি ঘটেছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। এ বছর ১৭ হাযার ৮১১টি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ বছর ৩ হাযার ৪৫৯টি ধর্ষণ, ৪৬৬টি অগ্নিসংযোগ ও ৮৫টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে।

বছরে এক লাখ লোক অবৈধভাবে বিদেশে যায়

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অন্তত এক লাখ লোক বিদেশে গিয়ে অবৈধভাবে থেকে যাচ্ছে। অসাধু কিছু জনশক্তি রফতানীকারক, ট্রাভেল এজেন্সি ও এই দুই প্রতিষ্ঠানের দালালেরা মোটা অংকের টাকা নিয়ে ছাত্র, পর্যটক, ওমরাহ পালন ও ধর্মীয় পবিত্র স্থান যিয়ারতের নামে এসব লোককে বিদেশে পাঠাচ্ছে। অবৈধ এই অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশের বৈধ শ্রমবাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৈধ কর্মীরা নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। অবৈধভাবে থাকার কারণে এসব বাংলাদেশী বিদেশে জেল-যুলুমেরও শিকার হচ্ছে। তারা খরচের টাকাও তুলতে পারে না। বৈধভাবে দেশে টাকাও পাঠাতে পারে না। ফলে ভাগ্য ফেরানোর স্বপ্নও তাদের পূরণ হয় না। ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর থেকে আন্তর্জাতিক মানব পাচার বিষয়ক যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় সারির পর্যবেক্ষণ তালিকায় (ওয়াচলিস্ট ২) রাখা হয়। অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়া বন্ধ না হ'লে বাংলাদেশ তৃতীয় সারিতে (সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ টায়ার-৩) নেমে আসতে পারে বলেও আশংকা আছে।

দেশে ১ হাযার ১০১ জন এইডসে আক্রান্ত

দেশে এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত এক বছরে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৪ জন মারা গেছে। গত এক বছরে নতুন করে ৪৪৫ জনের রক্তে এইচআইভি ভাইরাস পাওয়া গেছে আর এইডসে আক্রান্ত হয়েছে ২৪১ জন। সরকারী হিসাবে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ হাযার ৫৩৩ জনে। এর মধ্যে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাযার ১০১ জন, মারা গেছে ৩২৫ জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক রুহুল হক জানান, এ বছর নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ৬৫ শতাংশই পুরুষ, ৩৩ শতাংশ নারী এবং ২ শতাংশ কিশোর-কিশোরী।

[সমকামিতাই এর প্রধান কারণ। অতএব ইসলামী অনুশাসন মেনে চলুন ও সরকার তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিন- (স.স.)]

সরকারী চাকরির বয়স দুই বছর বাড়ল

সরকারী চাকরি দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে। ফলে অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৫৯ বছর হ'ল। গত ১৯ ডিসেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ সংক্রান্ত 'দ্য পাবলিক সার্ভিস (রিটায়ারমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৪' সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন পায়। সরকারী চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা ৩০ বছর করা, মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়া এবং দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সেবা পাওয়া নিশ্চিত করার জন্য বয়স বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে মন্ত্রীসভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে উক্ত প্রস্তাব পাস হয়। অন্যদিকে পদোন্নতি জটিলতা ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়টিও বিপক্ষের যুক্তি হিসাবে মন্ত্রীসভায় আলোচিত হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী জানান, এক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে না।

বিদেশ

ইহুদীবাদী মার্কিন রিপাবলিকান প্রার্থীর অভিনব তত্ত্ব

আরব ভূমিতে ফিলিস্তীনীরা অনাহূত

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন প্রার্থী নিউট গিনগ্রিচ আরব এলাকায় ফিলিস্তীনীদের 'অনাহূত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইসরাঈল-ফিলিস্তীন বিতর্কে তিনি বলেছেন, ইসরাঈলীরা নয়, ফিলিস্তীনীরা অনাহূত এবং এরা হচ্ছে আরব। নিজ বাসভূমি ছেড়ে ফিলিস্তীনীরা অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করতে পারে বলে মন্তব্য করেন এই কট্টরপন্থী রিপাবলিকান মনোনয়ন প্রার্থী। যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইহুদী টেলিভিশন চ্যানেলকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ফিলিস্তীনীদের সম্পর্কে এই উদ্ভট মন্তব্য করেন তিনি। তিনি দাবী করেন, ফিলিস্তীনীদের নিজেদের কোন দেশ ছিল না। গত শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত তারা সাবেক অটোমান (তুরস্ক) সাম্রাজ্যের অধীন ছিল।

পাকিস্তানকে বন্ধু ভাবে না মার্কিনীরা

পাকিস্তানকে বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিকই এখন আর বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করে না। সম্প্রতি প্রকাশিত এক জরিপে এ তথ্যই উঠে এসেছে। ন্যাটোর বিমান ও হেলিকপ্টার হামলায় ২৪ পাকিস্তানী সেনা নিহত হওয়ার পর টেলিফোনে যুক্তরাষ্ট্রের ১১৭৬ জন তালিকাভুক্ত ভোটারের মতামতের ভিত্তিতে এই জরিপের ফলাফল তৈরী করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৫ শতাংশই পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু মনে করেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিপরীতে মাত্র ৭ ভাগ মার্কিন নাগরিক পাকিস্তানকে বন্ধুরাষ্ট্র বলে মনে করার কথা জানিয়েছে। ২৬ ভাগ পাকিস্তানকে বন্ধু বা শত্রু কিছুই মনে করে না। আর বাকী ১২ শতাংশ কোন মতামত দেয়নি। 'পোল পজিশন' নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি নির্বাচনী জরিপ সংস্থা এই জরিপ পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ দখল ও মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব ভারতের সাবেক মন্ত্রীর; হার্ভার্ড থেকে বহিষ্কার

ভারতে অবৈধভাবে অভিবাসী হওয়া বাংলাদেশীদের সংখ্যার অনুপাতে সিলেট থেকে খুলনা পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমি দখল করার প্রস্তাব তুলে ৬ ডিসেম্বর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন ভারতের সাবেক মন্ত্রী ও জনতা পার্টির সভাপতি অধ্যাপক সুব্রামনিয়াম স্বামী। গত ১৬ জুলাই ভারতীয় ডেইলি নিউজ এবং এনালাইসিসে (ডিএনএ) প্রকাশিত 'হাউ টু ওয়াইপআউট ইসলামিক টেরর' শিরোনামে এক নিবন্ধে তিনি উক্ত প্রস্তাব পেশ করেন। সুব্রামনিয়াম তার নিবন্ধে লিখেছিলেন, ভারতে একটি সাচ্চা হিন্দু দল গঠন করতে হবে এবং মুসলমানদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে হবে। কারণ তাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু ছিলেন- এটা তারা স্বীকার করে না। উত্তর প্রদেশের কাশির জ্ঞানপায়স মসজিদ একটি মন্দিরের উপর নির্মিত দাবী করে ঐ অঞ্চলের ৩ শতাধিক মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়ারও দাবী তোলেন ১৯৯০-৯১ সময়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা এই রাজনীতিবিদ।

বাংলাদেশের সিলেট থেকে খুলনা পর্যন্ত এলাকা দখলে নিয়ে সেখানে বাংলাদেশী অভিবাসীদের 'পুনর্বাসনের' ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। দখলে নিতে বলেন কাশ্মীরের পাকিস্তান শাসিত অংশও। সুব্রামনিয়াম আরো প্রস্তাব করেন যে, হিন্দু ধর্ম থেকে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না- এমন একটি বিধি জারী করতে হবে ভারতে।

ভারতে প্রতিবছর দুর্নীতি দ্বিগুণ হচ্ছে

পুরো ভারতে দুর্নীতি ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবছর দুর্নীতি বাড়ছে দ্বিগুণেরও বেশী হারে। ভারতের অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান দিল্লীর সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক অর্থনীতিবিদ দেবরয় ও ভারতের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ইন্ডিকাস অ্যানালিটিকসের প্রধান লাভিশ ভাণ্ডারী 'ভারতের দুর্নীতি : ডিএনএ ও আরএনএ' শীর্ষক বইয়ে একথা বলেন। পরিসংখ্যান দিয়ে দুই অর্থনীতিবিদ বলেছেন, ১৯৯১-এ অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করার পর থেকেই ভারতে বড় ধরনের দুর্নীতি বেড়েছে। ১৯৯০ সালে ভারতে কালো টাকার পরিমাণ ছিল ৩১ হাযার ৫৪৬ কোটি রূপী। ২০০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৯৫ কোটি রূপী। তার ১০ বছর পর ২০১০ সালে কালো টাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার লাখ ৬১ হাযার ৫৪৮ কোটি রূপী।

ভারতে ছাত্রদের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে প্রতি ১৭ ঘণ্টায় এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করছে। দেশটির 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো' (এনসিআরবি)-এর প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৬ সালের তুলনায় ২০১০ সালে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। মনস্তত্ত্ববিদ এবং উপদেষ্টাদের মতে তরুণ প্রজন্ম বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু পরিপক্ব নয়। আর তাই বিগত চার বছরে ছাত্রদের মাঝে আত্মহত্যা প্রবণতা ২৬ শতাংশ বেড়েছে। বহু ছাত্র কর্মসংস্থানের অভাবে এবং নানাবিধ চাপের কারণে আত্মহত্যা করছে। এনসিআরবি'র পরিসংখ্যান মতে, ভারতে গত বছর ৯৩ হাযার ২০৭ জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে।

নেদারল্যান্ডসের গির্জায় হাযার হাযার শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার

নেদারল্যান্ডসের ক্যাথলিক গির্জায় হাযার হাযার শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে দেশটির তদন্ত কমিটি সম্প্রতি জানিয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৪৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশটির গির্জায় লাখ লাখ শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ঐসব শিশুর ওপর খৃষ্টান পাদ্রী অথবা তাদের সহযোগীরা ধর্ষণসহ নানা ধরনের যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে। নেদারল্যান্ডস ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খৃষ্টান গির্জায় পাদ্রীদের যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যম খবর দিয়েছে।

[চিরকুমার থেকে সাধু সাজবার ভান করার নোংরা পরিণতি এগুলো। অতএব বানোয়াট ধর্ম ত্যাগ করে স্বভাবধর্ম ইসলামে ফিরে এসে সুন্দর জীবন যাপন করার আহ্বান জানাই খৃষ্টান পোপ-পাদ্রীদের প্রতি- (স.স.)]

খরা ও শস্যের অভাবে আফ্রিকায় ৯০ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে পড়বে

খরা, শস্যহীনতা, খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য ও প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় আগামী ২০১২ সালে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের পাঁচটি দেশের ৯০ লাখেরও বেশি মানুষ খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হবে। ত্রাণ সংস্থা 'অক্সফাম' এ তথ্য জানিয়েছে। সাহেল অঞ্চলের ঐ দেশগুলো হ'ল মৌরিতানিয়া, নাইজার, বারকিনা ফাসো, মালি ও চাদ। সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোর কয়েকটি প্রধান খাদ্যশস্যের মূল্য গত পাঁচ বছরের গড় মূল্যের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। সেখানে দিনপ্রতি প্রায় ২৫ লাখ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি রয়েছে। গত বছরের তুলনায় চাদ ও মৌরিতানিয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে দেশগুলোর মধ্যে নাইজারের অবস্থায়ই সবচেয়ে সংকটজনক। দেশটির প্রায় অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ৬০ লাখ মানুষ খাদ্য সংকটে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুধার্তের সংখ্যা বাড়ছে

যুক্তরাষ্ট্রে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক শহরেই গত বছর ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং আগামী বছর তা আরো বাড়ার আশংকা করা হচ্ছে। ২৯টি শহরে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, বেশিরভাগ শহরেই গত বছর ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া শহরগুলোতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যাও গড়ে ৬ শতাংশ বেড়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত নভেম্বর ২০১১-এ যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৮ দশমিক ৬ শতাংশ। জরিপে আরো দেখা গেছে, দুর্দশাগ্রস্ত শহরগুলোর ৮৬ শতাংশই গত বছর যরূরী খাদ্য সহায়তার আহ্বান জানিয়েছিল।

রুয়ান্ডার গণহত্যার মূল হোতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জাতিসংঘ পরিচালিত একটি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল রুয়ান্ডার গণহত্যার জন্য দায়ী দুই অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তিকে ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় গৃহযুদ্ধে সংঘটিত ব্যাপক গণহত্যার মূল পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে দায়ী করা হয়। ম্যাথিউ এনজিরাম্পসে এবং এডুয়ার্ড কারেমেরা নামের দণ্ডপ্রাপ্ত এই দুই ব্যক্তি রুয়ান্ডার সাবেক ক্ষমতাসীন দল ন্যাশনাল রেভ্যুলুশনারী মুভমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট (এনআরএমডি)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধে জাতিগত নিধন অভিযান চালানো হয়। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম মর্মান্তিক এই গণহত্যায় দেশটিতে মাত্র ১০০ দিনের ভেতরে প্রায় ৮ লাখ জাতিগত তুতসি এবং হুতু সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী নিহত হয়।

বছরে সোয়া কোটি হেক্টর আবাদী জমি মরুকরণের শিকার

প্রতি বছর বিশ্বের ১ কোটি ২০ লাখ হেক্টর আবাদী জমি মরুকরণের শিকার হচ্ছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আফ্রিকার দুই-তৃতীয়াংশ আবাদী জমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। জাতিসংঘ সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বের ১১০টির বেশি দেশে আবাদী জমির মরুকরণ ঘটেছে। আফ্রিকায় মরুকরণ-প্রভাবিত ভূমির আয়তন ১ বিলিয়ন হেক্টর এবং এশিয়ায় ১.৪ বিলিয়ন হেক্টর। উত্তর আমেরিকায় মরুকরণের শিকার ভূমির পরিমাণ পতিত জমির ৭৪ শতাংশ।

দশ হাযার মার্কিন সেনা আফগানিস্তান ছেড়েছে

আফগানিস্তান থেকে স্থায়ীভাবে ১০ হাযার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে আফগানিস্তানে অবশিষ্ট মার্কিন সেনা সংখ্যা ৯১ হাযারে দাঁড়িয়েছে। গত ১৮ ডিসেম্বর ইরাক থেকে মার্কিন সেনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের এক সপ্তাহ পর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা সংখ্যা কমানো হ'ল। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকেও সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা রয়েছে। এদের মধ্যে আগামী গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ ২৩ হাযার সেনা সরিয়ে নেবে বলে মার্কিন প্রশাসন ঘোষণা করেছে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার উৎখাত ও আল-কায়েদা গোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ইঙ্গোমার্কিন বাহিনী ২০০১ সালে দেশটি দখল করে নিয়েছিল।

মুসলিম জাহান

ইরাক থেকে সকল মার্কিন সেনা প্রত্যাহার

যুক্তরাষ্ট্র গত ১৮ ডিসেম্বর ইরাক থেকে তাদের সব সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর ফলে ৯ বছরের ইরাক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু পড়ে রইল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও জাতিগতভাবে বিভক্ত অনিশ্চিত এক ইরাক। মার্কিন বাহিনীর প্রায় ১১০টি গাড়ির একটি বহর গত ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত আড়াইটার দিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় নাসিরিয়া শহরের ইমাম আলী ঘাঁটি থেকে বের হয়। ঐ বহরে ছিল মার্কিন ফার্স্ট ক্যাভালরি ডিভিশনের থার্ড ব্রিগেডের প্রায় ৫০০ সেনাসদস্য। মরুভূমির ভেতর দিয়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে সকাল সাড়ে সাতটার দিকে গাড়ি বহরটি ইরাক সীমান্ত অতিক্রম করে কুয়েতে ঢোকে। এখন ইরাকের মার্কিন দূতাবাসের নিরাপত্তায় কেবল সেখানে ১৫৮ জন সেনাসদস্য রয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ইরাকের পাঁচ শতাধিক ঘাঁটিতে সর্বোচ্চ এক লাখ ৭০ হাযার মার্কিন সেনা নিয়োজিত ছিল। এর আগে দীর্ঘ নয় বছর পর ইরাকের রাজধানী বাগদাদে শেষ মার্কিন পতাকাটি নামায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। গত ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এই পতাকা নামানোর মাধ্যমে ইরাকে মার্কিন অভিযানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে আমেরিকার খরচ হয় ৩৫ হাযার কোটি ডলার। এতে প্রায় ১০ লাখ ইরাকী নিহত হয়েছে এবং পঙ্গু ও উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েক মিলিয়ন। তাছাড়া এতে প্রায় সাড়ে চার হাযার মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে।

প্রথম পশ্চিমা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেল ফিলিস্তীন

ইউরোপের প্রথম দেশ হিসাবে আইসল্যাণ্ড ফিলিস্তীনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২৯ নভেম্বর ফিলিস্তীনকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতির পক্ষে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে ৬৩-৩৮ ভোটে পাস হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময়কার সীমানার ভিত্তিতে ফিলিস্তীন ভূখণ্ড গঠিত হওয়ার পক্ষে পার্লামেন্ট সদস্যরা ভোট দিয়েছেন।

আরো ৫৫০ ফিলিস্তীনী বন্দীকে মুক্তি দিল ইসরাঈল : ইসরাঈল গত ১৮ ডিসেম্বর আরো ৫৫০ ফিলিস্তীনী বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে। ইসরাঈলী সেনা গিলাদ শালিতের মুক্তির বিনিময়ে গত অক্টোবরের চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় দফায় এই বন্দীদের মুক্তি দেয়া হ'ল। দুই মাস আগে প্রথম দফায় ৪৭৭ বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিল ইসরাঈল।

কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর বর্বরতায় ২২ বছরে ৯৩ হাযারের বেশি নিহত

ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ১৯৮৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীর বর্বরতায় ৯৩ হাযারেরও বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে বলে কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের গবেষণা শাখা জানিয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৭ হাযার ব্যক্তি বন্দী অবস্থায় নিহত হয়েছেন। ঐ প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ঐ একই সময়ে ভারতীয় বাহিনীর হাতে ১০ হাযারেরও বেশি নারী নির্যাতিত হয়েছে।

ইরাকে দশ লাখ বিধবা

ইরাকে ১০ লাখ বিধবা মানবেতর জীবন যাপন করছে। ইরাক জুড়ে এখন তাদের হাহাকার। মাসে সরকারী সাহায্য ৮০ মার্কিন ডলার দিয়ে সন্তান নিয়ে দিনাতিপাত করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব। ১৯৮০-এর দশকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ, ১৯৯১-এ কুয়েত দখল ও যুদ্ধ, দেশের ভিতর কুর্দীদের সঙ্গে সংঘাত এবং সবশেষ ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন বাহিনী ও তার মিত্রদের আগ্রাসী হামলায় বিধবাদের সংখ্যা এ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

তিউনিসিয়ায় আন-নাহযাহ পার্টির বিজয়; মারযূকী নতুন প্রেসিডেন্ট

প্রায় ১০ মাস আগে তিউনিসিয়ায় ঘটে যায় তথাকথিত 'জেসমিন বিপ্লব'। বিপ্লবের শেষদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট যায়নুল আবেদীন বিন আলী জানুয়ারীর ১৪ তারিখ সঊদী আরব পালিয়ে যান। তারপর মাত্র ৯ মাসের মধ্যে গত ২৩শে অক্টোবর দেশটিতে হয়ে গেল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রথম সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ মধ্যপন্থী ইসলামিক দল 'আন-নাহযাহ'কে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। উক্ত ফলাফলে দেখা যায়, নাহযা ৪১ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে মোট ২১৭টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনে জয়ী হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ দল কংগ্রেস প্রজাতন্ত্র (সিপিআর) ১৪ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়ে ৩০টি আসন জিতেছে। আর ১০ শতাংশ ভোটে ২১টি আসন নিয়ে তৃতীয় হয়েছে বামপন্থী ইত্তাকাতোল। আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণার পর আন-নাহযার প্রধান রশীদ ঘানুসি বলেন, 'নতুন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিউনিসিয়ার প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা হবে'। নাহযা পার্টির এক মুখপাত্র বলেন, তারা ক্ষমতায় গেলে তিউনিসিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। মাদক নিষিদ্ধ করা হবে না বা বিদেশীদেরকে সমুদ্র সৈকতে বিকিনি পরিধান নিষিদ্ধ করা হবে না। ইসলামী ব্যাংকিংকে বাধ্যতামূলক করা হবে না। কেননা তাঁর মতে তিউনিসিয়া সবার দেশ। রশীদ ঘানুসির ভাষায়- 'এখানে আল্লাহ, মুহাম্মাদ (ছাঃ), নারী, পুরুষ, ধার্মিক, অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যেহেতু তিউনিসিয়া সকলের'।

মারযূকী তিউনিসিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট : বিপ্লব-পরবর্তী তিউনিসিয়ায় গত ১২ ডিসেম্বর দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন মুনছেফ মারযূকী (৬৬)। স্বাধীনতার পর দেশটির দুই একনায়ক হাবীব বুরকিবা ও সর্বশেষে ক্ষমতাচ্যুত শাসক বিন আলীর দেশে মারযূকীই হলেন প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ১২ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ঐ নির্বাচনে তিনি ২১৭ ভোটের মধ্যে ১৫৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

[একে আদৌ ইসলামী দল বলা উচিত নয়। বরং এদের হাতেই ইসলাম সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের এই বিজয় মূলতঃ বিগত সরকারের যুলুমের বিরুদ্ধে নেগেটিভ বিজয় এবং নতুনের স্বাদ গ্রহণের আবেগের বিজয় মাত্র- (স.স.)]

মরক্কোয় ইসলামপন্থী দল পিজেডির জয়লাভ; প্রধানমন্ত্রী বিন কিরানে

মরক্কোর সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী 'জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' বা পিজেডি জয়লাভ করেছে। ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পিজেডি ১০৭টি আসন পেয়েছে অর্থাৎ মরক্কোর সংসদের ৩৯৫টি আসনের মধ্যে এক চতুর্থাংশ আসনে তারা বিজয়ী হয়েছে। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে জাস্টিস পার্টির প্রধান আব্দুল্লাহ বিন কিরানেকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গত ২৯ নভেম্বর নিয়োগ দিয়েছেন রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ। নির্বাচনে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী আব্বাস আল-ফাসির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিস্ট পার্টি ৪৫টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে। মরক্কোর তিনটি রাজনৈতিক দল মিলে 'সেক্যুলার ফ্রন্ট' নামে জোট গঠন করেছিল। এ ফ্রন্ট নির্বাচনে ১১৭টি আসন পেয়েছে। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন সাত হাযার।

আর যেসব দল সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তারা দেশটির রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকার বিষয়টি মেনে নিয়েছে। ফলে অন্যান্য দলের সঙ্গে পিজেডির জোট সরকার গঠন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

পিজেডির প্রধান আব্দুল্লাহ বিন কিরানে বলেছেন, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করতে অন্য দলগুলোকে নিয়ে জোট সরকার গঠন করা হবে। পিজেডি ঘোষণা দিয়েছে, তারা ইসলামের কোনো বিধান চাপিয়ে দেবে না। বরং তারা ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণ করে দেশকে উন্নয়ন, অধিকতর সমবন্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করবে। তবে মাদক এবং মহিলাদের পর্দার মত বিষয়গুলোতে তারা কোন মতামত দেবে না। কেননা মরক্কো পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। যদিও ইতিপূর্বে তারা সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিল। তারা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র মেনে নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাদশাহ কেবল শাসনতান্ত্রিক প্রধান হবেন। দেশ পরিচালনা করবে পার্লামেন্ট এবং মন্ত্রীসভা।

মিসরে ইসলামপন্থী দলগুলোর একচেটিয়া সাফল্য

মিসরে সংসদ নির্বাচনের তিন দফার প্রথম দফা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮-২৯ নভেম্বর। ৬০ বছরের মধ্যে দেশটিতে এটিই প্রথম অবাধ নির্বাচন। নির্বাচন হাইকমিশনের প্রধান আব্দুল মোয়েয ইবরাহীম বলেন, 'ফেরাউন থেকে আজ পর্যন্ত এটিই সর্ববৃহৎ নির্বাচন। এর আগে কখনোই ৬২ শতাংশ লোক কোনো নির্বাচনে ভোট দেয়নি'। নির্বাচনে মিসরের জনপ্রিয় ইসলামী দল 'মুসলিম ব্রাদারহুড' নিয়ন্ত্রিত 'ফ্রীডম এণ্ড জাস্টিস পার্টি' ৩৭% ভোট পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গঠিত সালাফী সংগঠন 'আন-নূর' পার্টি ২৪% ভোট পেয়ে ২য় স্থানে রয়েছে। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি লাভ করেছে ১৩% ভোট এবং মধ্যপন্থী আল-ওয়াসাত ৪.২৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ৬০%-এর বেশী ভোট পাওয়ায় নির্বাচনে ইসলামপন্থী জোট নিশ্চিতভাবেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে। কেননা এখনো পর্যন্ত দেশের যে দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে নির্বাচন হয়নি সেসব অঞ্চলের অধিকাংশ ভোটারই ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থক। আগামী ১১ জানুয়ারীতে পরবর্তী দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে দেশটির ক্ষমতাসীন সামরিক কাউন্সিল অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কামাল আল-গানজৌরিকে নিয়োগ দিয়েছে। এর আগেও তিনি হুসনী মুবারকের শাসনামলে মিসরের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গত ৭ ডিসেম্বর রাজধানী কায়রোর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথ নিয়েছে। সামরিক শাসক হুসাইন তানতাবী মন্ত্রীদের শপথ পাঠ করান। মিসরের ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদ দাবী করেছে, দেশটিতে চলমান নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট এককভাবে মিসরের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে না; বরং সামরিক সরকার সংবিধান প্রণয়নের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে। অথচ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট দেশটির জন্য সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১০০ সদস্যের একটি সাংবিধানিক আইনসভা গঠন করার কথা আছে। সেনা পরিষদ আরো দাবী করেছে, দেশটিতে চলমান পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রাথমিক ফলাফলে মিসরের জনগণের প্রকৃত মতামত প্রতিফলিত হয়নি।

[এইসব নামকাওয়াস্তে ইসলামী দল কখনোই জনগণের ইসলামী আকাংখা পূরণ করবে না। বরং আপোষকামিতার চোরাবালিতে এদের হাতেই জনগণের ইসলামী আকাংখাকে হত্যা করা হবে- (স. স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ঘুম তাড়াতে ডিম

সম্প্রতি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, ডিমের সাদা অংশে এমন এক ধরনের প্রোটিন আছে যা আমাদের দিনভর সতেজ রাখে এবং ক্লান্তি ও তন্দ্রাকে দূরে রাখে। আমাদের দিনভর সতেজ রাখার জন্য মস্তিষ্কে এক ধরনের সেল সবসময় সক্রিয় রাখে। এই সেলের নাম 'ওরেক্সিন সেল'। গবেষকরা জানান, দিনভর একটানা কাজ এবং নানান দুশ্চিন্তার কারণে স্থির হয়ে যায় এই সেল। যার কারণে কাজের ফাঁকে কিংবা খাবারের পর ঘুম চলে আসে এবং ক্লান্তি দেহকে পেয়ে বসে। এ ক্লান্তি দূর করার জন্য একটি সহজ উপায় বের করতে গিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বিভিন্ন খাদ্য নিয়ে গবেষণার পর দেখেন ডিমের সাদা অংশে এক ধরনের অ্যামিনো এসিড আছে, যা আমাদের দিনভর সতেজ এবং ক্লান্তিহীন রাখে। এছাড়াও আমরা সারাদিন যেসব খাদ্য খেয়ে থাকি সেসব খাদ্যের গ্লুকোজ ঐ ওরেক্সিন সেলে এক ধরনের ব্লকেজ তৈরী করে। কিন্তু অ্যামিনো এসিড গ্রহণ করলে গ্লুকোজ আর ব্লক তৈরী করতে পারে না। তাই তন্দ্রা ও ক্লান্তি কাটাতে কাজ থেকে ঘন ঘন বিরতি না নিয়ে একেবারে দিনের শুরুতেই নাশতায় ডিম খেয়ে নেয়া যায়। এতে ক্লান্তি ও তন্দ্রা আসবে না, আর স্থূলতার চিন্তাও কমে যাবে।

ডিমে বাড়ে স্মৃতিশক্তি : বোস্টন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের গবেষক রোডা আউ এবং তার দল গত ১০ বছর ধরে ডিম এবং এর পুষ্টিগুণ নিয়ে গবেষণা করে ডিমে 'কোলেন' নামে নতুন এক ধরনের পুষ্টিকর উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এই উপাদান স্মৃতিশক্তিকে শাণিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪০০ বৃটিশের মধ্যে যারা নিয়মিত সকালের নাশতায় ডিম খাওয়ার অভ্যাস করেছেন তাদের স্মৃতিশক্তি বাকীদের চেয়ে অনেক তুখোড়।

মেশিনে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম ত্বক

সারা মানবদেহকে আবৃত করে রাখা চামড়া বা ত্বককে এবার কৃত্রিমভাবে গবেষণাগারে তৈরি করছেন জার্মানির ফ্রাউনহফার ইনস্টিটিউটের টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিজ্ঞানীরা। ভবিষ্যতে ত্বকের ক্যান্সার রোধে তাদের এই প্রচেষ্টা যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ত্বক। একটি মানব ত্বকের আকার দুই বর্গমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং সারা দেহের শতকরা ১৬ ভাগ ওযন হচ্ছে এই চামড়া বা ত্বকের। মানব শরীরের এক বর্গইঞ্চি ত্বকে রয়েছে সাড়ে ছয়শ' ঘামের গ্রন্থি, ২০টি উপশিরা, ৬০ হাযার মেলানোসাইটিস এবং এক হাযারেরও বেশি স্নায়ুতন্তু।

ইনস্টিটিউটের টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান প্রফেসর হাইকে ওয়ালেসের নেতৃত্বে এই টিস্যু ফ্যাক্টরির কাজ চলছে। সেখানে কৃত্রিম ত্বক তৈরির পাশাপাশি একে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেটা নিয়েও গবেষণা চলছে। এখন পর্যন্ত তারা দুই স্তরবিশিষ্ট কৃত্রিম ত্বক তৈরি করতে পেরেছেন। তবে ভবিষ্যতে হয়তো পুরোপুরি মানব ত্বকের হুবহু ত্বকই তারা তৈরি করতে পারবেন।

অন্ধত্ব দূর করবে গাঁদাফুল

গাঁদাফুলের নির্যাস থেকে তৈরী এক ধরনের বিশেষ ওষুধ বৃদ্ধ বয়সের অন্ধত্ব দূর করতে সাহায্য করবে। এই ফুলের নির্যাসে আছে এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা এজ-রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন'র (এএমডি) বিরুদ্ধে লড়াই করে। এজ-রিলেটেড ম্যাকুলার ডিজেনারেশন হল বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, মানুষ চিনতে ভুল করা, রঙের পরিচিতি ভুলে যাওয়া।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষা

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ২৯শে নভেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জে বি.পি.এড. কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসলাম মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার কারণেই জাহেলী যুগের বর্বর, কলহপ্রিয় মানুষগুলি সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। তিনি বলেন, দেশ পরিচালনার জন্য জ্ঞানী ও সুদক্ষ তাক্বওয়াশীল মানুষ দরকার। আল্লাহভীতি ও পরকালীন জওয়াবদিহিতার অনুভূতি মানুষকে আদর্শ মানুষ হ'তে শেখায় এবং তাদেরকে জনকল্যাণে নিবেদিত করে। অতএব আসুন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে জাতিকে নৈতিকতার শিক্ষায় উজ্জীবিত করি।

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও 'আন্দোলন'-এর যেলা প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসার মুফাসসির ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুর রশীদ সালাফী। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ।

শঠিবাড়ী, রংপুর ৩০শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শঠিবাড়ী থানাধীন গুর্জিপাড়া হাইস্কুল মাঠে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ এবং আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

আহলেহাদীছ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

টাউন হল ময়দান, পাবনা, ৩রা ডিসেম্বর : অদ্য দুপুর ২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে পাবনা শহরের টাউনহল ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দেশে ইসলামের যে বিশুদ্ধ দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে, তা কারো কারো ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে আঘাত লাগায় এ আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্যই আন্দোলনের আমীর সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে নোংরা অপবাদ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এজন্য আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীরা কোন হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নেয়নি; বরং এই যুলুমের বিরুদ্ধে তারা সরকারের নিকটে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে অশ্রুসিক্ত নয়নে দো'আ করেছিল। শান্তিপূর্ণ এ আন্দোলন সর্বদা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে থাকে। এ আন্দোলনের আদর্শিক বিরোধীরাই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করেছিল, আজও করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ আন্দোলন ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এএসএম আযীযুল্লাহ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও 'আন্দোলন'-এর সাবেক শূরা সদস্য জনাব রবীউল ইসলাম প্রমুখ।

আসুন! সার্বিক জীবনে সুন্নাতের যথাযথ অনুসারী হই!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সিরাজগঞ্জ ২২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রহমতগঞ্জ সুতাকল ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুলাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুগে যুগে বিধর্মীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুকরণে নানাবিধ বিদ'আত ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে। এসব বিদ'আতের কারণে সমাজ থেকে সুন্নাত বিদায় নিয়েছে। এইসব বিদ'আতের বিরুদ্ধে হকপন্থী আলেমদের প্রচার ও প্রতিরোধ সর্বদা অব্যাহত ছিল। তাঁরা সুন্নাতকে বাঁচাতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ যুগেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্যই বিদ'আতীদের পক্ষ থেকে এ আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপরে নির্যাতন নেমে এসেছিল। তিনি বলেন, আমল কবুল হওয়ার জন্য আমাদেরকে রাসূলের সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে হবে। তাহ'লেই পরকালে কাঙ্খিত নাজাত মিলবে, অন্যথায় নয়। অতএব আসুন! আমরা আমাদের সার্বিক জীবন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তুলি।

স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জনাব আমজাদ হোসেন শেখ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুলাহ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন।

উপযেলা সম্মেলন

আসুন! ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাবলুল্লাহর ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হই

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১৯শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে কলারোয়া জি কে এম কে পাইলট হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত উপযেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ প্রেরিত হাবলুল্লাহ বা কুরআন ও সুন্নাহ সকল মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত। যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে। তিনি বলেন, নানা ধর্মে-

বর্ণে ও মতবাদে বিভক্ত মানবজাতির ঐক্যের একটাই মাত্র আশ্রয়স্থল হ'ল হাবলুল্লাহ। আসুন! তার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখি।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

এলাকা সম্মেলন

আহলেহাদীছ আন্দোলন শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

দারুসা, পবা, রাজশাহী ১০ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার দারুসা এলাকার উদ্যোগে দারুসা হাইস্কুল মাঠে দারুসা এলাকা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন বাতিলের সাথে কোন আপোষ করে না। পৃথিবীতে নির্ভেজাল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন এসেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ আন্দোলনের দাওয়াতী তৎপরতা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। যত বাধা আসুক এ আন্দোলনের কর্মীদের সে বাধাকে উপেক্ষা করে মাঠে-ময়দানে কাজ করে যেতে হবে।

তিনি মরা পদ্মার শুকনো বালুচরে 'রিভার সিটি' গড়ার সাম্প্রতিক ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একে 'নির্মম রসিকতা' হিসাবে মন্তব্য করেন এবং অবিলম্বে ভারতের পানি আগ্রাসন ও বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়েরের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

স্থানীয় আলেম মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদ্রীস আলী, 'আন্দোলন'-এর বাগধানী এলাকা সভাপতি মাওলানা শামসুল হুদা (মোহনপুর) ও কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

সুধী সমাবেশ

জলঢাকা, নীলফামারী ৩০শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ডাকালীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ওছমান গণী মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

জেদ্দা, সঊদী আরব ২১শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে জেদ্দা দা'ওয়াহ সেন্টারে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেন্টারের বাংলা বিভাগের দাঈ হাফেয অলিউল বাসেত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমান, আহলেহাদীছ ব্যবসায়ী সমিতি মেহেরপুর যেলার আহ্বায়ক আব্দুল আলীম, সঊদী প্রবাসী মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন (রাজশাহী) প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, 'আন্দোলন'-এর জেদ্দা শাখার অর্থ সম্পাদক জনাব নিযামুদ্দীন (ফেনী), দফতর সম্পাদক আল-আমীন (বি-বাড়িয়া), মেহেদী হাসান (নোয়াখালী), মফীযুর রহমান (কুমিল্লা), মীযানুর রহমান (লক্ষ্মীপুর) ও মুহাম্মাদ সেলিম (ফেনী) প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, 'আন্দোলন'-এর উপরোক্ত দায়িত্বশীলগণ ঐসময় হজ্জ-এর সফরে সঊদী আরবে অবস্থান করছিলেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ১৫-১৬, ২২-২৩ ও ২৯-৩০ ডিসেম্বর দেশের চারটি স্থানে আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

রাজশাহী ১৫-১৬ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৫-১৬ ডিসেম্বর দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজশাহী যেলা ও মহানগরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বিপুল সংখ্যক কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রাণবন্ত এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এএসএম আযীযুল্লাহ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

ঢাকা ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বংশালস্থ ঢাকা যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং ঢাকা বিভাগীয় সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। প্রশিক্ষণে ঢাকা, কুমিল্লা, নরসিংদী, গাযীপুর ও জামালপুর যেলার দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন।

সাতক্ষীরা ২২-২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২২-২৩ ডিসেম্বর সাতক্ষীরার বাঁকালস্থ দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর যেলার কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর ২৯-৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর মেহেরপুর যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া পূর্ব, পশ্চিম, রাজবাড়ী ও ঝিনাইদহ যেলার কর্মী ও দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী ২৯-৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়ায় রাজশাহী বিভাগের ১৬টি যেলার সমন্বয়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল ৭-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে পরদিন জুম'আ পর্যন্ত চলে। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এএসএম. আযীযুল্লাহ, যুববিষয়ক ও দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক ফারূক আহমাদ ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী প্রমুখ।

১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত

(১) সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম : গত ৭ নভেম্বর সোমবার সকাল ৭-টায় প্রথম বারের মত ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হয় যেলার সাতকানিয়া থানাধীন পশ্চিম ঘাটিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে। চট্টগ্রাম দারুল মা'আরেফের কামেল শ্রেণীর ছাত্র হাফেয রকীবুদ্দীনের ইমামতিতে ৩০ জন মুছল্লী প্রথম বারের মত বারো তাকবীরের এই জামা'আতে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাতের ঘোষণা পূর্বেই পোষ্টারিং ও মসজিদে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে বিদ'আতীরা চরমভাবে ক্ষেপে যায় ও তা প্রতিহত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নতুন আহলেহাদীছ ভাইদের এবারের মত মসজিদে ছালাত আদায়ের অনুমতি দিলে এরা ঈদের দিন সকালে মসজিদ তালাবদ্ধ করে রাখে। অবশেষে সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে উক্ত ময়দানে ঈদের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

(২) কুষ্টিয়া শহর : গত ৭ই নভেম্বর কুষ্টিয়া শহরস্থ 'গড়াই মহিলা কলেজ ময়দানে' সকাল ৭-টায় দ্বিতীয় বারের মত ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ অধ্যক্ষের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহলেহাদীছগণ স্বতন্ত্রভাবে ঈদের জামা'আত কায়েম করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর ইমামতিতে উক্ত ঈদের জামা'আতে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, আল-হাদীছ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল আলীসহ অনেক আহলেহাদীছ মুছল্লী। উল্লেখ্য যে, গত ঈদুল ফিতরে কুষ্টিয়া শহরে কুষ্টিয়া হাউজিং এস্টেটের বি-ব্লকে সর্বপ্রথম ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সেই জামা'আতে ইমামতি করেন। ইমাম সহ মুছল্লীদের অধিকাংশ ছিলেন নূতন আহলেহাদীছ। *আলহামদুলিল্লাহ*।

ঈদগাহের রাস্তা উদ্বোধন করলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ৯ই নভেম্বর'১১ বুধবার সকালে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রায় অর্ধ কিলোমিটার ব্যাপী যে রাস্তার ভিত দিয়ে এসেছিলেন, গত ২৮শে ডিসেম্বর ৪৯ দিনের মাথায় তা শেষ হয়। অতঃপর গত ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ টেলি কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র নামে তার উদ্বোধন করেন। জুম'আর দিন সকালে তিনি মোবাইল ফোনে মুরব্বীদের বলে দেন যেন বুলারাটি, মাহমূদপুর ও তালবেড়ে তিন গ্রামের মুছল্লীগণ জুম'আর পরপরই নতুন রাস্তা দিয়ে সোজা ঈদগাহে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে সকলে সিজদায়ে শুক্র আদায় করেন। অতঃপর সেখানে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ও আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি রাস্তা উদ্বোধন করবেন।

তাঁর নির্দেশনা পেয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলামের তদারকিতে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও অন্যান্য মুরব্বীগণ দ্রুত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন এবং জুম'আর ছালাতের পর বেলা ১-৫৫ মিনিটে মোবাইল ফোনে মাত্র সাত মিনিটের ভাষণে তিনি সূরা নাহলের ৯৭ আয়াত এবং ছহীহ বুখারী ও মুসলিম থেকে পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, আজকে আমাদের ভাইয়েরা যে উত্তম আমল করলেন, সেটি তাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হ'ল। আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব, কিন্তু এ রাস্তা যতদিন টিকে থাকবে, যতদিন এ রাস্তা দিয়ে মানুষ ঈদগাহে আসবে, ততদিন এর নেকী আমরা কবরে গিয়েও পাব। আমাদের বাপ-দাদারা যারা এটা করতে পারেননি, কিন্তু আকাংখা করেছিলেন, তারাও তাদের সন্তানদের এ নেক আমলের ছওয়াবের অংশীদার হবেন।

ভাষণের শেষদিকে তিনি এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, প্রচলিত দল ও প্রার্থীভিত্তিক ইলেকশন ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করেছে। পরস্পরে হিংসা-হানাহানি সৃষ্টি করেছে। আপনারা এইসব দলীয় কোন্দলে জড়াবেন না। ভাই-ভাইয়ে মহব্বত ও ভালোবাসা বজায় রাখুন। এ ধরনের সামাজিক কাজে সকলে উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসুন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করুন। এলাকার উপরে আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। অতঃপর তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আল্লাহ্র নামে রাস্তার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এভাবে এলাকাবাসীর শতবর্ষ লালিত একটি সুন্দর স্বপ্ন পূরণ হ'ল। ভাষণ শেষ হবার সাথে সাথে উপস্থিত এলাকাবাসী আমীরে জামা'আতের হায়াতে ত্বাইয়েবাহ কামনা করে দো'আ করেন। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

ভারতীয় পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করুন

-সরকারের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে ভারতের পানি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, প্রতিবেশী দেশ ভারত একের পর এক নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে ফারাক্কায় ও গজলডোবায় বাঁধ দিয়ে পদ্মা ও তিস্তাকে তারা হত্যা করেছে। এরপর সংযোগ খাল কেটে পানি টেনে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীকে শুকিয়ে দিয়েছে। এবারে টিপাইমুখে বাঁধ দিয়ে মেঘনাকে ধ্বংস করার পায়তারা করছে। এভাবে পুরো বাংলাদেশ মরুভূমি হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে পরীক্ষামূলক ট্রানজিটের নামে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডোর প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সাথে কুমিল্লার তিতাস নদীতে মাটি ভরাট করে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এভাবে একের পর এক বাংলাদেশের স্বার্থকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভারত যে একচেটিয়া নীতি অবলম্বন করে চলেছে, তার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ দায়েরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে জোর দাবী জানান। সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১

রাজশাহী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৮ ও ৯ ডিসেম্বর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ এবং সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও পাবনার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব রবীউল ইসলাম। ২ দিন ব্যাপী এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রাক্তন ও বর্তমান সকল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সংগঠনের আমন্ত্রণে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

১ম দিন বাদ আছর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সম্মেলন ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফ্ফর বিন মুহসিন। নাতিদীর্ঘ ভাষণে তিনি সংগঠনের বিগত দিনের ইতিহাস স্মরণ করে বলেন, সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণের অকৃত্রিম প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আজকের এই দৃঢ় অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, যুগে যুগে আহলেহাদীছরাই মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছে। এদেশের বুকে 'যুবসংঘ' তার কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, এদেশে 'যুবসংঘ'-এর জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল, যখন স্বয়ং আহলেহাদীছরা রাফউল ইয়াদায়েন করা ও আমীন বলাকেই আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করত। অন্যদিকে নামধারী ইসলামী দলগুলো কেউ ফযীলত নিয়ে, কেউ পীর ও মাযারপূজা নিয়ে, আর কেউবা পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেজুড়বৃত্তি করে ইসলামের সঠিক রাস্তা থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল। এমনই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দুর্যোগক্ষণে 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'যুবসংঘ' ইসলামের নামে প্রচলিত সকল বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং ইসলামের বিশুদ্ধ রূপ সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। ফলে সূচনাকাল থেকেই ঘরে-বাইরে সর্বত্র 'যুবসংঘ' চরম বাধার সম্মুখীন হয়। নানাভাবে চক্রান্তকারীরা দুনিয়ার বুক থেকে এ সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেছে এবং এখনো যাচ্ছে। তদুপরি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে বাতিলের হাযারো চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে 'যুবসংঘ' বাংলার বুকে সগৌরবে দণ্ডায়মান। শুধু তাই নয় বরং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির মাধ্যমে তার তৎপরতা বিস্তার লাভ করে চলেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*। অতএব এ সংগঠনের সর্বোচ্চ কাণ্ডারী হিসাবে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং সমাজের বুক থেকে জাহেলী রসম-রেওয়াজকে উচ্ছেদের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই বাতিলকে উৎখাত করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাদান সম্ভব হবে। তিনি নতুন-পুরাতন সকল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে এই প্রতিজ্ঞায় কায়েম ও দায়েম থাকার জন্য আহ্বান জানান।

২য় অধিবেশনে শুরু হয় স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যের পালা। বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুযাফ্ফর রহমান (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক শহীদুযযামান ফারূক (সাতক্ষীরা) ও ইমামুদ্দীন (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন আব্দুল খালেক মাষ্টার (রাজশাহী), গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), গোলাম যিল-কিবরিয়া (কুষ্টিয়া-পশ্চিম), মাসউদ বিন ইসহাক (খুলনা), মাওলানা ফযলুর রহমান (গাইবান্ধা), মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (বগুড়া), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), আওনুল মা'বূদ (গাইবান্ধা), অধ্যাপক ফারূক আহমাদ (রাজশাহী), মোরশেদ আলম (যশোর), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা), তাসলীম সরকার (ঢাকা), অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), আবু তাহের (গাইবান্ধা) এবং অধ্যাপক আকবর হোসাইন (যশোর)। সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে 'আন্দোলন'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য পাবনার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব রবীউল ইসলাম বলেন, এমন একটা সময় ছিল যখন আমি নিজে আহলেহাদীছের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ড্রামা করে বেড়াতাম, আমি দ্বীনকে চিনতাম না। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত পেয়ে আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি। আমি দ্বীনকে চিনতে শিখেছি। আমার সন্তান, আমার পরিবারও দ্বীনকে চিনেছে। 'যুবসংঘ' যদি না থাকত তাহ'লে আমি এ পথে আসতে পারতাম না। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথাই বলতে পারি যে, বাধা আসবে, বাধা থাকবে, আবার চলে যাবে। তাই বলে বাধার কাছে হার মানা যাবে না। বাধার মাধ্যমেই বরং সংগঠনের অগ্রগতি, মযবুতি আরো বৃদ্ধি পাবে। বাধা বাধা হয়ে পড়ে থাকবে, হক এগুতেই থাকবে, বাতিল হকের বিরুদ্ধে কখনোই সফল হবে না ইনশাআল্লাহ।

'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম বলেন, দুঃখ হয় যখন দেখি শ্রদ্ধা করার মত মানুষগুলো হঠাৎই চেহারা বদলে ফেলেন। তখন আমার কেবলই স্মরণ হয় বৃটিশবিরোধী যুদ্ধের দুঃসাহসী কমাণ্ডার ইয়াহইয়া খানের কথা (পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট)। যার গর্বোদ্ধত চেহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশের এক শিল্পীর চিত্রকর্মে হায়েনার রূপে দেখা দিয়েছিল। মানুষের চেহারা থেকে হায়েনার মূর্তি বেরিয়ে আসার অনেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে 'আন্দোলন'-য়ে আসার পর। তদুপরি আমরা হতাশ নই। কোন আন্দোলন যদি তার সংগ্রামকে অগ্রসর করতে চায়, তবে ৩টি জিনিস প্রয়োজন– বই, বই এবং বই। রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে গ্রন্থটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই পৃথিবীর ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছিল। 'যুবসংঘ' তার সংগ্রামকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সে সাহিত্য আজ পেয়ে গেছে। এখন 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে। যার নেতৃত্বে আসছে ইসলামপন্থী দলগুলি। কিন্তু তারা সঠিক ইসলামপন্থী কি-না তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সন্দেহ। তাই দুনিয়াকে যদি সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়, তবে আপনাদেরকেই সামনে এগিয়ে আসতে হবে। সংকীর্ণ দেশীয় গণ্ডিতে আটকে থাকার সুযোগ নেই আপনাদের। এই 'যুবসংঘ'কে আমি দুনিয়ার বুকে একমাত্র দল হিসাবে দেখি, যারা নেতৃত্ব দিলে দুনিয়া সঠিক নেতৃত্ব পাবে। সেই ছবি দেখতে পাই আমি আপনাদের মাঝে। এ দলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নয়, বরং আমি দেখতে চাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দল হিসাবে।

'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আজকের এই আনন্দঘন মিলনমেলা আমার কাছে যেন বিদায়ের ঘন্টাধ্বনি মনে হচ্ছে। 'আন্দোলন' যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন আর প্রতিষ্ঠাতার প্রয়োজন হয় না। এখন প্রতিষ্ঠা আপনারাই দিবেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি- আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত। আমিও আজ আপনাদেরকে বলব, আমি আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি এ আন্দোলনকে। এই আমানতের হক আদায়ের জন্য আপনারা কি রাযী আছেন? এসময় সকলে সমস্বরে ওয়াদা করেন। তিনি বলেন, মুরুব্বীরা

দো'আ করবেন এবং ছেলেরা কাজ করবে। ইবরাহীমের মত পিতা এবং ইসমাঈলের মত সন্তান না থাকলে কখনও কুরবানী ও আত্মত্যাগের ইতিহাস রচিত হ'ত না। যখনই জাতির সামনে ইবরাহীমের মত নেতৃত্ব থাকবে এবং ইসমাঈলের মত উৎসর্গীত প্রাণ যুবশক্তি থাকবে, তখনই একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আজকের এই কাউন্সিল সম্মেলন আমাকে বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমি অনুভব করছি এ আন্দোলনের হাল ধরার মত যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী হয়ে গেছে। *আলহামদুলিল্লাহ*। 'যুবসংঘ'-এর যে সকল সাবেক সভাপতি এখানে 'সম্মাননা স্মারক' নিলেন তাদের প্রত্যেকেই সাংগঠনিক মেধা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন। আমি তাদের সকলের জন্য দো'আ করছি, আল্লাহ যেন তাদেরকে এ আন্দোলনের হাল ধরার যোগ্যতা দান করেন। এজন্য যে আদর্শিক দৃঢ়তা, লক্ষ্যের অবিচলতা, জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তার প্রতিফলন অনেকের মাঝেই দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল স্রোতে এ তরীকে আমরা রেখে যাচ্ছি তোমরা একে যথাস্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করো। আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আন্দোলনের যে বীজ উপ্ত হয়েছে সে বীজ মহীরূহ আকারে আমাদের আন্দোলনে, আমাদের কর্মে, আমাদের বৈষয়িক জীবনে যেন প্রতিফলিত হয় সেই প্রার্থনা করছি। কেবল ছালাতের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ নয়, বরং আহলেহাদীছ হ'তে হবে ধর্মীয় জীবনে, বৈষয়িক জীবনে তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন- আমীন!

'যুবসংঘ'-এর ৩৩ বছরের ইতিহাসে 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হওয়া সকল কর্মীদের এই মিলনমেলা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। দীর্ঘদিনের পুরনো সাথীদের একত্রে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকে। আলোচনার মঞ্চে উঠে অতীতকে স্মরণ করতে গিয়ে বার বার স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছিলেন বক্তারা। জীবন বাজি রেখে সারাদেশ জুড়ে এতদিন যারা সংগঠনের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন, দীর্ঘদিন বাদে তারা নিজেদেরকে শ্রোতাদের আসনে আবিষ্কার করে ক্ষণিকের জন্য হ'লেও ফেলে আসা দিনগুলিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে স্মৃতিময় করে রাখা এবং আন্দোলনের পূর্বসূরীদের অবিচল সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশেষভাবে মনোনীত পাঁচজন সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে 'সম্মাননা স্মারক' ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তাঁরা হ'লেন মাষ্টার আব্দুল খালেক (রাজশাহী), মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), জনাব গোলাম মুক্তাদির (খুলনা), জনাব আব্দুর রহীম (বগুড়া) এবং অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)। এছাড়া 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিবৃন্দ এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দকে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। এছাড়া সাবেক ও বর্তমান সকল কাউন্সিল সদস্যকে 'সম্মেলন স্মারক' ও 'ডায়েরী' উপহার দেয়া হয়।

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ইংরেজী ভার্সন-এর উদ্বোধন :

সম্মেলনের ২য় দিন **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত দেশে-বিদেশে বহুল প্রচারিত ও সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর ইংরেজী সংস্করণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। উপস্থিত সুধী মণ্ডলী গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, এটিই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

প্রদর্শনী ও আর্ট :

সম্মেলনের বিশেষ আয়োজন ছিল 'যুবসংঘ'-এর ফেলে আসা ৩৩ বছরের কর্মকাণ্ডের উপর একটি বিশেষ প্রদর্শনী। যেখানে স্থান পায় 'যুবসংঘ' আয়োজিত তাবলীগী ইজতেমা, বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং-এর পোষ্টার, লিফলেট, আলোকচিত্র, পত্রিকার কাটিং ইত্যাদির অনেক দুর্লভ ডকুমেন্ট। এছাড়া আরো স্থান পায় ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বার্ষিক ক্যালেণ্ডার, হ্যাণ্ডবিল, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি, যা উপস্থিত দর্শকদের অভিভূত করে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানোর জন্য 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর কর্মীরা অনুষ্ঠানের প্রবেশপথে বালির উপর 'আহলান সাহলান' ও অন্যান্য শ্লোগান চিত্রিত করে দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক আর্ট ফুটিয়ে তোলে, যা সম্মেলনস্থলের শোভা বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

মারকায সংবাদ

ইবতেদায়ী সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল

১. আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী : বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১১ সালের ৫ম শ্রেণীর ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও ৮ম শ্রেণীর দাখিল জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ও মহিলা মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫জন এ+ (৫.০০) ৪৬ জন এ (৪.০০), ৯ জন এ- (৩.৫), ৮ জন বি (৩.০০) এবং ৩ জন সি (২.০০) গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে মুনীরুল ইসলাম (চুয়াডাঙ্গা), সিরাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ), ইউনুস (কুমিল্লা), আব্দুলাহ আল-যুবায়ের (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) ও নাহিদ হাসান (নওগাঁ) জিপিএ-৫ (এ+) পেয়েছে।

অন্যদিকে ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় ৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩জন এ+ (৫.০০), ২১ জন এ (৪.০০), ৭ জন এ- (৩.৫) ও ৩ জন বি (২.০০) গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে মাহবুব যামান (রাজশাহী), রুমাইসা (নওগাঁ) ও রুবাইয়া (রাজশাহী) জিপিএ-৫ (এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ্, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী ও জেডিসি পরীক্ষায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ্‌র ছাত্ররা শতভাগ পাশের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় ৩০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ জন এ (৪.০০), ৪ জন এ- (৩.৫), ১১ জন বি (৩.০০) এবং ৫ জন সি (২.০০) গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে ৮ম শ্রেণীর জেডিসি পরীক্ষায় ২৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন এ, ১ জন এ-, ১ জন বি গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি আবু তাহের (৩৬) গত ২৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২-টায় বুড়িচং থানাধীন কোরপাই গ্রামে তার শ্বশুরালয়ে ইন্তেকাল করেছেন। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান রেখে যান। জনাব আবু তাহের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। কুমিল্লা যেলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অনস্বীকার্য। কর্মজীবনে তিনি বাঞ্ছারামপুর থানাধীন রাধানগর কালিকাপুর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহ-সুপার ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি ডায়াবেটিক সহ বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন।

তার প্রথম জানাযা কোরপাই-কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসা মাঠে পরদিন ২৪ ডিসেম্বর সকাল ৯-টায় কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা হাফেয আব্দুল মতীন সালাফীর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বেলা ২-টায় তার নিজ গ্রাম জগতপুর ঈদগাহ ময়দানে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর ইমামতি দ্বিতীয় জানাযা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী যোগদান করেন। মুহাতারাম আমীরে জামা'আত মোবাইল ফোনে ঐদিনই যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতির নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও তার রূহের মাগফিরাত কামনা করেন।

[ভাই আবু তাহের-এর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে বেদনাহত। আমরা তার শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন- আমীন!!- সম্পাদক]

উইকিলিক্স (WIKILEAKS)-এর তথ্য ফাঁস

[ঢাকায় নিযুক্ত আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস (HARRY K. THOMAS) কর্তৃক মার্কিন সরকারের নিকট প্রেরিত গোপন রিপোর্ট]

রিপোর্টের ধরন : SECRET সূত্র : DHAKA.

তাং ৩. ৩. ২০০৫ইং

তারবার্তার বিষয়বস্তু : ARRESTED DR. GALIB : TERRORIST OR DUPE?

(ডঃ গালিব গ্রেফতার : সন্ত্রাসবাদী না প্রতারণার শিকার?)

বিবরণ-১ :

২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গ্রেফতারের পর থেকে সংবাদপত্র সমূহ ক্রমাগতভাবে প্রফেসর গালিবকে জেএমজেবি ও জেএমবি-র সশস্ত্র তৎপরতার একজন জোরালো পৃষ্ঠপোষক (extreme advocate) বলে প্রচার করে যাচ্ছে। পত্রিকা সমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিস্ফোরণ ও বোমাবাজির ঘটনা সমূহের প্রেক্ষিতে পুলিশ ডঃ গালিব-এর বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান (Chief) হিসাবে চার্জ গঠনের পরিকল্পনা করছে। পত্রিকা সমূহ রিপোর্ট দিচ্ছে যে, তাঁর চরমপন্থী যোগাযোগ এবং সেই সাথে প্রায় ৬০০ মসজিদ, মাদরাসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ নির্মাণের জন্য বিশাল বিদেশী ফাণ্ডের উৎস সমূহ প্রমাণের উদ্দেশ্যে পুলিশ ডঃ গালিবের বাসায় তল্লাশি চালিয়েছিল।

এদিকে ঢাকায় 'জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল' জেআইসি-তে কোনরূপ সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ততাকে ডঃ গালিব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

বিবরণ- ২ :

বিশ্বস্ত সূত্রসমূহ এ ব্যাপারে বলতে অপারগ (unable to say) যে, সম্প্রতি বিভিন্ন যাত্রামঞ্চে, গ্রামীণ ব্যাংকে বা ব্রাক এনজিও-তে বোমা হামলার ব্যাপারে ডঃ গালিব কোনভাবেই জড়িত (largely responsible) ছিলেন কি-না।

উক্ত সূত্রসমূহ এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে অপারগ (unable to confirm) যে, কোনরূপ বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা গোলা-বারূদ পাওয়া গেছে কি-না কিংবা কোন বিদেশী অর্থায়ন বা বিদেশী ফাণ্ডের উৎস মিলেছে কি-না'।

[হে আল্লাহ! তুমি মিথ্যা অপবাদ দানকারী ও মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্যাতনকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতে যথাযথ শাস্তি বিধান কর এবং এর মাধ্যমে যালেমদের শিক্ষা হাছিলের ও যথার্থভাবে তওবা করার তাওফীক দাও! আমীন!! *(সম্পাদক)*]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১): হজ্জ করতে গিয়ে অনেকে সেখানে মৃত্যুবরণ করার নিয়ত করে। এতে কোন কল্যাণ আছে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : হজ্জের নিয়তের সাথে সেখানে মৃত্যুবরণ করারও নিয়ত করা যায়। এতে কল্যাণ আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যারা মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে তাদের জন্য আমি সুফারিশ করব *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৫০)*। ওমর (রাঃ) নিম্নরূপ দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِى سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার পথে শাহাদতবরণ করার রিযিক দান করুন এবং আপনার রাসূলের শহরে মৃত্যুদান করুন' *(বুখারী হা/১৮৯০)*। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে ছালাতের ইমামতি করা অবস্থায় তিনি মুছল্লীবেশী ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে শহীদ হন (*ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*।

প্রশ্ন (২/১২২) : সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বা আহত হওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত কারণ চিহ্নিত না করেই পরিবহনের মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

-মাহফূযুল ইসলাম
বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তর : মানুষ নিহত হওয়ার কারণ ৩টি- ভুলক্রমে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা ও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার ন্যায় হত্যা করা। গাড়ী দুর্ঘটনায় মানুষ মারা গেলে উক্ত ৩টি কারণের যেকোন একটির মধ্যে পড়ে যায়। প্রথম ও তৃতীয় কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে ১০০টি উট বা তার সমপরিমাণ মূল্যের রক্তপণ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় কারণে নিহত হলে তার শাস্তি হল- মৃত্যুদণ্ড। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ ক্ষমা করে দিয়ে রক্তপণ নিতে চায়, তাহলে তা করা যাবে *(বাক্বারাহ ১৭৮; দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/১১৭৭, ১১৭৮)*।

আহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হল: সম্পূর্ণ নাক, চোখ, জিহ্বা, ঠোঁট কাটা গেলে, মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে বা অন্য কোন অঙ্গ কেটে গেলে ১০০ টি উট ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া সাধারণ ক্ষতি হলে প্রতি ক্ষতির বিনিময়ে ১০টি করে উট দিতে হবে। একটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট দিতে হবে *(নাসাঈ হা/৪৮৫৩; মিশকাত হা/৩৪৯২; বুলূগুল মারাম হা/১১৭৫, সনদ ছহীহ)*। প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করার দায়িত্ব আদালতের কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের। তারা সেটা নির্ধারণ করার পরই ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। নইলে সেটা যুলুম হবে। আর যুলুম করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : জনৈক আলেম বলেন, কাউকে সাপে দংশন করলে সূরা ফাতিহা সাতবার পড়ে তার উপর দম করবে। অতঃপর অর্থহীন মন্ত্র পড়তে হবে। যেমন- সিজ্জাতুন তারানি য়্যাতুন মিলহাতু বাহরিন কাফাত্বা। প্রশ্ন হল, উক্ত পদ্ধতিতে ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান
বোয়ালকান্দি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সাপে দংশন করলে সূরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়ফুঁক করা যায় *(বুখারী হা/৫০০৭)*। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ্র দো'আ ছাড়া মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করলে শিরক হবে *(আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩; মিশকাত হা/৪৫৫২)*। এইরূপ ঝাড়-ফুঁক করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : ডাঃ যাকির নায়েকের লেকচারে শুনেছি, 'গসপেল অব ম্যাথিউ' গ্রন্থের ১৯ অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, একজন লোক এসে ঈসা (আঃ)-কে বলল, হে মহান শিক্ষক! জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি কী কী কাজ করব? ঈসা (আঃ) বললেন, তুমি আমাকে মহান বলছ কেন? মহান একজন ছাড়া আর কেউই নন। তিনি হলেন আল্লাহ। প্রশ্ন হ'ল, আমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মহান বলতে পারি কি? এছাড়া অনেকে বলে, মহান নেতা, মহান মে দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি। এগুলো বলা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : মহান বিশেষণটি সর্বাপেক্ষা বড় বুঝায়। তাই মহান সত্তা হিসাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা ঠিক হবে না। তবে বাংলায় এটি উদার ও বড় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন মহান হৃদয়। সে হিসাবে মহান নেতা বলায় শিরক হবে না। মে দিবস বা স্বাধীনতা দিবসকে মহান বলার কোন যুক্তি নেই। কেননা এগুলি কোন ব্যক্তি বা সত্তা নয়।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : আমি একজন সোনামণি। বয়স ১২ বছর। ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি। আম্মা, বড় ভাই, বড় বোন আমাকে ছালাত আদায় করার জন্য খুব তাকীদ করেন। আমি ছালাত পড়ি, কিন্তু যোহর ও আছর পড়তে পারি না। কারণ তখন ক্লাসে থাকি। শুনেছি ওয়াক্তমত ছালাত আদায় না করলে আল্লাহ কবুল করেন না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

-মুসাম্মাৎ হাবীবা আখতার
রামপুর দক্ষিণপাড়া, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তর : সময় মত ছালাত আদায় করতে হবে এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ *(নিসা ১০৩)*। তাই ছালাত আদায়ের জন্য প্রধান বা

শ্রেণী শিক্ষকের নিকট থেকে ছুটি নিতে হবে। ছুটি না পেলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বর্জন করতে হবে এবং যেখানে ক্লাস রুটিনের মাঝে সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করার সুযোগ আছে সেখানে ভর্তি হতে হবে।

এটা সম্ভব না হলে দুই ওয়াক্তের ছালাত দুই ইক্বামতে এক সঙ্গে (৪+৪=৮) জমা করতে হবে *(বুখারী হা/১১৭৪)*। কখনো যোহর ছালাতকে আছরের ওয়াক্তে এবং কখনো আছর ছালাতকে এগিয়ে নিয়ে যোহরের সময় পড়তে হবে (*আবুদাঊদ হা/১২১০; মিশকাত হা/১৩৪৪)*। সুতরাং ক্লাস শেষ হওয়ার পর যোহর ছালাতের সময় থাকলে তখনই ছালাত আদায় করে নিতে হবে। অন্যথায় আছর ছালাতের সময় তা আদায় করবে। তবে এটি নিয়মিতভাবে করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : মসজিদ দেখার কোন দো'আ আছে কি? 'আল্লাহুমাগ ফিরলী যুনূবী খাত্বায়ী ওয়া 'আমাদী' নামে দো'আটির কোন দলীল আছে কি?

-ডাঃ আ.ন.ম. বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : মসজিদ দেখার কোন দো'আ পাওয়া যায় না। তবে উক্ত দো'আটি ছহীহ *(ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬৬২; আহমাদ হা/১৬৩১৩)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার এক পর্যায়ে বলেছে, তোকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। এভাবে আরো কয়েকবার বলেছে। কিছুদিন পরে অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু অনেকে বলেছে, হিল্লা ছাড়া কোন উপায় নেই। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষণে তাদের একত্রিত হওয়ার কোন সুযোগ আছে কি?

-আব্দুর রহমান
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তর : এক বৈঠকে একই সাথে তিন বা ততোধিক তালাক দিলে এক তালাক বায়েনাহ গণ্য হবে *(মুসলিম হা/৩৬৫৭)*। ইদ্দতের মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবার তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০৬)*। এক্ষেত্রে হিল্লা প্রথার আশ্রয় নেওয়া হারাম। এ কাজ যে করে দিবে এবং যার জন্য করা হবে উভয়ের উপর আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) লা'নত করেছেন *(দারেমী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৯৬)*। বিস্তারিত দেখুন : 'তালাক ও তাহলীল' বই।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে সালাম দেওয়া ও দুই রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি?

-ওমর ফারূক, কালিগঞ্জ, গাযীপুর।

উত্তর : যেহেতু খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীদের কাজ খুৎবা শ্রবণ করা, সেহেতু সালাম দেওয়া যাবে না। তবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসতে হবে *(বুখারী হা/৯৩১; মুসলিম হা/২০৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯): ওশরের ধান দিয়ে জালসা করা যায় কি?

-মুযাফফর
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ওশর ৮ শ্রেণীর মানুষের হক। জালসা তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৬০)*। জালসা বা অনুরূপ নেকীর কাজ সমূহ নিজেদের টাকা দিয়ে করা উত্তম।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০) : আমি একজন দোকানদার। মাঝে মাঝে অনেক রাতে দোকান থেকে বাড়ীতে আসি। কোন কোন রাতে জিন আমাকে ভয় দেখায়। কখনো রাস্তার ধারে বিশাল মূর্তি আকারে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো কোন পশুর রূপ ধারণ করে। এ বিষয়ে গ্রামের এক আলেমকে বললে তিনি এ সময় আযান দিতে বলেন। তাহ'লে শয়তান পালিয়ে যাবে। উক্ত কথা কি সঠিক? এ থেকে বাঁচার উপায় কী?

-আলতাফ
জয়পুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের সময় আযান দিলে শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৫৫)*। কিন্তু শয়তান কর্তৃক আক্রান্ত হলে আযান শুনলে সে পালিয়ে যায় এমনটি প্রমাণিত নয়। তবে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়লে শয়তান দূরে সরে যায় *(আবুদাঊদ হা/১৪৭৩; মিশকাত হা/২১৬২ ও ২১৬৩)*। অনেক সময় মনের ভয় থেকে মানুষ জিন-ভূত দেখে। আসলে হয়ত কিছুই নয়। অতএব মনে সাহস রাখুন। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন এবং সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ুন। শয়তান পালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাওয়াফ করতে করতে বলতেন, হে আল্লাহ! যদি আমার ভাগ্যে মন্দ ও পাপকর্ম লিপিবদ্ধ থাকে, তাহলে উহা মিটিয়ে দিন। কারণ আপনি ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন। আপনার কাছে উম্মুল কিতাব রয়েছে। আপনি আমার তাক্বদীরকে কল্যাণময় করুন এবং গুনাহ ক্ষমা করুন। হাদীছটি কি ছহীহ? উক্ত দো'আ সিজদা ও তাশাহহুদে বলা যাবে কি? বলা গেলে দো'আটি হরকতসহ আরবীতে তুলে ধরার বিনীত অনুরোধ করছি।

-আব্দুল মতীন
গাড়াবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বর্ণনাটি বিশুদ্ধ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৪৮ -এর আলোচনা দ্রঃ)*। উক্ত দো'আ সিজদা ও তাশাহহুদে পড়া যাবে। দো'আটি নিম্নরূপ:

اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شَقْوَةً أَوْ ذَنْباً فَامْحُهُ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً.

ابن جرير–

প্রশ্ন (১২/১৩২) : ছহীহ হাদীছে আছে, যদি কোন সন্তান শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহলে ঐ সন্তান ক্বিয়ামতের দিন পিতা-

মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)। ***প্রশ্ন হল, ঐ পিতা-মাতা যদি ছালাত আদায় না করে এবং শিরক-বিদ'আতের সাথে জড়িত থাকে তাহলে সেই পিতা-মাতার কী হবে?***

-মুহাম্মাদ মজিদুল ইসলাম
গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা অনেক বান্দাকে ক্বিয়ামতের দিন সুফারিশের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিবেন *(বুখারী হা/৬৫৬৫)*। কিন্তু সে সুফারিশ তাদের জন্য হবে, যারা শিরক থেকে মুক্ত। সুতরাং মুশরিক, বিদ'আতী, ছালাত আদায় করে না এমন পিতা-মাতার জন্য শিশু সন্তানের সুফারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না *(আম্বিয়া ২৮; বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ ৭৪-৭৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : সূরা মুহাম্মাদের ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যারা কুফরী করেছ, তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম'। এখানে 'পশুর মত আহার করে' বলতে কী বুঝানো হয়েছে।

-মামুন, ঢাকা।

উত্তর : কাফেররা পার্থিব জীবনে চতুষ্পদ জন্তুর মত। তারা শুধু পেট ও যৌন চাহিদা পূরণে ব্যস্ত থাকে। তারা পরজীবনের কোন চিন্তা করে না বলে পশুর মত আচরণ করে এবং নেক আমল করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিন এক পেটে ও কাফির সাত পেটে খায়' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ; বুখারী হা/৫৩৩৯; মিশকাত হা/৪১৭৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : আমার ১ স্ত্রী, ৩ কন্যা, ১মা ৫ ভাই ও ৩ বোন আছে। আমার ১৩ বিঘা জমি সম্পূর্ণ বা কিছু আমার মেয়েদের হেবা রেজিষ্ট্রি করতে পারি কী? শুদ্ধমতে কে কতটুকু পাবে?

-মুখলেছুর রহমান
কাথুলী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ১৩ বিঘা সম্পদকে ২৪ ভাগ করে স্ত্রী ৩ ভাগ, ৩ কন্যা ১৬ ভাগ, মা ৪ ভাগ ও ভাই-বোনরা ১ ভাগ দুই জন মেয়ে সমান একজন ছেলে অনুপাতে ভাগ করে নিবে। উল্লেখ্য যে, ভাই-বোন আসাবা সূত্রে ওয়ারিছ, বাকী অন্যরা সকলে যাবিল ফুরূয হিসাবে ওয়ারিছ বিধায় পৃথকভাবে মেয়েদের হেবা রেজিষ্ট্রি করে দেয়া বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ ওয়ারিশদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করেছেন সেটাই সবার জন্য কল্যাণকর। কারো হক নষ্ট করে মেয়েদের বেশী করে দেয়া শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : ওযূ থাকা অবস্থায় অসুস্থ মাকে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অনেক সময় হাতে পেশাব-পায়খানা লেগে যায়। এমতাবস্থায় পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? না শুধু হাত ধৌত করলেই চলবে?

-আব্দুল আলীম
শৈলেরকান্দা, জামালপুর।

উত্তর : ওযূ অবস্থায় শরীরে কোন নাপাকী লাগলে ওযূ ভঙ্গ হয় না। যে অংশে নাপাকী লাগবে ঐ অংশটুকু ধুয়ে নিলেই চলবে *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬; মিশকাত হা/৫০২)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর ও কনের মাঝে কিভাবে বিবাহ পড়াতেন?

-মুহাম্মাদ মুহসিন
পাকের হাট, খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : বিবাহ পড়ানোর সুন্নাতী পদ্ধতি হল, প্রথমে বিবাহের খুৎবা হবে। অতঃপর মেয়ের সম্মতিক্রমে দুই জন সাক্ষীর সামনে মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বলবে, আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। আর ছেলে বলবে, আমি কবুল করলাম। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এরপর সুন্নাতী দো'আ পড়বে– بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৫)*। মেয়ের কাছে গিয়ে সাক্ষীদের সামনে বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি ঠিক নয়। তবে পিতা বা অভিভাবককে অবশ্যই সাবালিকা মেয়ের সম্মতি নিতে হবে *(বুখারী হা/৫১৩৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : ওযূ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ বা ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আব্দুল আউয়াল
পালী বাজার, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ওযূ করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে 'মযী' নির্গত হলে ওযূ ভঙ্গ হবে। তবে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। আর 'মযী' নির্গত না হলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কখনো কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন এবং ওযূ না করেই ছালাতে বের হতেন *(আবুদাঊদ হা/১৭৯; মিশকাত হা/৩২৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করতেন *(মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/২০০০)*। তবে রাসূল (ছাঃ) নিজেকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তি ছিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০০০)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে করণীয় কী? অনেকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে এবং দান-খয়রাত করতে বলেন। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজনীন খাতুন
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে কোন করণীয় নেই। তবে সর্বাবস্থায় তাদের জন্য দো'আ ও ছাদাক্বা করা উচিত। মানুষের স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে (ক) ভাল স্বপ্ন- যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বহন করে (খ) শয়তানের পক্ষ থেকে- যা মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলে (গ) নিজের খেয়াল ও কল্পনা- যা স্বপ্নে দেখা যায় *(মুসলিম হা/২২৬৩)*।

স্বপ্নে ভাল কিছু দেখলে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবে। চাইলে অন্যকেও সে বিষয়ে অবহিত করবে। আর খারাপ কিছু দেখলে শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে, বাম দিকে তিনবার

আউযুবিল্লাহ বলে থুক মারবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে। কাউকে সে বিষয়ে বলবে না *(বুখারী হা/৭০৪৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : কুরবানীর পশু দ্বারা অন্যের ফসলের ক্ষতি করলে কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-আযাদ শাহ
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : শুধু কুরবানীর পশু নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে যে কোন পশু দ্বারা কারো ফসলের ক্ষতি করা অন্যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। কিন্তু কুরবানীর ছওয়াব তার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ তাকে দিবেন *(হজ্জ ৩৭)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : মানুষের শরীরে পা লাগলে সালাম করা ও চুম্বন করা যাবে কি? পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘুমানো যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : মানুষের শরীরে পা লাগলে সালাম করা ও চুম্বন করার কোন বিধান নেই। তবে এটি একটি অপসন্দনীয় কাজ। তাই সৌজন্য দেখানো উচিত। পশ্চিম দিকে পা রেখে ঘুমানো যাবে। শরী'আতে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই। তবে খোলা স্থানে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : দেশীয় নিয়মানুযায়ী ৪০ কেজিতে এক মণ হয়। কিন্তু আমের সময় বাজারে আম বিক্রি করলে ব্যবসায়ীরা ৫০ কেজিতে এক মণ হিসাব করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন
উদয়নগর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বাজারের প্রচলিত নীতির উপর ভিত্তি করে লেনদেন করা দরকার। আলাদা নিয়ম চালু করলে সেটা উভয়ের সম্মতিক্রমে হ'তে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমরা ওযন করবে সঠিক মাপে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না (*শু'আরা ১৮২-১৮৩*)।

প্রশ্ন (২২/১০২) : শীতের সময় দুপুরেই বস্তুর ছায়া একগুণ থাকে। এ সময় যোহর ও আছর ছালাতের সময়সূচী কেমন হবে?। গরমের সময় আসল ছায়া ছোট থাকে। আর শীতের সময় বড় থাকে। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল জাব্বার
আলী নগর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সূর্য ঢলার পর হতে যোহরের ছালাতের সময় শুরু হয়। কাঠির গোড়া থেকে মেপে মূল ছায়ার একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকবে। এরপর থেকেই আছরের ছালাতের সময় শুরু হবে *(মুসলিম হা/১৪১৯)*। এটা শীতকালে হোক বা গরম কাল হোক। তবে গরমের সময় একটু দেরী করে যোহরের ছালাত পড়তে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব জঘন্য। একদিকে হলের বাধ্যতামূলক অসুস্থ রাজনীতি, অন্যদিকে নগ্নতার ছোবল। নাস্তিকতার আগ্রাসন তো আছেই। এমন প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করা সত্ত্বেও ঈমান হারানোর ঝুঁকি থাকে। এমতাবস্থায় সাধারণভাবে আমল করে টিকে থাকা উত্তম হবে, না ভাল পরিবেশে থাকা উত্তম হবে? এ জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করলে তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন হবে কি ?

-মুর্তযা বিল্লাহ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : যেখানে ঈমান ও আমল হারানোর ঝুঁকি থাকবে সেখান থেকে অনুকূল পরিবেশে চলে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না? তোমরা হিজরত করতে পারতে *(নিসা ৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানের উৎকৃষ্ট মালরূপে গণ্য হবে ছাগল। যেগুলোকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃষ্টি বহুল এলাকায় চলে যাবে, যাতে ফিতনা থেকে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করতে পারে *(বুখারী হা/১৯)*। এজন্য তাক্বদীরের কোন পরিবর্তন হবে না। মন্দ ও উত্তম পরিবেশ বাছাই করার দায়িত্ব বান্দার। সে তার তাকদীরের খবর জানে না। তাই এখানে টিকে থাকাটাও তাকদীর, চলে যাওয়াটাও তাকদীর।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : প্রচলিত আছে যে, নেক সন্তান জন্মের সময় পরিবারে সচ্ছলতা আসে, শান্তির পরিবেশ বিরাজ করে, সমাজও শান্তিময় হয়। উক্ত কথাগুলো কি সঠিক?

-মাহফুযূর রহমান
রুয়েট, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : কোন মুছল্লী যদি জুম'আর ছালাতের শেষ মুহূর্তে এসে হাযির হয়, তাহ'লে সে কিভাবে ছালাত আদায় করবে?

-আযীযুল হক সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : যদি শেষ রাক'আতে রুকূ পায় তাহ'লে জুম'আর জামা'আত পেল। ইমাম সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে বাকি ছালাত পড়ে নিবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, কেউ যদি জুম'আর ছালাত এক রাক'আত পায় তাহলে সে যেন ছালাত পেল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪১২)*। আর যদি রুকূ না পায় তাহলে সে জু'আমার ছালাত পেল না। তাই তাকে যোহরের চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে *(বায়হাক্বী ৩/২০৪ পৃঃ; ইরওয়া ৩/৮২ পৃঃ)*। অর্থাৎ সে জুম'আর নিয়তে ছালাতে যোগদান করবে এবং যোহরের চার রাক'আত আদায় করবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, রুকূর সাথে তাকে সূরা ফাতেহা পাঠ

করতে হবে। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত হয় না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : যেনাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে কেমন শাস্তি দিবেন?।

-হাবীবুর রহমান
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তর : যেনা অতীব জঘন্য কর্ম। তওবা ছাড়া আল্লাহ তাকে মাফ করবেন না। আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায় *(ফুরক্বান ৬৯)*। হাদীছে এসেছে, তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় একটি পেটমোটা সরু মুখ সম্পন্ন চুলায় জ্বলন্ত আগুনের মাঝে পোড়ানো হবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : ক্বিয়ামতের পূর্বে উল্লেখযোগ্য কী কী নিদর্শন দেখা দিবে?

-আব্দুল জলীল
কৈমারি, নিলফামারী।

উত্তর : ক্বিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত নিদর্শন সমূহের মধ্যে কিছু ছোট আছে কিছু বড় আছে। ছোট নিদর্শনের সংখ্যা অনেক। কিছু ঘটে গেছে এবং ঘটছে। যেমন- শেষ নবী (ছাঃ)-এর আগমন, বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়, ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব, আমানতের খেয়ানত, ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব, সূদ, বাদ্যযন্ত্র ও মদ্যপানের বিস্তার, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা, হত্যাকাণ্ড বেশি হওয়া, শিরকের বিস্তার, প্রতিবেশীর হক নষ্ট করা, অশ্লীলতার ব্যাপকতা, নীচু লোকদের নেতৃত্ব পাওয়া, কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ মহিলাদের আবির্ভাব, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ইলম উঠে যাওয়া, মূর্খতা ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, পুরুষের স্বল্পতা ও নারীদের আধিক্য ইত্যাদি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭; বিস্তারিত দ্রঃ মিশকাত 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

আর কিছু বড় নিদর্শন আসবে যা এখনো ঘটেনি। যেমন- ইমাম মাহদীর আগমন, দাজ্জালের ফেৎনা, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের ফেৎনা, ধোঁয়া আসা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠা, একটি আলৌকিক পশুর আবির্ভাব ঘটা, আগুন মানুষকে হাশরের মাঠে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : সূরা আলে ইমরানের ১৯৯ আয়াতের তাফসীর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারযানা খাতুন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, আহলে কিতাবগণের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যা তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়ে এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করেনি, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(আলে ইমরান ১৯৯)*। একই মর্মের বক্তব্য এসেছে সূরা বাক্বারাহ ১২১, আলে ইমরান ১১৩, মায়েদাহ ৮২-৮৫, আ'রাফ ১৫৯, ইসরা ১০৭, ক্বাছাছ ৫২-৫৪ আয়াত সমূহে। এসব আয়াতের মর্ম এই যে, ইহুদী হৌক বা নাছারা হৌক যারা শেষ কিতাব ও শেষনবীর উপরে ঈমান এনেছে এবং তাদের নিজেদের কিতাবে বিকৃতি ঘটায়নি ও সেখানে বর্ণিত শেষনবীর আগমন ও তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী গোপন করেনি, তারা হ'ল আহলে কিতাবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। যেমন ইহুদী ধর্মনেতা আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও খ্রিষ্টান বাদশাহ নাজাশী প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হাবশার বাদশা আছহামা নাজাশীর মৃত্যুর কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি ছাহাবীদেরকে নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়লেন। মুনাফিকরা বলল, আমরা একজন অমুসলিম হাবশীর জন্য জানাযা পড়ব? তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয় *(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১১০৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৪৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর, ঐ)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : কোন সন্তান যদি পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় আর এ জন্য তারা যদি চোখের পানি ঝরায়, তাহলে সেই সন্তান পূর্বে যত আমল করেছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুমাইয়া খাতুন
সদর হাসপাতাল, পাবনা।

উত্তর : পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা তিনটি বড় গুনাহের অন্যতম *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০)*। পিতা-মাতা সন্তানদের জন্য দো'আ অথবা বদ দো'আ করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় *(আবুদাউদ হা/১৫৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৯৬)*। কিন্তু তাদের কাঁদালে পূর্বের আমল বিনষ্ট হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেননা আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের কোন পুরুষ ও নারীর কোন নেক আমল বিনষ্ট করি না' *(আলে ইমরান ১৯৫)*। উল্লেখ্য, অনেক সময় পিতা-মাতা অন্যায়ভাবে ছেলে-মেয়েদের উপর বদ দো'আ করে থাকে। এই দো'আ কোন কাজে লাগবে না। কারণ আল্লাহ কারো প্রতি যুলুম করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : যে দিনে যে জন্ম গ্রহণ করবে সেদিনেই সে মৃত্যুবরণ করবে, এ কথা কতটুকু সত্য?

-ফাতিমা
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথা ভিত্তিহীন। তবে কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতেও পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম এবং মৃত্যু একই দিন সোমবারে হয়েছে *(মুসলিম হা/২৮০৪; বুখারী হা/৪১৮৪)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : অনেক আলেম বলে থাকেন, এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারা রাত ইবাদত করা হয়। অনুরূপ ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারা দিন ইবাদত করা হয়। উক্ত কথা কী সঠিক? দিনে-রাতে

সর্বমোট সুন্নাত কত রাকা'আত? এর ফযীলত কী?

-মিলন কবীর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথা সঠিক নয় । বরং রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত ক্বিয়াম করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন পুরো রাত ক্বিয়াম করল *(মুসলিম হা/১৫২৩)*।

দিনে রাতে সর্বমোট সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ হ'ল ১২ রাক'আত। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। সেই বার রাক'আত হলঃ যোহরের পূর্বে ৪ ও পরে ২, মাগরিবের পরে ২, এশার পরে ২, ও ফজরের পূর্বে ২ রাক'আত *(তিরমিযী হা/৪১৫; ঐ, মিশকাত হা/ ১১৫৯)*। তবে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে ১০ রাক'আত অর্থাৎ যোহরের পূর্বে ২ রাক'আত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কি বিভিন্ন রকমের ছিল? চার ইমাম কেন ছালাতের চার রকম নিয়ম তৈরি করলেন? আর যদি তারা না তৈরি করেন তবে কে করল?

-রোকসানা, আমেরিকা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাতের নিয়ম এক রকমই ছিল। তিনি বলেন, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩)*। চার ইমামও চার রকম ছালাত তৈরী করেননি। তাদের নামে যা কিছু বলা হচ্ছে সবই ভক্তদের বাড়াবাড়ি। কারণ তাঁরা কেউ বলে যাননি যে, রাসূল (ছাঃ)-এর আমলের বিরোধী হলেও আমাদের কথা মেনে চলবে; বরং প্রত্যেক ইমামই বলে গেছেন যে, ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩)*। আর ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে গেলে মুসলিম সমাজে অন্ততঃ ছালাতের ব্যাপারে কোন বিভক্তি থাকবে না। অতএব সকল মুসলিমদের উচিত মাযহাবী গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত আদায় করা। *[এজন্য ইংরেজী ও বাংলায় প্রকাশিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পাঠ করুন- সম্পাদক]*

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : জন্মের পর বাবা আমার আক্বীকা করেননি। আমার স্ত্রীরও আক্বীকা হয়নি। এখন আমরা কি নিজেরা আক্বীকা করব? আক্বীক্বা কতদিন পর্যন্ত করা যায়? কেমন যরূরী?

-মুখতারুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : আক্বীক্বা করা সুন্নাত। সামর্থ্য থাকলে অবশ্যই করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি পশু এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি পশু সপ্তম দিনে যবেহ কর *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৬; মিশকাত হা/৪১৫২)*। উল্লেখ্য যে, ৭, ১৪, ২১, তারিখে আক্বীক্বা করা যাবে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(ইরওয়া হা/১১৭০, ৪/৩৯৫-৩৯৬ দ্রঃ)*। আরো উল্লেখ্য যে, ছহীহুল জামে'-এর মধ্যে উক্ত বর্ণনাকে যে 'ছহীহ' বলা হয়েছে, যা ছিল আগের তাহক্বীক্ব *(ছহীহুল জামে' হা/৪১৩২)*। অনুরূপ আরো অনেক স্থানে ঘটেছে।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : জনৈক আলেম বলেন, গোবর দ্বারা রান্নাকৃত খাদ্য খাওয়া হারাম। কারণ গোবর হারাম। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
শৈলেরকান্দা, জামালপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ এখানে প্রশ্ন গোবর দিয়ে রান্না নয়। বরং গোবর পোড়ানো আগুন দিয়ে রান্না। এতে কোন দোষ নেই। চাই সে আগুন গোবরের হৌক, কেরোসিনের হৌক বা অন্যকিছুর হৌক। তাছাড়া যে সকল প্রাণীর গোশত হালাল, তাদের মল-মূত্র অপবিত্র নয় *(ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২৬ পৃঃ; বুখারী হা/৬৮০২; মিশকাত হা/৩৫৩৯)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : আদম (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে যে জিন জাতি ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নবী-রাসূল এসেছিলেন কি?

-আব্দুস সাত্তার
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ জিন জাতির মধ্যে কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করেননি। জিনেরা যখন অন্যায় কাজে লিপ্ত হত, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একদল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করতেন। তারা তাদেরকে শায়েস্তা করতেন। প্রয়োজনে দ্বীপে নির্বাসন দিতেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর; সূরা বাক্বারাহ ৩০; ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৬৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ও স্থান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাযহারুল ইসলাম
সিঙ্গাপুর।

উত্তর : ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ), জন্মস্থান- কূফা, মৃত্যু- বাগদাদ। ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ), জন্মস্থান- মদীনার উত্তরে 'যুলমারওয়া' নামক স্থানে, মৃত্যু- মদীনা। ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ), জন্মস্থান- সিরিয়ার গাযা এলাকায়, মৃত্যু- মিসর। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ), জন্মস্থান ও মৃত্যু- বাগদাদ *(মুক্বাদ্দামা আশরাফুল হেদায়াহ মুতারজম শরহ উর্দূ হেদায়াহ (দেওবন্দ : মাকতাবাহ থানভী), পৃঃ ২৫-৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : মোবাইল যোগে মেয়ের বাবা দুইজন সাক্ষীর সামনে বলেছেন যে, তোমার সাথে আমার মেয়েকে বিবাহ দিলাম। এ বিবাহ কি বৈধ হবে?

-হাসান, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : মেয়ের সম্মতিক্রমে যদি হয় তাহলে উক্ত পদ্ধতিতে

বিবাহ হয়ে যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬)*। মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা থেকে বাদশা নাজাশীকে ওকালতির দায়িত্ব প্রদান করেন। আবু সুফিয়ান অমুসলিম হওয়ার কারণে বাদশা নাজাশী তার পক্ষ থেকে মোহরানা প্রদান করেন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেন *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৩২০৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : ব্যবসায়ীকে কোন পণ্য কিনে দেওয়ার বিনিময়ে নির্ধারিত কোন লাভ নেওয়া যাবে কি?

- সোলায়মান
ডাংগীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যবসায়ী যদি কাউকে কোন পণ্য ক্রয় করার দায়িত্ব দেন, তাহলে ব্যবসায়ী ইচ্ছা করলে তাকে মজুরী হিসাবে কিছু দিতে পারেন, লাভের অংশ হিসাবে নয়। সে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নির্ধারিত কোন লাভ নিতে পারবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৪/২৭৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : এক ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা ইবতেদায়ী মাদরাসার নামে ওয়াকফ হয়ে যায়। এখন উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এরূপ ওয়াকফ বিহীন মসজিদে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে বর্তমান স্থানটি অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাতেম আলী
রতনপুর, টাংগাইল।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ দাতা মসজিদের নিয়তেই জমি দান করেছেন। মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তর করা হলে, ঐ স্থানটি ইবতেদায়ী মাদরাসা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। অথবা যেকোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যাবে। কূফার মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করে সেখানে খেজুরের বাজার বসানো হয়েছিল *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৫১-৩৫২ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, আপত্তি না থাকলে ওয়াকফ বিহীন মসজিদেও ছালাত শুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় পানাহার করা ও স্ত্রী সহবাস করা যাবে কি? চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কারণ কী?

-হাসানুযযামান
শৈলেরকান্দা, জামালপুর।

উত্তর : চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় বিভিন্ন কাজে নিষেধ করা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, চন্দ্র, সূর্য গ্রহণ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন, এগুলি কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২)*। তিনি আরও বলেন, তোমরা আল্লাহ্র যিকির, দো'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৪)*। সুতরাং দুনিয়াবী কাজে মগ্ন না থেকে আল্লাহ্র যিকির, ছালাত এবং দো'আ করতে হবে। এ সময় সুন্নাত হ'ল প্রতি রাক'আতে ২টি রুকুসহ মোট চার রুকূ দিয়ে দু'রাক'আত সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের ছালাত আদায় করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮০, ৮২; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৫৫)*।

প্রশ্নোত্তর সংশোধনী

১৫/৩ সংখ্যা ২৫/১০৫ প্রশ্নোত্তরটি নিম্নোক্তরূপে হবে:

দ্বিতীয় কথাটি মূলতঃ হাদীছ لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِى الدُّنْيَا 'তোমরা ভূ-সম্পত্তি অর্জনে মগ্ন হয়ো না। কেননা তা তোমাদেরকে দুনিয়ার পিছনে লিপ্ত করে ফেলবে *(তিরমিযী হা/২৩২৮; ঐ, মিশকাত হা/৫১৭৮ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। এখানে الضيعة অর্থ ভূ-সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুকেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত ও পরকালের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় *(মিরক্বাত, তুহফা)*। জান্নাতী মুমিনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আল্লাহ বলেন, তারা হ'ল ঐসব মানুষ, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হ'তে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি সমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে' *(নূর ২৪/৩৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ছালাত শেষ হবার পরেই তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সমূহ সন্ধান কর'... *(জুম'আহ ৬২/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা সুন্দরভাবে সৎকর্ম সম্পাদন কর এবং আল্লাহ্র নৈকট্য অনুসন্ধান কর। কেননা জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতী আমলের উপরেই মৃত্যুবরণ করবে, ইতিপূর্বে যে কাজই সে করুক না কেন..' *(তিরমিযী হা/২১৪১; ঐ, মিশকাত হা/৯৬)*।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়াকে নিজের গোলাম বানাতে হবে, নিজেকে দুনিয়ার গোলাম বানানো যাবে না। আখেরাতের জন্যই দুনিয়া করতে হবে, দুনিয়ার জন্য আখেরাত বিক্রি করা যাবে না।

কবিতার সংশোধনী

১৫/১ সংখ্যায় 'কুরবানী' কবিতার 'হাত-পা বেটার ছাঁদে, বাপ চোখে পটি বাঁধে। 'বাপ হাতে ছুরি ধরে, বাপ দিল কুরবানী, বেটা হ'ল কুরবানী।' এখানে যবহের কাল্পনিক চিত্র আঁকা হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরে এ ধরনের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে, যা ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র। এগুলি কুরআন বা ছহীহ হাদীছে নেই *(এ বিষয়ে আমাদের প্রকাশিত 'নবীদের কাহিনী' ১/১৩৭-৩৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

অসাবধানতাবশতঃ এ ধরনের কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত। হুঁশিয়ার পাঠককে অসংখ্য ধন্যবাদ রইল- *সম্পাদক*।